কিন্ডার গার্টেন এ্যান্ড নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি-প্রাইমারি মন্তেসরী টিচার্স ট্রেনিং-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
(ব্রতচারী, কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, বারাসত
কলকাতা-৭০০ ১২৪
ফোন : (০৩৩)২৫৫২ ০১৭৭
মোঃ - ৯৮৩৬১৮৪৭১২

৫২ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

# আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫২ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা, ৪ শ্রাবণ- ১০ শ্রাবণ, ১৪২৫ ঃ ২১ জুলাই - ২৭ জুলাই, ২০১৮

Kolkata : 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 39, 21 July - 27 July, 2018 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা-১২৪
মোবাইল - ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

## দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

**শনিবার :** শনিবার : যারা প্রতিদিন কোটি কোটি টাকা খরচ

করে শহরবাসীকে পরিচ্ছন্ন থাকার বিজ্ঞাপন দেয় সেই কলকাতা পুরসভার নিজের ভবনেই জমছে জঞ্জালের পাহাড়। কিছুদিন আগে আবর্জনায় আগুন লেগে বিপত্তিও ছড়িয়েছিল। হুঁশ নেই।

**রবিবার :** পুরীর সঙ্গে সারা দেশ জুড়ে নির্বিঘ্নে পালিত হল জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা। পশ্চিমবঙ্গে মাহেশ, ইসকন, গুপ্তিপাড়া সহ

জেলার বহু ঐতিহ্যবাহী রথে চড়ে ভগবান গেলেন মাসির বাড়ি। ফিরবেন ২২শে।

**সোমবার :** দীর্ঘ ২০ বছর পর তারুণ্যে ভর করে বিশ্ব ফুটবলে সেরা হল ফ্রান্স। পাশাপাশি ২০

বছর আগে ফুটবল শুরু করে দ্বিতীয় স্থান পেয়ে রাশিয়ায় বিপ্লব ঘটালো ক্রোয়েশিয়া।

**মঙ্গলবার :** ভারতের প্রধানমন্ত্রী তথা বিজেপির ক্রাউড পুলার নরেন্দ্র মোদী মেদিনীপুর এলেন

এবং আগামী নির্বাচনের আগে বেঁধে দিয়ে গেলেন বিরোধী সুর। তবে সব ছাপিয়ে দেখে গেলেন সামান্য প্যান্ডেল বাঁধতে বাঙালিদের অক্ষমতা।

**বুধবার :** রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতাদের কথাবার্তায় কৌতুহল বাড়ছিল। আগামী মার্চে আগামী

লোকসভা নির্বাচনের সম্ভাবনার কথা বলে তা অনেকটাই নিরসন করে দিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ওমপ্রকাশ রাওয়াত। সঙ্গে হতে পারে পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটও। তবে 'এক দেশ এক নির্বাচন' এখনও দূরস্ত।

**বৃহস্পতিবার :** লোকসভায় পাশ হয়ে গেল পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতে

পাশ-ফেল চালুর বিল। বল এখন রাজ্য সরকারগুলোর কোর্টে। তারা চাইলেই ফের চালু হবে পাশ-ফেল।

**শুক্রবার :** সামান্য হস্টেলের দাবিতে কলকাতা মেডিকেল

কলেজের পড়ুয়াদের অনশন চলছেই। ছাত্ররা অসুস্থ হয়ে পড়লেও অনড় জেদি কর্তৃপক্ষ। এই মনোভাবে পরিস্থিতি ক্রমশ ঘোরালো হচ্ছে।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

# কে এগিয়ে? ১৬ না ২১

**পার্থসারথি গুহ**

১৬ বনাম ২১। মধ্য জুলাইয়ের এই দুটি দিন নিয়ে এখন জোর হুলস্থল পড়ে গিয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। তৃণমূল কংগ্রেস বরাবরের মতো আজ ২১জুলাই ধর্মতলায় তাদের এই শহিদ দিবস পালন করছে। নাটক ও চমকের আবহে তা যথারীতি আরও গুরুত্ব পেতে চলেছে বিভিন্ন দলের নেতাদের ঘাসফুলে সামিল হওয়ার মধ্যে দিয়ে। এর মধ্যে তরুণ বাম সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি রয়েছেন বিজেপি সাংসদ চন্দন সেন। বাম-রামকে এভাবে এক মঞ্চে তৃণমূলে অভিষেক ঘটিয়ে নিশ্চিতভাবে বড় দাও মারতে চলেছে টিম দিদি। যদিও এর মাত্র ৫ দিন আগে আরও একটা বড় শেল ফাটিয়ে গিয়েছেন দাদা অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র মোদী। দাদার ছোঁড়া ইটের বদলে দিদি যে পাটকেল ছুঁড়বেন সেটাও

খুব স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলার রাজনীতির পারদ এর ফলে কতটা ওপর-নিচ করবে দেখার এখন সেটাই। কারণ, এটা তো ঠিক রাজ্যে তৃণমূলের বিরোধী হিসেবে নিজেদের ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে বিজেপি। উপনির্বাচন থেকে পঞ্চায়েত ভোট সর্বত্র দ্বিতীয় স্থান পেয়ে বিজেপি তাদের এই অধিকার ক্রমশ কায়েম করেছে। তাছাড়া সিপিএম বিরোধিতার পেটেন্ট যে শুধুমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নয়, এতে তাদেরও সমানাধিকার রয়েছে তা স্পষ্ট হয়েছে ত্রিপুরায় বিপ্লব দেবদের ক্ষমতা দখলের মধ্যে দিয়ে। অসম, ত্রিপুরায় ক্ষমতা দখলের পর খানিকটা হলেও শাসক দলের ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলা শুরু করে দিয়েছে দিলীপ ঘোষদের বাহিনী। এর সঙ্গে দলের সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহের ঘনঘন এই রাজ্যে আগমন কিছুটা চাপ তৈরি করেছে তৃণমূলের ওপর। সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী যখন কোনও নির্বাচন ছাড়াই রাজ্যের একটি শহরে সভা করতে আসেন তখন তার তাৎপর্য তো আলাদা মাত্রা পাবেই। কৃষকসভার আড়ালে মেদিনীপুর শহরে বিজেপির এই কর্মসূচি জনসংখ্যার বিচারে নিশ্চিতভাবে সফল। যদিও প্রধানমন্ত্রীর সভা চলাকালীন একটি মঞ্চ ভেঙে বেশ কিছু মানুষের আহত হওয়ার ঘটনাকে বেশি আলোকিত করছে গণমাধ্যমের একাংশ থেকে শাসক দলের নেতাকর্মীরা।

এরপর পাঁচের পাতায়

## কর্মী নেই, বন্ধ রেজিস্ট্রী

**কুনাল মালিক :** দঃ ২৪ পরগনা জেলার আলিপুরে সরকারি ম্যারেজ রেজিস্ট্রী দফতরে গত চারমাস ধরে কোনো রেজিস্ট্রী হচ্ছে না। ম্যারেজ সেকশনের দরজায় নোটিশ দেওয়া হয়েছে, অনির্দিষ্ট কাল ধরে নতুন নোটিশ জমা নেওয়া হবে না, শুধুমাত্র পুরানো কেস হবে। কারণ কর্মীর অভাব। প্রতিদিন বহু মানুষ সুলভ সরকারী মূল্যে ম্যারেজ রেজিস্ট্রী করতে এসে ফিরে যাচ্ছেন। অনেকে বাধ্য হয়ে প্রাইভেটে রেজিস্ট্রী করছেন। সরকারী ভাবে যেখানে খরচ হত মাত্র ৫০০ টাকা সেখানে প্রাইভেটে খরচ হচ্ছে প্রায় ২৫০০-৩০০০ টাকা। গত শুক্রবার জেলা রেজিস্টার দফতরের দ্বিতলে ম্যারেজ সেকসনে গিয়ে চোখে পড়ল রেজিস্ট্রী বন্ধের নোটিশ। দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে দেখলাম এক ভদ্রমহিলা বসে আছেন। তিনি জানিয়ে দিলেন, কর্মীর অভাব তাই বন্ধ আছে। কর্মী পেলে নতুন নোটিশ নেওয়া হবে। ভদ্রমহিলা তাঁর নাম জানাতে বা বেশী কিছু বলতে চাইলেন না। এরপর জেলা রেজিস্টার গৌতম ঘোষের কাছে গিয়ে সাধারণ জনতার মতোই জানতে চাইলাম ম্যারেজ রেজিস্ট্রি কেন হচ্ছে না? এরপর পাঁচের পাতায়

আলিপুর

## চাষিরা সেই তিমিরেই

**কল্যাণ রায়চৌধুরী :** আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে কেন্দ্রীয় সরকার চাষিদের ধান বিক্রির উপর কুইন্টাল প্রতি ২০০ টাকা সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি ঘোষণা করেছে। কেন্দ্রের এই ঘোষণাকে কেন্দ্র করে একদিকে যেমন মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে জনমানসে, তেমনই অন্যদিকে চাষিদের উপর চাপও তৈরি হয়েছে ধান বিক্রির জন্যে। ধান বিক্রি নিয়ে মিল মালিকদের বিভিন্ন দুর্নীতি চিরন্তন ঘটনা। দরিদ্র চাষিদের চাষের সুবিধার্থে শর্ত সাপেক্ষে ঋণ অর্থাৎ দাদন দিয়ে চাষিদের একপ্রকার মুঠোবন্দি করে রাখে। কিন্তু কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে চাষিদের সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি হলে তাদের কষ্ট কিভাবে ও কতটা লাঘব হয় বা আদৌ হয় কিনা, এ নিয়েই

এই প্রতিবেদন। এপ্রসঙ্গে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা প্রশাসনের ডেপুটি ডিরেক্টর অফ এগ্রিকালচার অরূপ দাসের সঙ্গে সাক্ষাত করলে, তিনি কোনও প্রতিক্রিয়া জানাননি প্রতিবেদককে। তবে বারাসত ব্লকের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অফ এগ্রিকালচার ড. মধুমিতা নন্দী ঘোষ প্রতিবেদককে বলেন, সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি হলে চাষিদের তো সুবিধাই হওয়ার কথা। তবে এব্যাপারে কিছু বলতে পারব না। কারণ আমাদের কাছে এখনও কোনও অফিসিয়ালি লেটার আসেনি। এরপর পাঁচের পাতায়

## পুলিশ-পঞ্চায়েতের চোখে ঠুলি

# খেয়াদহে বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে নাজেহাল বাসিন্দারা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর উত্তর বিধানসভা ১ নং খেয়াদহ গ্রাম পঞ্চায়েত ও ২ নং খেয়াদহ গ্রাম পঞ্চায়েতে বহু দিন ধরে চলছে বালি খাদানের ব্যবসা। অঞ্চলের দাদারা দিনের বেলায় জেসিপি দিয়ে প্রায় ১০-১৫ ফুট খুঁড়ে মাটির নীচ থেকে বালি তুলে ব্যবসা চালাচ্ছে। যাকে এককথায় বলে খেয়াদহের খাদান অঞ্চল। প্রায়শই বালি তুলতে তুলতে নীচ থেকে জল বেরিয়ে পড়ে। পাম্প দিয়ে জল বার করে ফের শুরু হয় বালি তোলা। খেয়াদহ অঞ্চল থেকে সাদা বালি বিক্রি হচ্ছে প্রতি লরি ৩৫০০-৪০০০ টাকা। বালি

মাফিয়া ওরফে দাদাদের প্রশ্ন করলে বলে স্থানীয় নেতা ও পুলিশকে টাকা দিয়ে আমাদের এই ব্যবসা চলছে। খেয়াদহ ১নং ও ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ও উপপ্রধান, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ খাদানের সামনে দিয়েই যাতায়াত করেন। কিন্তু সকলেই নির্বিকার। শুধু বালি ব্যবসা নয়, খেয়াদহে রমরমিয়ে চলছে জলাভূমি ভরাটও। এটি তো হাইকোর্ট অবধি গড়ায়। গত বছর হাইকোর্টের নির্দেশ আসতেই প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। সোনারপুরে খেয়াদহ ২ নম্বর পঞ্চায়েতে এলাকায় জগতীপোতায় ১৫০ বিঘা জলা জমিতে ভরাট হয়েছিল প্লটিং করার জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্লটিং এর ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। হাইকোর্টের অর্ডারে সোনারপুর থানা পুলিশ ফোর্স নিয়ে পাঁচিল ভেঙে দেয়। উপস্থিত ছিলেন সোনারপুর বিডিও ও বারুইপুরের এসডিও। খেয়াদহে বিঘার পর বিঘা পড়ে আছে মালিকানাহীন হয়ে। কে বা কারা মালিক তাদের কোনও পাত্তা নেই। প্রশাসনের তরফে কোনও উদ্যোগ নেই মালিকানা খোঁজার বা ভেসটেড করার। ফেলে রাখা হয়েছে ভাঙা কাঁঠালের মতো। এই মওকা কাজে লাগাচ্ছে জমি-বালি মাফিয়ারা। স্থানীয় মানুষের দাবি এসবই গটআপ। প্রশাসন ইচ্ছা করে কোটি কোটি টাকার জমি বেওয়ারিশ ফেলে রেখেছে। যাতে নেতারা করে খেতে পারে। তাদের অভিযোগ খেয়াদহ এখন নেতা-পুলিশ-সরকারি আধিকারিক-মাফিয়াদের টাকা রোজগারের স্বর্গরাজ্য। তা না হলে আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও প্রশাসন ভূমিসংস্কার দফতর ব্যবস্থা নেয় না কেন?

এ ব্যাপারে পুলিশ ও পঞ্চায়েতের বয়ান অবৈধ যোগসাজশেরই প্রমাণ দেয়। বালি খাদান নিয়ে প্রশ্ন করলে সোনারপুর থানার আই সি পরেশ রায় বলেন, খেয়াদহে বালি খাদানের খবর আমার জানা নেই। এলাকার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিকের এই বক্তব্য বেআব্রু হয়ে পড়ে প্রধানের বক্তব্যে। খেয়াদহ ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বলেন, রাস্তার দু'ধারে প্রচুর বালির লরি দাঁড়িয়ে থাকে দেখেছি। এখানকার বালি ব্যবসায় প্রচুর কাঁচা পয়সা। এরপর পাঁচের পাতায়

## ব্যাক স্ট্রোক

**ওঙ্কার মিত্র**

# রঙিন জুলাই

চলতি বছরের জুলাই মাসটা রাজ্য রাজনীতিতে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। ১৬ জুলাই প্রধানমন্ত্রীর মেদিনীপুর সভা। ছাউনি ভেঙে পড়ার পর ওই দিনই ব্যথিত মুখ্যমন্ত্রীর টুইট। ১৭ জুলাই অর্থ কমিশনের রাজ্য সফর ও ঋণভার লাঘবে ঢালাও আশ্বাস। ১৯ জুলাই মোদীর সভায় আহতদের মুখ্যমন্ত্রীর দেখতে যাওয়া ও আর্থিক সাহায্য প্রদান। ২০ জুলাই রাহুলের অনাস্থা নাটকে দলের সাংসদদের উপস্থিত থাকার হুইপ। ২১ জুলাই তৃণমূলের শহিদ সমাবেশ। আর রাজ্যে মোদীর সভার দিনেই চিটফান্ড মামলায় সিবিআইয়ের তদন্ত বিলম্বে শীর্ষ আদালতের ভর্ৎসনা। রাজনীতিতে ঘোর কৌটিল্যের ছায়া। কে কোথায় কোন দলে শকুনির ভূমিকা পালন করছে বোঝা মুশকিল।

ইতিমধ্যেই তৃণমূল-বিজেপি হট্টগোলে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে কংগ্রেস ও সিপিএম। বেড়েছে বিজেপির ভোট এবং আরএসএস-এর প্রভাব। দলের সভাপতি রাহুল গান্ধির ডাকে রাজ্যের কংগ্রেস নেতারা একে অপরের দ্বৈরথে লিপ্ত। আর সিপিএম নেতারা আলিমুদ্দিনে বসে অস্তিত্ব রক্ষার ছক কষতে ব্যস্ত। এই দুই শক্তি যত ক্ষীণ হচ্ছে ততই মোদী-অমিত-এর 'এবার বঙ্গাল'-এর জোর বাড়ছে। শুধু সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফল নয় তৃণমূলও এখন কথায় বার্তায়, আচার-আচরণে বিজেপিকেই দ্বিতীয় রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে মেনে নিয়েছে। আদৌ তা অশ্বডিম্ব প্রসব করবে কিনা তা ভবিষ্যত বলবে।

এবার একটু মেদিনীপুরের সভায় নরেন্দ্র মোদীর ভাষণের দিকে তাকানো যাক। মোদীর ভাষণে সেদিন ত্রিফলা আক্রমণ। এক, সিন্ডিকেট রাজ নিয়ে শাসক দল তৃণমূলকে কটাক্ষ। দুই, রক্তাক্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে গণতন্ত্র হত্যা। তিন, কৃষক কল্যাণে ধান পাটের সহায়ক মূল্য বৃদ্ধির সাফল্য। এই তিন সঙ্গীতেই দিদি-মোদীর 'রাগ-রাগিনী' জমেছে। প্রথম হল সিন্ডিকেট। মোদী সিন্ডিকেট নিয়ে শোরগোল তোলার অনেক আগে দিদি গত বছর ২১ জুলাই-এর ভাষণে তুলোধনা করেছেন সিন্ডিকেটবাদীদের। বলেছিলেন, হয় সিন্ডিকেট করুন নয়তো দল করুন। লক্ষ্যণীয় যে, মোদী কিন্তু এ প্রসঙ্গে একবারও দিদির নাম উল্লেখ করেন নি। দ্বিতীয় ফলা হল পঞ্চায়েত সন্ত্রাস। সরাসরি না হলেও ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে যুব তৃণমূলীদের শুনিয়ে দিয়েছেন বেচাল দেখলে দল থেকে বার করে দেবেন। এমনকি মূল তৃণমূল আর যুব তৃণমূলের দুই স্বত্ত্বা তিনি চলতে দেবেন না। ছাত্র নেতাদের বেয়াদপিও তিনি পুলিশ দিয়ে ঠেকিয়েছেন। রইল কৃষক কল্যাণ। মোদীর পথে রয়েছেন দিদিও। শুধু ফসলের সহায়ক মূল্য নয়। দিদি কয়েক বছর ধরেই ক্ষতিপূরণ দিচ্ছেন মার খাওয়া চাষিদের। তাৎপর্যপূর্ণ এটাই যে মহাসচিব হিসাবে পার্থবাবু প্রতিক্রিয়া দিলেও দলের সুপ্রিমো দিদি কিন্তু মোদীর বক্তৃতার কোনও প্রতিক্রিয়া জানান নি।

রোমান জেনারেল জুলিয়াস সিজারের নামে জুলিয়ান এবং গ্রেগেরিয়ান ক্যালেন্ডারের এই সপ্তম মাসটি রাজ্যে চিরকালই ঘটনাবহুল। বাংলার রূপকার বিধান চন্দ্র রায় এই মাস পয়লায় জন্মেছেন আবার বিদায় নিয়েছেন। বাংলা সিনেমার আইকন উত্তমকুমার এই মাসেই আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন। এই মাসেই বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বাংলায় জনজাগরণের স্বাক্ষর রেখেছেন ২১ জুলাই ২৫ বছর আগে। সোপান তৈরি করেছেন সাফল্যের। এই মাসে ঘটনার পরম্পরা সারা পৃথিবী জুড়ে। বাংলার আগামী রাজনীতিতে এবারের জুলাই কি নতুন মাত্রা আনতে চলেছে।

## ভিতরে

ছয়ের পাতায়
বাংলার শিক্ষা পিছোচ্ছে স্বচ্ছতার প্রহসন
তিনের পাতায়
অর্থকমিশন উত্তর ২৪ পরগনায়

# শুধুই পারাপার, উন্নয়ন মুখ ফিরিয়ে নেয় এখানে

## পারের বালাই/৫

**আকাশে মিশকালো মেঘ, নিচে নদী-খাঁড়িতে ঘোলা জলের তীব্র স্রোতের ধারা। যে কোনও সময়ে ধেয়ে আসতে পারে ঝড়-বাদলের প্রলয়। এরই মধ্যে নদী বেষ্টিত দক্ষিণ ২৪ পরগনার বড়-মেজ-ছোট জেটি দিয়ে নিত্যদিন এ দ্বীপ থেকে ও দ্বীপ পেরিয়ে যান সুন্দরবনের আট থেকে আশি। ডিঙি, শালতি, কাঠের নৌকো, ভুটভুটি, ছোট লঞ্চে ভেসে যেতে যেতে নদীর উদাস বাতাসে মিশে যায় সলিল সমাধির হাড় হিম করা ভয়। পড়লে জলে কুমির, আর জঙ্গলের পাড়ে উঠলে স্বয়ং দক্ষিণ রায়। বর্ষা আসছে। কেমন আছে জেলার জেটিগুলি। ঘুরে দেখলেন আমাদের প্রতিনিধি বিস্ময় কর।**

গোসাবা ব্লকের যে গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘাটগুলি দিয়ে সবচেয়ে বেশি মানুষ পারাপার হয় তার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য শম্ভুনগর। এখানে ফেরিঘাটের সংখ্যা ৬টি। চলুন দেখে আসি সেগুলো কেমন।

### ডুগডুগি ফেরিঘাট

**পরিকাঠামো :** কংক্রিটের এই জেটি দিয়ে প্রতিদিন গড়ে পারাপার হন হাজার খানেক সুন্দরবনবাসী। কিন্তু 'নেই' রোগের প্রকোপ এই জেটিতেও প্রবল। কোনও যাত্রী শেড নেই এখানে। ফলে রোদ বৃষ্টিতে নাজেহাল নিত্য যাত্রীরা। ভরসা একটি মাত্র ভুটভুটি। আছে একটি টিউবওয়েল ও সোলার লাইট। নেই কোনও শৌচাগার, ড্রপ গেট ও সাইনবোর্ড।

### শম্ভুনগর বাজার খেয়াঘাট

**পরিকাঠামো :** সাধারণ মানুষ, বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতা মিলিয়ে প্রতিদিন এই ঘাট দিয়ে যাতায়াত করেন পাঁচ হাজার যাত্রী। আছে দুটি মাত্র ভুটভুটি। জেটি কংক্রিটের। তবে 'নেই' রোগ এখানে ততটা প্রবল নয়। সাইনবোর্ড ছাড়াও শৌচাগার, টিউবওয়েল, ড্রপ গেট, যাত্রী শেড, সোলার লাইটের ব্যবস্থা আছে এখানে।

### ঝাউখালি বাজার ফেরিঘাট

**পরিকাঠামো :** প্রতিদিন গড়ে ১ হাজার মানুষ পারাপার হন এই ঘাট দিয়ে। ভুটভুটির সংখ্যা ১টি। এই ঘাটের অবস্থা চলনসই। ড্রপ গেট ও সাইনবোর্ড না থাকলেও প্রয়োজনীয় ন্যূনতম পরিষেবা যেমন পানীয় জল, শৌচাগার ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা আছে এখানে।

### কামাখ্যাপুর ৩ নম্বর জেটিঘাট

**পরিকাঠামো :** ১টি মাত্র ভুটভুটিতে প্রতিদিন এই ঘাট দিয়ে এপার-ওপার করেন হাজার খানেক সুন্দরবনবাসী। নেই শৌচাগার, ড্রপ গেট ও সাইনবোর্ড। আছে একটি টিউবওয়েল ও বিদ্যুতের ব্যবস্থা। একটি ছোট যাত্রী শেড রয়েছে। তবে দেখভালের অভাব সর্বত্র প্রকট।

### বেলতলি বাজার ফেরিঘাট

**পরিকাঠামো :** এখনও পর্যন্ত যতগুলো ঘাট ঘুরেছি তার মধ্যে এই ঘাটটি উল্লেখযোগ্য। এখানে পরিকাঠামোর সব উপকরণই উপস্থিত। যাত্রী শেড, শৌচাগার, টিউওয়েল, ড্রপ গেট, সাইন বোর্ড, বিদ্যুৎ সবই হাজির এই সৌভাগ্যের ঘাটে। এমনকি পারাপারের সময়সূচি বোর্ডও রয়েছে বেলতলিতে। কংক্রিটের জেটি দিয়ে ২টি ভুটভুটিতে প্রতিদিন গড়ে ৩০০০ মানুষ পারাপার করেন এই ঘাট মারফত।

### শম্ভুনগর ৩ নম্বর ফেরিঘাট

**পরিকাঠামো :** শম্ভুনগর পঞ্চায়েতের শেষ ঘাট এটি। কংক্রিটের জেটি দিয়ে প্রতিদিন ৫০০ মানুষ যাতায়াত করেন ওপারে। ভুটভুটির সংখ্যা এক। টিউবওয়েল থাকলেও নেই শৌচাগার। ড্রপ গেট ও সাইনবোর্ড। রয়েছে বিদ্যুৎ সংযোগ।

**নিরাপত্তা :** গোসাবার এই ঘাটগুলো বাসন্তীর চেয়ে নিরাপদ। কারণ প্রায় প্রত্যেকটি বোটে রয়েছে লাইফ জ্যাকেট ও লাইফ বয়া। তবে কোনও ঘাটেই নেই সিসি ক্যামেরা ও মাইকিং ব্যবস্থা।

Alipur Barta: 52 year : Vol No.: 52, Issue No. 39, 21 July - 27 July, 2018

# বিশ্বকাপ শেষ হলেও অর্থবাজারের খেলা অব্যাহত, নতুন উচ্চতার কাছে সূচক

পার্থসারথি গুহ

বিশ্বকাপ যখন শেষ লগ্নে ঠিক তখনই ভারতীয় শেয়ার বাজার আরও একবার গুরুত্বপূর্ণ সীমানা পার করল। সেনসেক্স ৩৬,৫০০–র ওপর গিয়ে সর্বকালীন রেকর্ড কায়েম করল। আর নিফটি ফের ১১ হাজারের গাঁট পেরল। তবে সেনসেক্সের মতো নিফটি তার সর্বোচ্চ উচ্চতাকে ছুঁতে পারেনি। উল্লেখ, গত জানুয়ারি মাসে ভারতীয় নিফটি ১১,১৭১–এর যে রেকর্ড গড়েছিল এখনও তা অক্ষত। তবে এই তেজির বাজারে সেটা ভেঙে গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। সেক্ষেত্রে নিফটি চলে যেতেই পারে ১১,৪০০–৫০০–র কাছে। সেনসেক্স বাবুও ৩৭ হাজার ছাপিয়ে আরও নতুন দিগন্ত স্পর্শ করতে পারে। এই নতুন রেকর্ড বা উত্থানের আবহ তৈরি হল এমন একটা সময় যখন আবার দেশ জুড়ে কেন্দ্রীয় সরকারের স্থায়িত্ব নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সামনে আসছে জগাখিচুরি সরকারের হরেকরকম মডেল। এমতাবস্থায় সূচকের এই ঘুরে দাঁড়ানো নিঃসন্দেহে নতুন করে ভাবতে শেখাচ্ছে লগ্নিকারীদের। নিফটি–সেনসেক্স যেন বলতে চাইছে, দেশের সংসদীয় নির্বাচন এখন ঢের দেরি। তার আগে

**অর্থনীতি**

বাজারের মজা লুটে তো নিই।

যদিও শেয়ার বাজারে এই শক্তিশালী অবস্থা সৃষ্টির পিছনে অনেকে কারণ হিসেবে খাড়া করছেন আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম পড়ে যাওয়া ও ডলারের অনুপাতে টাকার শক্তি বাড়াকে। এই দুটি বিষয় গত কয়েক মাস ধরে বেজায় চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল শেয়ার বাজারকে। সেখানে থেকে আপাত স্বস্তি মেলা হয়তো এই রিলিফ র‍্যালি এনে দিয়েছে বাজারে। নইলে জুন মাসের ক্লোজিংয়েও যে নিফটি ১০,৫০০–র দিকে ঠেকছিল ক্রমশ পতনের মধ্যে দিয়ে তার এই ইউ–টার্ন নিশ্চিতভাবে বিস্ময়কর। তাছাড়া বাজার বাড়লেও লগ্নিকারীদের সাধের মিডক্যাপ এখনও সেই কারেকশনের তিমিরেই থেকে গিয়েছে। মিডক্যাপের হাত ধরে ভারতীয় অর্থবাজারও বিগত ৩–৪ মাসে একটা সংশোধনী সম্পন্ন করেছে। যার পার্ট–২ খুব সম্ভবত আরও একবার শুরু হয়েছে। প্রথমবার ১০ হাজারকে বুড়িছোঁয়া দিয়ে নিফটি মহারাজ ফের আগের উচ্চতা ১১ হাজারের দিকে দৌড় মেরেছিল। মাত্র কদিন আগেই এই ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল। তারপর আবার হড়কানো শুরু করেছিল সূচকজোর। আর এই সময়কালে মিডক্যাপ কিন্তু ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। এখন দেখার টাইম ফ্রেম কারেকশনে প্রবেশ করল কি না মিডক্যাপ। সেটা যদি হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আরও অনেক দুঃখ কপালে নাচবে সাধারণ লগ্নিকারীদের। এই সাধারণ লগ্নিকারীদের কথা এই জন্য বারংবার উল্লেখ করা হচ্ছে যে মিডক্যাপভুক্ত শেয়ার দিয়েই এদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট মূলত ঠাসা থাকে। যাঁরা পোড়খাওয়া লগ্নিকারী তাঁদের ডিপিতে সবসময় একটা ভারসাম্য বজায় থাকে। যার মধ্যে মিডক্যাপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে



ঠাঁই করে নেয় লার্জ ক্যাপ বা ফ্রন্ট লাইনাররাও। এছাড়াও যে সেক্টর তাৎক্ষণিকভাবে চলতে আরম্ভ করে সেসব সেক্টরের শেয়ারেও এদের লগ্নি থাকে। ফলে এদের সহজে ঘায়েল করা যায় না। সেজন্যই বিশেষজ্ঞরা সাধারণ লগ্নিকারীদের একবগ্গা ট্রেডিং থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দেন। কিন্তু সে কথা কানে নিলে তো। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই মিডক্যাপ কেনার দিকেই আগ্রহ গড়ে ওঠে। যার পরিনাম যে মোটেই ভালো নয় তা হাড়ে হাড়ে মালুম পান লগ্নিকারীরা।

কিছুদিন আগে মনে হচ্ছিল কারেকশনের দ্বিতীয় পর্ব দেখতে হবে। লগ্নিকারীরা ভাবছিলেন যেন আরও বেশ খানিকটা পড়া বাকি রয়ে গেছে। এর মধ্যেই পাশা পালটে গেল। ফের বেয়ারদের যাবতীয় প্রতিরোধ তুড়ি মেরে উড়িয়ে ভারতের শেয়ার বাজার উর্দ্ধগামী হতে শুরু করেছে। এত তাড়াতাড়ি সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে এতটা আশা বোধহয় কেউই করেন নি। সেদিক থেকে বাজার নিশ্চিতভাবে সবাইকে চমকে দিয়েছে। তাও কতদিন এই উত্থান বজায় থাকে সেটাও কিন্তু নজরে রয়ে যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশও ২০১৮–র প্রথম থেকে বাজারের বুল রান ধরে রাখা নিয়ে চিন্তান্বিত হয়ে উঠেছিলেন। কারেকশনের ভরপুর ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন তাঁরা। ভারতের অর্থবাজারের আপাত বৃদ্ধি নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান। এই মতের শরিক হয়েছিলেন বড় মাপের ব্যবসায়ী ও বিশেষজ্ঞরাও। বিশেষ করে অনেকটা বাড়ার পর অত্যন্ত স্বাভাবিক কারেকশনের পক্ষেই রায় দিয়েছিলেন তাঁরা। বস্তুত সেই কারেকশন পর্ব বেশ ভালোভাবেই সম্পন্ন হয়েছিল। তারপর স্বাভাবিক নিয়মেই ফের শুরু হয়েছে উত্থান পর্ব। হয়তো কিছুদিন তা জারি থাকলেও থাকতে পারে।

## সাপ্তাহিক রাশিফল

### নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

**২১ জুলাই – ২৭ জুলাই, ২০১৮**

**মেষ:** দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে হাত দিতে গেলে খুব চিন্তা করে এগিয়ে যেতে হবে। গৃহ–ভূমি বা যানবাহন বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবন। ঠাণ্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। চলাফেরায় সাবধান হবেন।

**বৃষ:** শরীর নিয়ে যথেষ্ট কষ্ট পাবেন। বিশেষ করে পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। খাওয়া–দাওয়ার বিষয়ে যথেষ্ট সংযমী হতে হবে। ভাল মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ হবে এবং তাতে আপনার লাভ হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। বুদ্ধির জোরে সব কাজে সফল হবেন।

**মিথুন:** এই সময় বুদ্ধির বিকাশ ঘটবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। বিবাহযোগ্যদের বিবাহের যোগ রয়েছে। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফল পাবেন। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন না। ব্যবসা–বাণিজ্যের বিষয়ে শুভফল পাবেন।

**কর্কট:** দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে মন দিতে পারেন। ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে একটু বুঝে চললে ভাল ফল পাবেন। ধর্মের প্রতি আকর্ষন বাড়বে। শুভ কাজে সফল হবেন। বন্ধুদের থেকে সাবধান থাকা ভাল। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন।

**সিংহ:** অর্থনৈতিক ও গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতির মাধ্যমে বিবাহযোগ লক্ষ্য করা যায়। রক্তে উচ্চচাপ জনিত পীড়ায় কষ্ট পেতে পারেন। কোনও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অর্থব্যয়ের যোগ রয়েছে। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে।

**কন্যা:** লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে ভাল ফল পাবেন। কিঞ্চিৎ বাধা আসতে পারে। মায়ের যথেষ্ট সাহায্য পাবেন। গৃহে শুভ অনুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। ভ্রমণ যোগ রয়েছে।

**তুলা:** মন ও শরীর কোনওটাই ভাল যাবে না। পতি–পত্নীর মধ্যে মনোমালিন্যের যোগ। নতুন ব্যবসায়ে হাত দেবেন না। রক্তের উচ্চচাপ জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বুদ্ধির জোরে অসাধ্য সাধন করতে পারবেন। কর্মস্থলে সম্মান বজায় থাকবে।

**বৃশ্চিক:** গুরুস্থানীয় ব্যক্তিদের সাহায্য পাবেন। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। প্রেম–প্রীতির বিষয়ে ভীষণভাবে জড়িয়ে পড়বেন। পরীক্ষায় সাফল্য পাবেন। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। দূর ভ্রমণের যোগ রয়েছে। শত্রুরা ক্ষতি করতে পারে।

**ধনু:** ব্যবসায়ে লাভ যোগ রয়েছে। শরীর ভাল যাবে না। যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। মানসিক চিন্তা বাড়বে। পিতৃস্থানীয়ের সাহায্যে আপনি লাভবান হবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ হলেও সঞ্চয়ে বাধা আসবে। শিক্ষায় বাধা প্রবল।

**মকর:** বর্তমান সময়টিতে পূর্বের সমস্যাগুলির কিছুটা সমাধান হতে পারে। গৃহে গোলযোগ থাকবে। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন। ব্যবসাযে কিঞ্চিৎ লভ যোগ দেখা যায়। মাতার স্বাস্থ্য হানির যোগ রয়েছে।

**কুম্ভ:** মনের দিক থেকে এখনও উদ্বিগ্নভাব থাকবে। স্থিরভাবে কোনও কাজ করতে পারবেন না। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজগুলিতে ভেবেচিন্তে হাত দেবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ থাকলেও সামলিয়ে নিতে পারবেন। শিক্ষায় শুভ হবে।

**মীন:** কোমরের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। বন্ধু স্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য পাবেন। শিক্ষায় শুভফলের যোগ রয়েছে। প্রতারণায় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

## রাজ্যের সরকারি হাসপাতালে ৪৯৭৬ স্টাফ নার্স

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ৪৯৭৬ জন নার্স নেবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ। নিয়োগ হবে স্টাফ গ্রেডে–টু পদে। প্রার্থী বাছাই করবে ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড। এটি তফসিলি, ওবিসি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য একটি বিশেষ নিয়োগ অভিযান। এই নিয়োগের অ্যাব্রিজড অ্যাডর্ভাটাইজমেন্ট নম্বর : R/SN(Spl. Drive)51(1)/1/2018. ক্যাটেগরি অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : তফসিলি জাতি ২,২০০ তফসিলি উপজাতি ৬১৯, ওবিসি–এ ১৩১৮, ওবিসি–বি ৩৮৩, দৈহিক প্রতিবন্ধী ৪৫৬। অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ২১ জুলাই থেকে ৩০ জুলাই রাত ৮টা পর্যন্ত, এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wbhrb.in এই নিয়োগের বিশদ বিজ্ঞপ্তি এখনও প্রকাশিত হয়নি। প্রার্থীদের প্রস্তুতির সুবিধার জন্য আগাম এই নিয়োগের খবর জানানো হল। এই নিয়োগ–সংক্রান্ত খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য নজর রাখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইটে।

## রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দফতরে ৩৩৮ স্কুল সাব-ইনস্পেক্টর

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ৩৩৮ জন সাব–ইনস্পেক্টর অব স্কুলস নেবে রাজ্যের স্কুল শিক্ষা দফতর। প্রার্থী বাছাই করবে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 22/2018. এখন অস্থায়ীভাবে নিয়োগ হলেও পরে স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ক্যাটেগরি অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : সাধারণ ১৭৬, তফসিণ্ডি জাতি ৭৪, তফসিলি উপজাতি ২০, ওবিসি–এ ৩৪, ওবিসি–বি ২৪, দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ৩, শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ৩, সেরিব্রাল পালসি আক্রান্ত বা অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ৪)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : অনার্স–সহ দ্বিতীয় শ্রেণিতে স্নাতক বা দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, সঙ্গে টিচিং বা এডুকেশনে ব্যাচেলর্স ডিগ্রি। বাংলা ভাষায় পড়তে, লিখতে ও বলতে জানতে হবে (যাঁদের মাতৃভাষা নেপালি তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)। স্কুলে পড়ানোর অভিজ্ঞতা থাকলে এবং শিক্ষামূলক কার্যকলাপ ও অনুষ্ঠান আয়োজন ও পরিচালনায় দক্ষতা থাকলে অগ্রাধিকার। দফরের তরফে জানানো হয়েছে যে, প্রয়োজনে প্রার্থীকে দূরবর্তী স্থানে গিয়ে কাজ করতে হতে পারে।

বয়স : ১–১–২০১৮ তারিখে ৩৬ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩ এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা সর্বাধিক ৪৫ বছরের মধ্যে বয়স থাকলে আবেদন করতে পারনে।

বেতনক্রম : ৯,০০০–৪০,৫০০ টাকা। গ্রেড পে ৪,৭০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষা বা স্ক্রিনিং টেস্ট এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

অনলাইন আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.pscwbapplication.in অনলাইন আবেদনের শেষ তারিখ ৬ অগস্ট। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত করার সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের ফটো ও সই আপলোড করতে হবে। ফি বাবদ দিতে হবে ১৬০ টাকা। সার্ভিস চার্জ অতিরিক্ত। অনলাইন এবং অফলাইন– দু'রকম অবস্থাতেই ফি জমা দেওয়া যাবে। অনলাইনে ফি দেওয়া যাবে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড অথবা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। অফলাইনে ফি জমা দিতে হবে চালানের মাধ্যমে, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার যে–কোনও শাখায়। চালান ডাউনলোড করে নেবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইট থেকে। অফলাইনে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৭ অগস্ট। সেক্ষেত্রে ৬ অগস্টের মধ্যে চালানের প্রিন্ট আউট নিয়ে নিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের কোনও ফি দিতে হবে না। দরখাস্ত সাবমিট করার পর সেটির একটি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এই প্রিন্ট আউট কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন।

আগ্রহীরা খুঁটিনাটি তথ্য জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.psc-wbonline.gov.in

## নিউ ইন্ডিয়া অ্যাশিওরেন্সে ১৮৬ অ্যাসিস্ট্যান্ট

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** নিউ ইন্ডিয়া অ্যাশিওরেন্সে ১৮৬ অ্যাসিস্ট্যান্ট নেবে দ্য নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসিওরেন্স কোম্পানি। নিয়োগ হবে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে। প্রার্থীরা যেস্থানের শূন্যপদে দরখাস্ত করবেন, সেখানকার স্থানীয় ভাষা অবশ্যই জানতে হবে। তাই এখানে বাংলা ও হিন্দিভাষী রাজ্যের জন্য নির্দিষ্ট ১৮৬টি শূন্যপদের বিষয়ে বিশদে জানানো হল। প্রথমে ৬ মাসের প্রবেশন। পশ্চিমবঙ্গে একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র আছে।

উল্লেখ্য, গত ১৪ জুলাই সংখ্যায় 'বিমা সংস্থায় ১৮৬ অ্যাসিস্ট্যান্ট' শীর্ষক সংবাদে এই নিয়োগ সংক্রান্ত আগাম তথ্য জানানো হয়েছিল। এই সংখ্যায় শূন্যপদের বিন্যাস, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং দরখাস্ত করার পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানানো হল। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : CORP.HRM/ASSISTANT/2018.

শূন্যপদের বিন্যাস : পশ্চিমবঙ্গ : শূন্যপদ ১৬টি (সাধারণ ৮, তফসিলি জাতি ৪, ওবিসি ৪)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীর জন্য, ২টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মী বা দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য এবং ৫টি শূন্যপদ কর্মরত অবস্থায় মৃত সমরকর্মীর ওপর নির্ভরশীল প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। ত্রিপুরা : শূন্যপদ ২টি (সাধারণ ১, ওবিসি ১)। বিহার : শূন্যপদ ৬টি (সাধারণ)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ কর্মরত অবস্থায় মৃত সমরকর্মীর ওপর নির্ভরশীল প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। ছত্তিশগড় ; শূন্যপদ ৮টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ৩)। এর মধ্যে ৫টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মী বা দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত। দিল্লি : শূন্যপদ ৪০টি (সাধারণ ২০, তফসিলি জাতি ৬, তফসিলি উপজাতি ৩, ওবিসি ১১)। এর মধ্যে ২টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীর জন্য, ৪টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মী বা দৈহিক প্রতিবন্ধী–প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য এবং ৭টি শূন্যপদ কর্মরত অবস্থায় মৃত সমরকর্মীর ওপর নির্ভরশীল প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। হরিয়ানা : ১৩টি (সাধারণ ৯, তফসিলি জাতি ৪)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মী বা দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য এবং ২টি শূন্যপদ কর্মরত অবস্থায় মৃত সমরকর্মীর ওপর নির্ভরশীল প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। হিমাচল প্রদেশ : শূন্যপদ ৫টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ২)। ঝাড়খন্ড : ৪টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ১)। মধ্যপ্রদেশ : শূন্যপদ ২৩টি (সাধারণ ১২, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ৬)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীর জন্য, ৫টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মী বা দৈহিক প্রতিবন্ধী–প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য এবং ৬টি শূন্যপদ কর্মরত অবস্থায় মৃত সমরকর্মীদের ওপর নির্ভরশীল প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। রাজস্থান : ২১টি (সাধারণ ১১, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি উপজাতি ৪, ওবিসি ৫)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী এবং ৫টি করে শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মী বা দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রাক্তন সমরকর্মী এবং কর্মরত অবস্থায় মৃত সমরকর্মীর ওপর নির্ভরশীল প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। উত্তরপ্রদেশ : শূন্যপদের ৩৭টি (সাধারণ ১৯, তফসিলি জাতি ৮, ওবিসি ১০)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধীর জন্য, ৮টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মী বা দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য এবং ৯টি শূন্যপদ কর্মরত অবস্থায় মৃত সমরকর্মীর ওপর নির্ভরশীল প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। উত্তরাখণ্ড : শূন্যপদ ৯টি (সাধারণ ৮, তফসিলি উপজাতি ১)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মী বা দৈহিক প্রতিবন্ধী–প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য এবং কর্মরত অবস্থায় মৃত সমরকর্মীর ওপর নির্ভরশীল প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত।

**কাজের খবর**

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে–কোনও শাখায় স্নাতক। মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক বা স্নাতক স্তরে ইংরেজি পড়ে থাকতে হবে। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরার শূন্যপদের ক্ষেত্রে বাংলা এবং বাকি শূন্যপদের ক্ষেত্রে হিন্দি লিখতে, পড়তে ও বলতে জানা বাধ্যতামূলক।

বয়স : ৩০–৬–২০১৮ তারিখে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ওবিসিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে ছাড় পাবেন। বিধবা, ডিভোর্সি ও আইনত স্বামী বিচ্ছিন্ন মহিলারা পুনরায় বিবাহ না করে থাকলে ৫ বছরের ছাড় পাবেন।

বেতন ক্রম : ১৪,৪৩৫–৪০,০৮০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে দু'পর্যায়ের অনলাইন এক্সামিনেশনের মাধ্যমে। পশ্চিমবঙ্গের (স্টেট কোড ৪৬) পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি হল : কলকাতা, আসানসোল, বর্ধমান, বহরমপুর, দুর্গাপুর, হুগলি, কল্যাণী ও শিলিগুড়ি। প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর। এই পরীক্ষায় থাকবে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (৩০ নম্বর), রিজনিং (৩৫ নম্বর), নিউমেরিক্যাল এবিলিটি (৩৫ নম্বর) বিষয়ে প্রশ্ন। বিষয় প্রতি সময়সীমা ২০ মিনিট। প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ ধরনের। মেন পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ৬ অক্টোবর। এই পরীক্ষায় থাকবে রিজনিং (৫০ নম্বর), ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (৫০ নম্বর), জেনারেল অ্যাওয়্যারনেস (৫০ নম্বর), নিউমেরিক্যাল এবিলিটি (৫০ নম্বর), কম্পিউটার নলেজ (৫০ নম্বর) সংক্রান্ত প্রশ্ন। সময়সীমা ২ ঘন্টা। প্রশ্ন হবে অবজেক্টিভ ধরনের। উভয় ক্ষেত্রেই ভুল উত্তরের জন্য নেগেটিভ মার্কিং আছে। মেন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট নেওয়া হবে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.newindia.co.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থাকতে হবে। অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই। মনে রাখবেন, দরখাস্ত করার আগে নিজের ফটো, সই এবং বাঁহাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ স্ক্যান করে কম্পিউটারে রাখতে হবে। নিজের পাসপোর্ট মাপের একটি সাম্প্রতিক রঙিন ফটো (হালকা রঙের ব্যাকগ্রাউন্ডে তোলা) ২০০×২৩০ পিক্সেলে ২০ থেকে ৫০ কেবি সাইজে স্ক্যান করে কম্পিউটারে রাখবেন। সেইসঙ্গে নিজের হাতে লেখা এই ঘোষণাটিও স্ক্যান করে আপলোড করতে হয়— 'I— (Name of the candidate), hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required.' (২০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে)।

ফটো, আঙুলের ছাপ, সই–সহ যাবতীয় নথিপত্র স্ক্যান করে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে সেভ করবেন আলাদা আলাদা ফাইলে। অনলাইন দরখাস্ত যথাযথভাবে সাবমিট করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। অনলাইনে দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না।

ফি বাবদ দিতে হবে ৬০০ টাকা। (তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ক্ষেত্রে ১০০ টাকা)। অনলাইন ব্যবস্থায় ডেবিট কার্ড (রুপে/ভিসা/মাস্টার কার্ড/মায়েস্ট্রো) বা ক্রেডিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং বা ইমিডিয়েট পেমেন্ট সার্ভিস (আইএমপিএস) বা ক্যাশ কার্ড বা মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া যাবে। ফি জমা দেওয়ার পরে সিস্টেম জেনারেটেড ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

## শব্দবার্তা ৮৮

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | | ২ | ■ | ■ | ৩ | | ৪ |
| | ■ | ৫ | | | | ■ | |
| | ■ | | ■ | ■ | ■ | ৬ | |
| ৭ | ৮ | | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| ■ | | ■ | ■ | ■ | ৯ | | ১০ |
| ১১ | | ■ | ■ | ■ | | ■ | |
| | ■ | ১২ | | | | ■ | |
| ১৩ | | | ■ | ■ | ১৪ | | |

শুভজ্যোতি রায়

**পাশাপাশি**

১। অচিরস্থায়ী ৩। তিন— ৫। বিধানসভার নির্বাচিত সদস্য ৬। বক্ষস্থল ৭। তেল, পেট্রোল ইত্যাদি চালিত যান ৯। কলকতার গন্ডগ্রাম ১১। উকুনের ডিম ১২। এঁর প্রেম নিকষিত হেম ১৩। প্রতিজ্ঞা ১৪। অভিলষিত।

**উপর–নীচ**

১। এরকম ভাবে কিছু করা মানেই তো ফাঁকি দেওয়া ২। রবীন্দ্রগল্প ৩। আন্দাজ, অনুমান ৪। মুসলমানদের গোর ৬। 'কে তুমি বসিয়া—মুরতি' ৮। শক্তিবর্ধক ওষুধ ৯। চোখের মণি ১০। পুণ্যতিথিতে বিবিধ ব্রতানুষ্ঠান ১১। আদেশ ১২। প্রাচীন এক যুদ্ধযান।

**সমাধান : শব্দবার্তা ৮৭**

**পাশাপাশি :** ১। আগম ২। দুশমনি ৫। লবজ ৭। তট ৮। টহল ১০। জবর ১৪। আম ১৫। বিমান ১৬। কনসার্ট ১৭। নমস্কার।

**উপর–নীচ :** ১। আমলকী ৩। শকট ৪। নিলয় ৬। জট ৭। তলব ৯। হজম ১১। রবি ১২। জৌনপুরি ১৩। রাষ্ট্রিক ১৪। আলিসা।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন
এই নম্বরে ৮৯৮১৬৫৭৭৪৩

**কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা**

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – শঙ্কর ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড়** – কল্যাণ রায় ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক** – বাপ্পাদার স্টল ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস, নরেন চক্রবর্তী ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–সজল মন্ডল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত রেলস্টেশন**–কৃষ্ণ কুন্ডু, শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন**– নিখিল রায় ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস ● **কল্যাণী**–গোরা ঘোষ ● **ব্যারাকপুর**–বিশ্বজিৎ ঘোষ ● **শ্যামবাজার**–পাল বুকস্টল /চক্রবর্তী বুকস্টল / গোবিন্দ বুকস্টল ● **কলেজ স্ট্রিট**–মহেন্দ্র বুকস্টল/শম্ভুদা ● **হাতিবাগান**–দাস বুকস্টল ● **উল্টোডাঙা**–তরুণ বুকস্টল, নিরঞ্জন ● **লেকটাউন**–গুপীনাথ বুকস্টল ● **দমদম**–মর্নিং নিউজ বুকস্টল ● **হাডকো মোড়**–জি এন বুকস্টল ● **বাগুইআটি**–চিত্ত বুকস্টল ● **ব্যান্ডেল স্টেশন**– খোকন কুন্ডু ● **ব্যান্ডেল বাজার**– দীনেশ জৈন ● **চুঁচুড়া স্টেশন**– বিনয় সিং ● **হুগলি স্টেশন**– হরিপ্রসাদ ● **চন্দননগর স্টেশন**– অসীম পাল ● **শ্রীরামপুর স্টেশন**– মহেশ জৈন ● **ব্যাঙ্কশাল কোর্ট**– রাজনারায়ণ সিং ● **ডালহৌসি এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক** – রমেশ গুপ্তা ● **বর্ধমান** – দীনেশ জৈন ● **শিয়ালদহ** – নন্দগোপাল দাস ● **চলমান বিক্রেতা** – প্রতাপ চক্রবর্তী।

## ক্যানিংয়ে ধৃত ৪ ছিনতাইবাজ

**সুভাষ চন্দ্র দাস, ক্যানিং ঃ** ৪ জন সোনার হার ছিনতাইবাজ কে গ্রেফতার করলো দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে পাঁচটি সোনার হার, একটি সোনার লকেট, একটি বন্দুক ও এক



রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। পুরীর রথের মেলা থেকে এই সমস্ত সোনার গহনা ছিনতাই করে নিয়ে এসেছে বলে পুলিশি জেরায় জানিয়েছে ধৃতরা।

সোমবার রাত পৌনে দশটা নাগাদ ক্যানিং থানার তালদি বাসমোড়ের কাছে তল্লাশি চালাতে গিয়ে পুলিশ সন্দেহভাজন কয়েকজন যুবককে এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে দেখে। সন্দেহ হয় পুলিশের। তাদের দিকে পুলিশ এগোতেই পালানোর চেষ্টা করে সকলেই। কিন্তু তাদের মধ্যে পুলিশ ৪ জনকে ধরলেও বাকিরা পালিয়ে যায়। ধৃতরা হল পাপ্পু শেখ, গুড্ডু জেসওরা, কুরবান আলি মন্সুরি ও নয়ন চক্রবর্তী। ধৃতদের কাছ থেকে পাঁচটি সোনার চেন, একটি সোনার লকেট, একটি বন্দুক ও একটি গুলি উদ্ধার হয়। ধৃতদের মধ্যে প্রথম তিনজনের বাড়ি ক্যানিং থানার মিঠাখালী দাসপাড়ায় ও নয়ন এর বাড়ি ডায়মন্ড হারবার থানা এলাকায়। পুলিশি জেরায় ধৃতরা জানিয়েছে পুরীর রথের মেলা থেকে এই সোনার গহনা গুলি তারা ছিনতাই করে এনেছে। তালদি এলাকায় একটি বাড়িতে ডাকাতির উদ্দেশ্যেই তারা জড়ো হয়েছিল বলে জানা গেছে। ধৃতদের কে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই ঘটনায় আরও কারা কারা জড়িত রয়েছে সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

## মানসিক ভারসাম্যহীন নাবালিকাকে ধর্ষণ

**অকারণ মুখোপাধ্যায়, বাসন্তী ঃ** কয়েক দিন আগে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে মানসিক ভারসাম্যহীন এক নাবালিকাকে যৌন নিগ্রহ ও ধর্ষণের অভিযোগ উঠলো স্থানীয় এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানার খিরীশখালী গ্রামে। সকাল বেলায় বাইকে করে মানসিক ভারসাম্যহীন ওই নাবালিকাকে তুলে নিয়ে গিয়ে সারাদিন বিভিন্ন জায়গায় ঘুরিয়ে তাকে যৌন নিগ্রহ ও ধর্ষণ করে সন্ধ্যা বেলায় তাকে অন্য এক এলাকায় ছেড়ে দিয়ে যায় সাত্তার মোল্লা নামে এক যুবক। গুরুতর বিষয়টি প্রকাশ্যে জানাজানি হতেই তা সালিশি সভার মাধ্যমে মিটিয়ে নেওয়ার কথা বলে অভিযুক্ত। কিন্তু তার পরেও বেশ কিছুদিন সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ায় শনিবার রাতে বাসন্তী থানায় এ বিষয়ে একটি অভিযোগ জানায় নির্যাতিতা নাবালিকার পরিবারের সদস্য।

বছর সতেরোর এক মানসিক ভারসাম্যহীন ওই নাবালিকার বাবা দিন মজুরের কাজ করেন। মা ও সংসার চালানোর জন্য বিভিন্ন জিনিসপত্র গ্রামে ঘুরে ঘুরে ফেরি করে বিক্রি করেন। সেই সুযোগে ওই নাবালিকাকে কয়েকদিন আগে অভিযুক্ত সাত্তার মোল্লা বাইকে চাপিয়ে নিয়ে অন্যত্র চলে যায়। সেখানে সারাদিন ধরে ওই নাবালিকাকে যৌন নির্যাতনের পর তাকে অন্য এলাকায় ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত। গভীর রাতে গোসাবা ব্লকের পাঠানখালি থেকে নাবালিকাকে উদ্ধার করেন তার পরিবারের লোকজন। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে সব ঘটনার কথা খুলে বলে। এ বিষয়ে স্থানীয় লোকজনকে জানান নির্যাতিতার পরিবারের সদস্য। এলাকার মানুষজন এ বিষয়ে অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সালিশি সভার মাধ্যমে তা মিটিয়ে নেওয়ার আশ্বাস দেয় অভিযুক্ত সাত্তার মোল্লা। কিন্তু সেই আশ্বাসের পর ও বেশ কয়েকদিন অতিবাহিত হয়ে গেলে অবশেষে শনিবার বিষয়টি সম্পর্কে বাসন্তী থানায় জানান নির্যাতিতার পরিবার। বাসন্তী থানার পুলিশ শনিবারই অভিযুক্তকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

## বিনা চিকিৎসায় প্রসূতির মৃত্যু

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং ঃ** বিনা চিকিৎসায় প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগে উত্তেজনা ছড়ালো। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। সোমবার সকালে ক্যানিংয়ের ধলীরবাটি বাহিরবেনা গ্রামের বাসিন্দা পিংকি মণ্ডল(২৬)প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হন। এদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা



পর্যন্ত প্রসব বেদনায় হাসপাতালের মেঝেতে পড়ে কাতরাতে থাকলেও তার কোনও চিকিৎসা হয়নি বলে অভিযোগ মৃতার পরিবারের। মৃতার স্বামী মিন্টু মণ্ডল বলেন, আমার স্ত্রীকে সকালে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করলেও ডাক্তার কিংবা কোনও নার্স চিকিৎসা করেনি। অবশেষে অনেক কষ্টে হাসপাতালের মেঝেতে সন্তান প্রসব হলে তখনই চিকিৎসক ও নার্সদের কে অনুরোধ করি স্ত্রী কে দেখার জন্য। তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে নার্সরা ভাষার অযোগ্য গালিগালাজ করে। ইতিমধ্যে শিশু ও প্রসূতি মারা যায় বিনাচিকিৎসায়।

হাসপাতালে ভর্তি থাকা স্বত্বে বিনাচিকিৎসায় শিশু ও প্রসূতির মৃত্যুর খবর পেয়ে মৃতার পরিবারের লোকজন এবং অন্যান্য রোগীর পরিবাররা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসকদের কঠোর শাস্তির দাবি তুলে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। জানা গেছে, অধিকাংশ সময় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সরা রোগী না দেখে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করে দেন। এবং নিজেদের রুমে বসে বিশ্রাম করে থাকেন। যদিও চিকিৎসক ও নার্সদের গাফিলতিতে বার বার এমন ঘটনা ঘটে চলেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও উদাসীন। এমনই গুরুতর অভিযোগ তুলে অন্যান্য রোগীর পরিজনরাও বিক্ষোভে সামিল হন। সোমবার রাতের অবস্থা বেগতিক বুঝে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন ক্যানিং মহিলা থানা ও ক্যানিং থানার পুলিশ। এই ঘটনার বিষয়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল সুপার অর্ঘ্য চৌধুরী কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি। যদিও মৃতার স্বামী সোমবার রাতেই ঘটনার বিষয়ে হাসপাতাল সুপার ও ক্যানিং থানায় লিখিত অভিযোগ করেছে। পুলিশ মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে।

# সরেজমিনে প্রশাসনিক ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে জেলায় অর্থ কমিশন

**পার্থ ঘোষ :** কেন্দ্রের রাজস্বের ভাগ এবং ঋণের পুনর্বিন্যাস নিয়ে শাসক বিরোধী এক জোটে সুর চড়িয়েছিল কেন্দ্রের পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের কাছে। বুধবার পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের প্রতিনিধিরা পরিদর্শন করেন মধ্যমগ্রাম পুরসভা এবং বারাসত দুই নম্বর ব্লকের কেমিয়া খামারপাড়া পঞ্চায়েত। ছয় জনের এই প্রতিনিধি দল মধ্যমগ্রাম পুরসভার নগর উন্নয়নের কাজকর্মের হাল হকিকত দেখেন । পুরসভার পাশাপাশি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার মানুষদের কি ধরনের পরিষেবা দেওয়া হয় তার খুঁটিনাটিও এদিন দেখে গিয়েছেন কেন্দ্রের পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের প্রতিনিধিরা। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান নন্দ কিশোর সিং,কমিশনের সচিব অরবিন্দ মেহেতা, সহ কমিশনের সদস্য শক্তিকান্ত দাস, অশোক লাহিড়ি,রমেশ চাঁদ এবং অনুপ সিনহা। এছাড়াও এদিন হাজির ছিলেন জেলা শাসক অন্তরা আচার্য সহ জেলা প্রশাসনের কর্তারা।কেন্দ্রের ১৪ অর্থ কমিশনের অর্থে পুরসভা এবং পঞ্চায়েতের উন্নয়নের কাজকর্ম কতটা হয়েছে মুলত সেটা দেখতেই এদিন পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের প্রতিনিধিরা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের শেষে কমিশনের সদস্য শক্তিকান্ত দাস জানান, পুরসভা এবং ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত সম্পর্কে আমাদের ধারনা রয়েছে। স্বশাসিত পুরসভা এবং



পঞ্চায়েতের আয়,ব্যয় সহ নাগরিক পরিষেবা কতটা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে সেটা একেবারে নিচু তলা থেকে দেখা হয়েছে। এর রিপোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দেওয়া হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন। মধ্যমগ্রাম পুরসভার চেয়ারম্যান রথীন ঘোষ বলেন, পঞ্চদশ অর্থ কমিশন নগর উন্নয়নের কাজ কর্ম দেখার জন্য মধ্যমগ্রাম পুরসভাকেই বেছে নেওয়ার জন্য তাদের ধন্যবাদ। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারেরও ভুমিকা রয়েছে। তিনি বলেন, নগর উন্নয়নের সব ক্ষেত্রের কাজ কর্ম নিয়ে দশ মিনিটের একটা ভিডিও ফুটেজ তাদের সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছে। সেখানে কমিশনের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ইন্টারাকশন হয়েছে। আমাদের কিছু জিজ্ঞাসা ছিল। সেগুলো বলা হয়েছে।

কমিশনের কর্তারা আমাদের কাছে এই বিষয়ে জানতে চেয়েছেন। তার ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে তাদের। পুরসভা এবং পঞ্চায়েত এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাতের কাজও দেখেছেন তারা। এদিন পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের ছয় প্রতিনিধি দল প্রথমেই আসেন মধ্যমগ্রাম পুরসভায়। নাগরিক পরিষেবা এবং তার পরিকাঠামো উন্নয়ন সহ কেন্দ্রীয় প্রকল্প এনইউএলএম এবং আমরুট প্রকল্প নিয়ে একটা ভিডিও ফুটেজ পুরসভার পক্ষ থেকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। পুরসভা অনলাইনের মাধ্যমে কর আদায় থেকে নাগরিকদের জন্ম,মৃত্যুর সার্টিফিকেট দেওয়ার বিষয়টিও প্রতিনিধি দলের সামনে তুলে ধরা হয়েছে।এন ইউ এল এম প্রকল্পের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাতের কাজ থেকে রাস্তাঘাট, নিকাশি ব্যবস্থার খুঁটিনাটিও তুলে ধরা হয়েছে। এর পরেই পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের প্রতিনিধি দল চলে যান বারাসত দুই নম্বর ব্লকের কেমিয়া খামার পাড়া পঞ্চায়েতে। জেলা শাসক অন্তরা আচার্য তাদের সামনে পঞ্চায়েতের স্বাস্থ্য থেকে কৃষক উন্নয়ন সহ পানীয় জল,নিকাশি ব্যাবস্থা কতটা নাগরিকদের উপযোগী করে তোলা হয়েছে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা স্লাইডিং শো এর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। পঞ্চায়েত এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাতের কাজ দেখানো হয়েছে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের সামনে।

## অ্যাসিড হামলায় মৃত্যু গৃহবধূর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলিঃ** ঘুমের মধ্যেই এক গৃহবধূর উপর অ্যাসিড হামলায় আতঙ্ক ছড়াল এলাকায়। মৃত্যু হয় জয়ন্তী মণ্ডল(৩০)নামে ওই গৃহবধূর। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন জয়ন্তী দেবীর সাত বছরের ছোট ছেলে সমীরণ মণ্ডল। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি থানার অন্তর্গত ৩৬ নম্বর মণ্ডলের হাট এলাকায়। এ বিষয়ে কুলতলি থানায় অভিযোগ দায়ের হলেও পুলিশ এখনো পর্যন্ত কাউকে আটক বা গ্রেফতার করতে পারেনি। জয়দেব মন্ডল পেশায় আয়ুর্বেদিক ওষুধ বিক্রেতা। কলকাতা থেকে বিভিন্ন জায়গায় ওষুধ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন তিনি। তিন সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে সে কলকাতায় থাকতো। মাস দুয়েক হলো পরিবার নিয়ে গ্রামের বাড়িতে আসেন এবং তাদেরকে রেখে আবার ওষুধ ফেরি করতে কলকাতায় বেরিয়ে যান। রাত ১২টা নাগাদ হঠাৎই জয়ন্তী র চিকারে ঘুম ভেঙে যায় সকলের। বাড়ির সমস্ত লোক এবং পাড়া প্রতিবেশীরা ছুটে এসেছেন ঘটনাস্থলে। দেখা যায় কে বা কারা জয়ন্তীর মুখে ও গায়ে অ্যাসিড ঢেলে দিয়ে পালিয়েছে। অ্যাসিড হামলায় আক্রান্ত হয়েছে জয়ন্তীর ছোট ছেলে সমীরণও। সাময়িক ভাবে জয়ন্তীর মাথায় ও শরীরে জল ঢেলে তাকে যন্ত্রণা মুক্ত করার চেষ্টা চালান প্রতিবেশীরা। তারপর তাকে জয়নগর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

## সোশ্যাল মিডিয়ায় কটূ মন্তব্য, উত্তেজনা

**দীপক ঘোষ :** খুব সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় বজবজ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে কটূ মন্তব্য লিখে পোস্ট করার জন্য ১১ নম্বর ওয়ার্ডের ডিএন ঘোষ রোডে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং কয়েকটি বাড়িতে ভাঙচুর করা হয়। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লাঠি চার্জও করতে বাধ্য হয়। জানা গিয়েছে বিজেপি নেতার সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের ফেসবুকে 'বৈদুতিক চুল্লি' সংক্রান্ত কিছু তথ্য প্রচার হতেই এই উত্তেজনা গোটা বজবজে ছড়িয়ে পড়ে যেখানে ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত নাম জড়ানো হয়েছে। এই নিয়ে গৌতমবাবুর অনুগামীরা উক্ত এলাকায় গিয়ে কয়েকটি বাড়িতে গিয়ে ভাঙচুর চালায়। গৌতম বাবুর অভিযোগ, সুরজিৎ পালোই নাম এক যুবক তার বিরুদ্ধে এই কটূ মন্তব্য লেখে। এ ঘটনার পর গৌতমবাবুর অনুগামীরা রাগ বশত ভাঙচুর চালায়।

অন্যদিকে এলাকার মানুষের অভিযোগ ভাইস চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে সম্মানহানিকর মন্তব্য করেছে, তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া যেত। তার বদলে এলাকায় চার পাঁচটি বাড়িতে তাণ্ডব ও ভাঙচুর করার কি দরকার ছিল? এমন কি মহিলাদেরও গালিগালাজ করা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে গৌতম বাবু বলেছেন, আমি ঘটনাস্থলে না গেলে পরিস্থিতি আরও ভয়ানক হতো। তবে পুলিশ তাণ্ডবকারীদের মধ্যে পাঁচজন ও কটূমন্তব্য লেখার জন্য উক্ত যুবককে আটক করেছে।বজবজের অভিজ্ঞ মানুষের বক্তব্য, গৌতমবাবু কখনই উগ্রমস্তিষ্কের মানুষ নয়। তাহলে এই ধরনের ঘটনা ঘটলো কেন? তাহলে কি বজবজের রাজনীতি অশান্তির দিকে যাচ্ছে। তাতে পুলিশ প্রশাসনও রীতিমতো চিন্তিত। রাজনৈতিক পরিবেশ কলুষিত হচ্ছে তা আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি।

## বিরল প্রজাতির কচ্ছপ উদ্ধার বিধাননগরে

**অরিন্দম রায়চৌধুরী :** সম্প্রতি রেল পুলিশের তৎপরতায় বিধাননগর রেল স্টেশন থেকে নিষিদ্ধ বিরল প্রজাতির ২২টি কচ্ছপ উদ্ধার হল। প্রতিদিনের মতো সোমবারও ওসি রজত হালদারের নেতৃত্বে বিধাননগর জিআরপি'র একটি টিম স্টেশনে কর্তব্যরত ছিল। এ সময় সূত্র মারফৎ খবর পেয়ে বিধাননগর রেল স্টেশনের এক নম্বর প্লাটফর্মের ওভার ব্রিজের নিচ থেকে



থার্মোকলের একটি বাক্সবন্দী এই কচ্ছপগুলি উদ্ধার করা হয়। জিআরপি সূত্রে জানানো হয়, কেউ বা কারা এগুলি পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল। সম্ভবত, পুলিশ দেখে বাক্সটি ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। এমনটাই অনুমান পুলিশের। জিআরপির পক্ষ থেকে বনদফতরের হাতে কচ্ছপগুলিকে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনায় এখনও পযন্ত কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। তদন্ত চলছে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে।

# কালনার কন্যাশ্রী, সংসারের তাড়নায় টোটোতেই সাধনা

**দেবাশিস রায়, কাটোয়াঃ** রাজ্যের মা-মাটি-মানুষের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্বজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রকল্পের নাম 'কন্যাশ্রী'। আর মুখ্যমন্ত্রীরই এই রাজ্যের এককোনায় জীবন সংগ্রামে টিকে থাকার সাধনায় ব্রতী এক কন্যাশ্রী। তিনি পূর্ব বর্ধমানের কালনা মহকুমার ধাত্রীগ্রাম স্বরাজপুরের বাসিন্দা সাধনা মণ্ডল। মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণা বছর ২৫ বয়সি অবিবাহিতা সাধনার সংসার চলে টোটো চালিয়ে। ধাত্রীগ্রাম স্টেশনের অদূরে পুরনো ব্যাঙ্কপাড়া এলাকায় রাস্তার পাশেই অতি সাধারণ একটি ঘরে অসুস্থ বাবা-মাকে নিয়ে সাধনার মাথা গোঁজার ঠাঁই। বাদল মণ্ডল ও গোলাপীদেবীর একমাত্র মেয়ে সাধনা ২০১০ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার পর পাশ করতে পারেন নি। তারপর ইচ্ছে থাকলেও অভাবের কারণে পড়াশোনায় ইতি ঘটে। এরপর সময় যত গড়িয়েছে ততই চারিদিক থেকে আরও সমস্যায় জর্জরিত হতে হয়েছে গোটা পরিবারকে। একদা ভাগচাষি বাদল মণ্ডল কঠিন অসুখের কারণে আর কাজ করতে পারেন না। ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে সাধনার মা জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ অনেকটাই



টোটোয় সওয়ারী নিয়ে কালনার কন্যাশ্রী সাধনা মণ্ডল

হারিয়েছেন। বাবা ও মা দু'জনই চিকিৎসাধীন। সাধনার শীতল নামে একটা ভাই থাকলেও তিনি সংসার নিয়ে উদাসীন। এই পরিস্থিতিতে গোটা সংসারের ভরণপোষণের দায়িত্ব চেপে যায় সাধনার উপর। বছরকয়েক দিন রাত সেলাইয়ের কাজ করে জোড়াতালির সংসারে ঠেকা দিতে দিতে সাধনা মণ্ডল রীতিমতো হাঁপিয়ে ওঠেন। তারপর একসময় সিদ্ধান্ত নেন জীবন সংগ্রামের জন্যে নিজেকে একেবারে নতুন ভাবে গড়ে তুলবেন। অবশেষে কিছুদিন একজনের টোটোয় হাত পাকিয়ে একটি পুরনো টোটো কিনে নেন। এখন এই টোটো চালিয়েই গোটা সংসারের ভরণপোষণ সহ বাবা মায়ের চিকিৎসার খরচ চালাচ্ছেন সাধনা মণ্ডল। সকাল থেকে সংসারের কাজ সামলে সাড়ে ১০টা নাগাদ ধাত্রীগ্রামের টোটো স্ট্যান্ড থেকে যাত্রী তুলে এদিক সেদিক যাতায়াত। দুপুরে কোনওরকম খেয়েদেয়ে ফের টোটো নিয়ে বেরিয়ে সেই রাত ৮টা নাগাদ বাড়ি ফিরে বাবা মায়ের দেখভাল করা। এভাবেই চলছে কালনার কন্যাশ্রী সাধনা মণ্ডলের দৈনন্দিন রুটিন। ঘরে এত অভাব, প্রতিনিয়ত কষ্টের জীবন কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনওরকম সরকারি সাহায্য কিংবা সুযোগ সুবিধার জন্য হাত পাতেন নি। এমনকি, টোটো স্ট্যান্ডের কর্তাব্যক্তিরা তাঁকে লাইন ছাড়াই যাত্রী তোলার অনুমতি দিলেও স্বাধীনচেতা ও আত্মবিশ্বাসী সাধনা সেই সুবিধা নিতে চাননি। তিনি চান সমানাধিকারের ভিত্তিতেই জীবন সংগ্রামে জয়ী হতে। সাধনা মণ্ডল বলেন, আমি কিছু ঋণ নিয়ে প্রায় ৬৫০০০ টাকায় একটি পুরনো টোটো কিনে চালাচ্ছি। এখন এটাই আমার রুজি রোজগারের একমাত্র উপায়। সমাজে নারী পুরুষের সমান অধিকার। একজন পুরুষ যদি টোটো চালিয়ে সংসার চালাতে পারে তাহলে আমিই বা পারবো না কেন? বাবা মাকে নিয়ে এই সংসারই সাধনা মণ্ডলের এখন একমাত্র ধ্যান জ্ঞান। তাই আলাদা করে কারও সঙ্গে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখার কথা ভাবাটাই তাঁর কাছে যেন বিলাসিতার নামান্তর।

## তোলার টাকা না দেওয়ায় বেধড়ক মার



**অভিজিৎ ঘোষদস্তিদার:** কামালগাজী বাইপাসের পেপসির কাছে ইলেকট্রিকের দোকান সফিউদ্দিন মন্ডল, সাহাবুদ্দিন মন্ডল ও সানওয়াজ মন্ডলের। অনেক দিন ধরে ইলেকট্রিকের ব্যবসা চালায়। সফিউদ্দিনের অভিযোগ, কামালগাজী তৃণমূলের জয়হিন্দ বাহিনীর সাধারণ সম্পাদক ইসরাফিন সরদার ওরফে মিঠু হুমকি দেয় ২০ হাজার টাকা দাবি করে। এই ঘটনায় সাহাবুদ্দিন মন্ডল ও সানওয়াজ মন্ডল থানায় অভিযোগ করার জন্য সোনারপুর থানায় যাওয়ার সময় মিঠু মারধর করে মিঠু। গাড়ি ভাঙচুর করে। এছাড়া মাথাও ফাটিয়ে দেয় বলে অভিযোগ করে সফিউদ্দিন। প্রথমে সুভাষগ্রাম হাসপাতালে ভর্তি হয় সাহাবুদ্দিন ও সানওয়াজ। কিন্তু গুরুতর অবস্থা দেখে রেফার করে পিয়ারলেস হাসপাতালে চলে যায় সাহাবুদ্দিনরা । ইতিমধ্যে মিঠু সোনারপুর থানায় আগে গিয়ে একটি এফআইআর করে । পরে সফিউদ্দিনরা এফআইআর করে। এফ আই আর নং ১১১৫ তারিখ ১৩/৭/১৮। এই বিষয়ে এক যুব তৃণমূলের নেতা বলেন দুজনকেই গ্রেপ্তার করলে ভালো হোত। এই তোলাবাজির হুমকি দেওয়ার জন্য কেউ গ্রেপ্তার হয় নি। প্রাথমিক চিকিৎসার পর বাড়ি ফিরে আসে তারা। এরপর ২০ জুলাই দোকান খুলতে গেলে মিঠু ফের এসে চড়াও হয়ে তাদের দোকানে তালা মেরে দেয়। এবং শাসায় যাতে তারা দোকান না খোলে।

## উদ্ধার ৮ মৎস্যজীবী

**মেহেবুব গাজী, কাকদ্বিপঃ** টানা ৩ দিন গভীর সমুদ্রে তল্লাশি চালানোর পর, অবশেষে উদ্ধার হল ৮ জন মৎস্যজীবীর মৃতদেহ। দেহগুলি উদ্ধারের পর উপকূলে আনা হলে,পরিবারের লোকজন গিয়ে দেহগুলির শনাক্তকরণ করেন। পরে ময়নাতদন্তের জন্য দেহগুলি কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। এখনও পর্যন্ত সমুদ্রে তল্লাশি জারি রাখা হয়েছে। ডুবে যাওয়া ট্রলার দু'টিকেও চিহ্নিত করা গিয়েছে।এ বিষয়ে কাকদ্বীপ ফিশারম্যান ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বিজন মাইতি জানান, মৃতদেহ গুলির শনাক্তকরণ করা সম্ভব হয়েছে। মৃতরা হলেন, শিবু সামন্ত , ভরত বেরা ও মুক্তিপদ করন। এই ৩ মৎস্যজীবী নামখানা থানার বাসিন্দা। অন্যদিকে শত্রুঘ্ন কর ও লালমোহন মুনিয়ান ,ঘনশ্যাম পাত্র,ভক্তি বিশ্বাস, সন্তোষ দলুইরা ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার বাসিন্দা।' তিনি আরও জানান, গভীর সমুদ্রে ডুবে যাওয়া দু'টি ট্রলারকেও চিহ্নিত করা গিয়েছে। যদিও এফবি মলেশ্বর ট্রলারটি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। এই ট্রলারটিকে উপকূলে আনা সম্ভব নয়। তবে এফ বি জয়কৃষান ট্রলারটিকে উপকূলে আনার চেষ্টা চলছে।' উল্লেখ্য, গত সোমবার মাছ ধরতে গিয়ে গভীর সমুদ্রে ডুবে গিয়েছিল এফবি মল্লেশ্বর, এফবি জয়কৃষান ও এফবি শিবানি নামে ৩ টি ট্রলার। নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন ১৯ জন মৎস্যজীবী। ৩ দিন পর ৮ জন মৎস্যজীবীর দেহ উদ্ধার হলেও, এখনও পর্যন্ত ১১ জন মৎস্যজীবী নিখোঁজ রয়েছেন। প্রশ্ন উঠেছে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে। মৎস্যজীবীদের দাবি প্রশাসনের গাফিলতির জেরে সতর্কতা জারি করা হয়নি। দেওয়া হয়নি লাইফ জ্যাকেটও। ফলে দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হয়েছে তাদেরকে।

## বধূকে মারল স্বামী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বারুইপুর :** ১৮ বছর আগে বিয়ের সময় বাপের বাড়ি থেকে নগদ ২৫ হাজার টাকা , ১৫ ভরি গয়না দেওয়া হয়েছিল । তার পরেও বাপের বাড়ি থেকে টাকা আনার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছিল গৃহবধূকে। তা আনতে না পারায় তার উপরে চলতো শারিরিক ও মানসিক অত্যাচার। শেষে গৃহবধূকে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলার অভিযোগ উঠলো স্বামীর বিরুদ্ধে । মৃতার নাম অপর্ণা দে (৪২) । মৃতদেহ রাতে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে এনে চম্পট দেয় স্বামী সহ শ্বশুর বাড়ির লোকজন । ঘটনাটি ঘটে বারুইপুর থানার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে বিশালক্ষ্মী তলায় বুধবার রাতে । বারুইপুর থানায় লিখিত ভাবে খুনের অভিযোগ দায়ের করেন মৃতর ভাই বিশ্বজিত কলি । বারুইপুর থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে । এর জেরে পুলিশ অভিযুক্ত স্বামী পলাশ দে কে গ্রেপ্তার করেছে । ধৃতকে বৃহস্পতিবার দুপুরে বারুইপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয় । ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর , বারুইপুরের ১৬ নাম্বার ওয়ার্ড বিশালক্ষ্মী তলার বাসিন্দা পলাশ দের সাথে সোনারপুরের গড়িয়া লস্করপুর কালিতলার বাসিন্দা অপর্ণা দের ১৮ বছর আগে বিয়ে হয় । দম্পতির এক পুত্র সন্তান আছে । এই প্রসঙ্গে মৃতার মা প্রভা কলি জানায় , জামাই পলাশের জেনারেটর-এর ব্যবসা বলে বিয়ে দিয়েছিলাম মেয়ের। বিয়ের সময় ২৫ হাজার টাকা আর ১৫ ভরি সোনাও দেওয়া হয়েছিল। এর পর জামাই জেনারেটর ব্যাবসা তুলে দিয়ে মদ খেত ,টাকা ওড়াত ,কোন কাজ করতো না । বাপের বাড়ি থেকে নিত্য টাকা আনার জন্য মেয়েকে চাপ দিত। মেয়ে স্থানীয় কারখানায় কাজ করে ছেলের পড়াশোনা মেটাত । বাপের বাড়ি থেকে টাকা না আনায় মেয়েকে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার করতো ,আমার মেয়েকে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে খুন করেছে জামাই । ভাই বিশ্বজিত কলি জানায় , বুধবার রাত ৮-৩০ এর পর আমাদের খবর দেওয়া হয় দিদি ঘুমের ওষুধ খেয়ে মারা গিয়েছে । আমার দিদিকে মারধোর করে শ্বাসরোধ করে গলা টিপে খুন করা হয়েছে পরিকল্পনা মতো। জামাইবাবুর ফাঁসি চাই । আমরা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি । পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ।

## বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং ঃ** বিয়ের প্রতিশ্রুতি ও টাকার লোভ দেখিয়ে এক নাবালিকাকে দিনের পর দিন ধর্ষণের অভিযোগ উঠলো কলকাতা পুলিশের এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত সিভিক ভলেন্টিয়ারের নাম রাজু শেখ। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার তালদির বয়ারসিং গ্রামে। নির্যাতিতা নাবালিকার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত সিভিক ভলেন্টিয়ার রাজু শেখকে গ্রেফতার করেছে ক্যানিং মহিলা থানার পুলিশ। উল্লেখ্য গত প্রায় মাস পাঁচেক আগে এই তালদি এলাকায় স্ত্রীকে নিয়ে ভাড়া ঘরে থাকতে শুরু করে অভিযুক্ত রাজু শেখ। তার পাশের ঘরেই ভাড়া থাকতো ওই নাবালিকা ও তার পরিবার। রাজুর স্ত্রী সন্তান সম্ভবা হওয়ায় তাকে নিয়ে ওই নাবালিকার মা হাসপাতালে যাওয়া আসা করতেন। আর সেই সুযোগেই কলকাতা পুলিশের সিভিক ভলেন্টিয়ার রাজু শেখ ওই নাবালিকাকে দিনের পর দিন ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ।এছাড়াও নাবালিকা যাতে গর্ভবতী হয়ে না পড়ে সেই কারণে তাকে গর্ভ নিরোধক ওষুধ খাওয়ানোর অভিযোগও রয়েছে রাজুর বিরুদ্ধে। বিষয়টি কয়েকদিন আগে জানাজানি হতেই এ বিষয়ে রাজুকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে উল্টে ওই পরিবারকে খুনের হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে রবিবার ক্যানিং মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন নাবালিকার মা। আর সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই রবিবার রাতেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ সুত্রে জানা গেছে ধৃতকে সোমবার আলিপুর আদালতে তোলা হবে। ধৃতের বিরুদ্ধে পক্সো আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

**আলিপুর বার্তা**

কলকাতা : ৫২ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা, ২১ জুলাই – ২৭ জুলাই, ২০১৮

# শাসকের হাতে খুইয়েছে ২১–এর আবেগ

ফের একটা ২১ জুলাই। তৃণমূল ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এই নিয়ে ৮ম বার এই শহিদ দিবস পালন করবে রাজ্যের শাসক দল। তাও বিভিন্ন জায়গায় পুরনো তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে কথা বললে দেখা যাচ্ছে তাঁরা মনে করেন, বিরোধী অবস্থায় যে ২১ জুলাই পালিত হত তা ছিল প্রকৃত কর্মীদের শহিদ স্মরণ অনুষ্ঠান। যার মধ্যে বেশি যে জিনিসটা চোখে পড়ত তা হল এই বলিদানকে কেন্দ্র করে স্বতস্ফূর্ত আবেগ। অথচ এখন আরও অনেক ঘটা করে ২১ ফেব্রুয়ারি পালিত হয়। সারা বাংলার মানুষ এসে উপচে পড়ে কলকাতার রাজপথে। প্রচুর নামিদামি মানুষের সমাহার ঘটে মঞ্চে। বস্তুত, তৃণমূলনেত্রীকে ঘিরে নানা পেশার সফল ব্যক্তিদের যে কোলাজ প্রত্যক্ষ করা যায় তাও অত্যন্ত বিরল। তাও আবেগের ছিটেফোটা যেন ক্রমে হারিয়ে যেতে বসেছে এই গুরুত্বপূর্ণ দিনটি ঘিরে। সরকারি ক্ষমতায় থাকার পূর্ণ সদ্ব্যবহার হচ্ছে। যদিও তাতে প্রাণের স্পন্দন যেন বড়ই কম । কেমন যেন মেকানিজম গ্রাস করে নিয়েছে তৃণমূলের এই সর্ববৃহৎ অনুষ্ঠানটিকে। পাগলু ড্যান্সের থেকেও তৎকালীন শাসকের হাতে ক্ষতবিক্ষত সাধারণ কর্মীদের হাজিরা ছিল চোখে পড়ার মতো। এই তৃণমূল কর্মীরা ছিলেন প্রকৃত অর্থে সর্বহারা। তৃণমূল করার অপরাধে এদের ধোপা–নাপিত বন্ধ করে প্রায় একঘরে করে দিয়েছিল তখন বাংলা জুড়ে দাপিয়ে বেড়ানো কমরেড বাহিনী। তবু সেই কর্মীদের একাগ্রতা, জিদ ও নেত্রীর প্রতি ভালোবাসায় এক ফোঁটা কালি কেউ ঢেলে দিতে পারে নি। এখন সেই আদি কর্মীদের চলাফেরাই কেমন যেন ইতস্তত। আসলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এলাকার ব্যাটন হাতে চলে গিয়েছে সিপিএম, কংগ্রেস ও অন্যান্য দল থেকে ভিড় বাড়ানো নয়া তৃণমূলীদের হাতে। ২১ জুলাইকে ঘিরে এদের মধ্যে কোনও আবেগ থাকার কথা নয়। বাস্তবিক অর্থে তা নেইও। শুধু আছে বাহ্যিক কিছু লম্ফঝম্প। এদের হাতে অনেক জায়গাতেই চলছে মিশন ২১ জুলাই সফল করার কর্মকাণ্ড। যেনতেন প্রকারে হাজারো, লাখো মানুষ হাজির করতে এই দলবদলু (অন্য দল থেকে তৃণমূলে আসারা) বাহিনী অবলম্বন করছেন নানা অসাধু উপায়। মূল অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব যাতে কোনওভাবেই স্থান পাচ্ছে না। শুধুমাত্র লোক সমাগম ঘটানোর খেলা চলছে। যেন একদল ঠিকাদারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে দলের কাজকর্ম। সিপিএম তথা বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে ভোট লুঠ, রিগিং ও গণতন্ত্রকে শেষ করে দেওয়ার অভিযোগ তুলে ও সকলের জন্য সচিত্র পরিচয়পত্রের দাবিতে সেইসময়ের যুব কংগ্রেস সভানেত্রী ১৯৯৩ সালে ডাক দেন রাইটার্স অভিযানের। কিন্তু বিরোধী দলের সেই অভিযানকে হিটলারীয় কায়দায় দমন করার জন্য তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নির্দেশে গুলি চালায় পুলিশ। যাতে মৃত্যু হয় ১৩ জন কংগ্রেস কর্মীর। সেই দিনটিকে স্মরণ করতে তৃণমূল গঠনের পরেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তা পালন করে আসছেন। কিন্তু শাসক হওয়ার পর এই শহিদ দিবসের তাৎপর্যটাই কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে। এই ধারনা প্রোথিত হয়েছে আদি ও পুরনো তৃণমূলকর্মীদের মধ্যেই।

## অমৃত কথা

### কর্মযোগ

**পরোপকারে নিজেরই উপকার**

তোমরা কি বলিতে চাও যে, মদ্যপান–নিবারক গোঁড়ারা মাতাল বেচারাদের বাস্তবিক ভালবাসে? গোঁড়াদের গোঁড়ামির কারণ এই যে, তাহারা এই গোঁড়ামি করিয়া নিজেরা কিছু লাভের প্রত্যাশা করে।যুদ্ধ শেষ হইবামাত্র ইহারা লুণ্ঠনে অগ্রসর হয়।এই গোঁড়ার দলহইতে বাহির হইয়া আসিতে পারিলেই শিখিবে কিরূপে প্রকৃতভাবে ভালবাসিতে হয় এবং সহানুভূতি করিতে হয়,তখনই তোমাদের পক্ষে মাতালের সহিত সহানুভূতি করা সম্ভব হইবে,তখনই বুঝিবে সেও তোমার মতো একজন মানুষ, তখনই তোমরা বুঝিতে চেষ্টা করিবে যে, নানা অবস্থাচক্রে পড়িয়া সে ক্রমশঃ অবনত হইয়াছে, আর বুঝিবে, যদি তুমি তাহার মতো

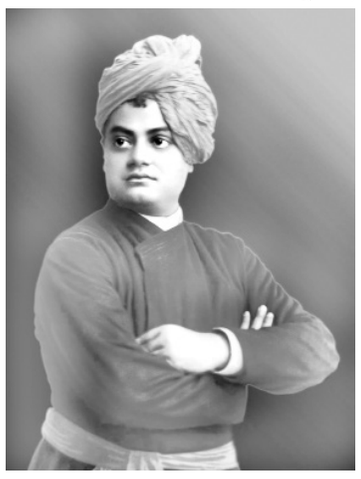

অবস্থায় পড়িতে হয়তো আত্মহত্যা করিতে। আমার একটি নারীর কথা মনে হইতেছে– তাহার স্বামী ছিল ঘোর মাতাল। স্ত্রী লোকটি আমার নিকট তাহার স্বামীর অতিরিক্ত পানদোষ সম্বন্ধে অভিযোগ করিত। আমার কিন্তু নিশ্চিত ধারণা অধিকাংশ লোক তাহাদের স্ত্রীর দোষে মাতাল হইয়া থাকে।তোষামোদ করা আমার কাজ নয়, আমাকে সত্য বলিতে হইবে। যে সকল অবাধ্য মেয়েদের মন হইতে সহ্যগুণ একেবারে চলিয়া গিয়াছে এবং যাহারা স্বাদীনতা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া বলিয়া থাকে, তাহারা পুরুষদিগকে নিজের মুঠোর ভিতর রাখিবে, এবং যখনই পুরুষেরা সাহস করিয়া তাহাদের অরুচিকর কথা বলে, তখনই চিৎকার করিতে থাকে। এরূপ মেয়েরা জগতের মহা অকল্যাণস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে, আর ইহাদের অত্যাচারে জগতের অর্ধেক লোক যে এখনো কেন আত্মহত্যা করিতেছে না, ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। এই নারীগণ অর্ধাশনপীড়িত প্রচারকগণকে তাহাদের দিকে টানিয়া লইতেছে, আর তাহারাও বলিতেছে, মহিলাগণ, আপনারাই জগতের সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য জীব। তখন ওই রমণীগণ এই প্রচারকদের সম্বন্ধে বলিতে থাকে, ইনিই আমাদের পক্ষের প্রচারক।

## ফেসবুক বার্তা

স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অধ্যায় হল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। কিন্তু তার আগে কলকাতায় রুডা কোম্পানি থেকেও অস্ত্রলুণ্ঠন করে স্বাধীনতার বীর সৈনিকরা। সেই রুডা কোম্পানিরই দরজার ছবি ফেসবুকের অন্দরমহলে প্রকট হয়েছে। যদিও ছবির সত্যতা যাচাই করেনি আলিপুর বার্তা।

# বাংলার সিন্ডিকেটরাজে ঢেকে যাচ্ছে যাবতীয় উন্নয়নকাণ্ড

**উজ্জ্বল গোঁসাই**

গত মাসে দুদিনের জন্য বাসে করে মুর্শিদাবাদ মায়াপুর গিয়েছিলাম। মায়াপুর থেকে আর নবদ্বীপে আমরা গেলাম না। কিন্তু চৈতন্য স্পর্শপূত গঙ্গার পুণ্যোদক একটু মাথায় দেবার জন্য স্ত্রীকে নিয়ে খেয়া ঘাটে গেলাম। দেখা হল একজন জল বন্ধুর সঙ্গে। আমি জানি অতি সম্প্রতি এই সরকার এক হাজার জল বন্ধু নিয়োগ করেছে নদীর খেয়াঘাটগুলি পাহারা দেওয়ার জন্য। প্রথমে কথা ছিল সিভিল ডিফেন্স থেকে লোক নেবে। পরে জানা গেল সব শুভেন্দু অধিকারীর জেলার ছেলেরা ওই পদে নিয়োগ হয়ে গিয়েছে। এবং কানাঘুষো শোনা গেল যে প্রত্যেকের থেকে এক লক্ষ করে টাকাও দেওয়া হয়েছে। আমার কৌতুহল মেটাবার জন্য ছেলেটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম ভাই তোমার বাড়ি কোথায়? সে বলে পূর্ব মেদিনীপুর। আমি বলি কী ব্যাপার নদিয়ায় কোনও বেকার যুবক নেই বোধ হয়, তাই পূর্ব মেদিনীপুর থেকে তোমাকে এখানে চাকরি দিয়েছে? ছেলেটি চুপ করে থাকে। আমি আবার বলি কত দিতে হল ভাই? ছেলেটি মুচকি হেসে অন্য দিকে চলে গেল। আমার শোনা কথার সঙ্গে বাস্তব সত্যটা বোধ হয় মিলে গেল। ঘটনা এইজন্য উল্লেখ করলাম যে বর্তমানে টাকা ছাড়া কোনও কাজই হয় না। মনে পড়ে প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষার আগে আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে শোনা যাচ্ছে তৃণমূলের নেতারা চাকরি পাইয়ে দেওয়ার জন্য টাকা দিয়েছে। আমি বলছি টাকা ফেরত

লোকেরা টাকা ফেরত দিন। আচ্ছা যারা টাকা নিয়েছিল তারা টাকা ফেরত দিয়েছিল কিনা তাঁর খোঁজ কী শিক্ষামন্ত্রী নিয়েছিলেন। এবং এই অন্যায়ের জন্য কী সেই সব নেতা কর্মীদের দল থেকে বের করে দিয়েছিলেন? বোধহয় দেন নি। কারণ সেরকম কোনও খবর শোনা যায় নি। এই দলে কোনও কিছু তো গোপনে হয় না– তাই বলা। এবং প্রাইমারি নিয়োগ সম্পর্কে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার তৎকালীন প্রাইমারি বোর্ডের সভাপতি সুরঞ্জনা চক্রবর্তীর কথাবার্তা সম্বলিত একটি স্টিং অপারেশনের অডিও টেপ ২৪ ঘন্টা চ্যানেলে সম্প্রচারিত হয়েছিল। তাতে সুরঞ্জনা চক্রবর্তীকে বলতে শোনা যায় যে কার চাকরি হবে তা পার্থদা, মুকুলদা ঠিক করবে। কেমন করে হবে তাও তারা ঠিক করবে। এরপরই সুরঞ্জনার চাকরি যায়। এক্ষেত্রে পার্থবাবুর কথা অনুযায়ী যে কাজ হয়নি তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। এরা শুধু মুখের কথা বলে। তোলাবাজি দল বরদাস্ত করবে না মুখ্যমন্ত্রী কতবার বলেছেন? কিন্তু তা যে শহরের বুকে বন্ধ হয়নি তার প্রমাণ পাওয়া গেল মেট্রো রেলের কাজের জন্য ও বালির লরি ফিরে যায় দাদাদের অসন্তুষ্টির কারণে। গ্রামে গঞ্জে ভুরিভুরি অভিযোগ সরকারি বদান্যতা পেতে গেলে নেতাদের পুজো আগে দিতে হবে। এই যখন রাজ্যের হাল তখন ছাত্রনেতারাও তোলা থেকে দূরে থাকবে কেন?

দশদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী বর্দ্ধিত কোর কমিটির মিটিং যে ছাত্র রাজনীতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট এবং জোরালো ভাষায় বলে দিলেন। কিন্তু ছাত্রদের চৈতন্যের উদয় হল কি? সেই মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষামন্ত্রীকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে হচ্ছে। প্রশ্ন হল কেন এরকম হল? পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে গেল কেন? তৃণমূলেরই এক মন্ত্রী প্রশ্ন তুলেছেন পুলিশ প্রশাসন কোথায়? উত্তর হল যে পশ্চিমঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণা ছাড়া কোনও প্রশাসন কি কাজ করতে পারে? কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে?

আগেই কলেজের নিজস্ব প্রশাসনকে পঙ্গু করে দিয়েছে। সেখানে টিএমসি'র ছাত্র নেতারাই প্রশাসন চালায়। প্রিন্সিপাল বেগড়বাই করলেই ভাঙচুর মারধর, ঘেরাও বন্দি হয়ে থাকতে হবে। কোথাও কোথাও মান অপমানও সহ্য করতে হয়। কারণ বাচ্চা ছেলেরা অন্যায় করলেও তাদের সাজা হবে না।

তাই সাবধানী কলেজ প্রশাসন। যা করছে করুক। কোথাও বা তাদের সঙ্গে তালে তাল দিয়ে দু পাইস পকেটেও ঢোকানোর চেষ্টা করে কেউ কেউ। খবরে যতটুকু প্রকাশ পেয়েছে তা হিমশৈলের চূড়া মাত্র। আর প্রথম প্রথম মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত সংবাদপত্রর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেন। প্রথম থেকে সরকারি স্তরে যদি ছাত্রভর্তির তোলাবাজি বন্ধ করতে চাইত তাহলে অন্যরকম ব্যবস্থা হতো। সংবাদ মাধ্যমের ঘাড়ে দোষ না চাপিয়ে কোথায় কী হচ্ছে তা খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য সংবাদ মাধ্যমের উপর দায়িত্ব দিতে পারতেন মুখ্যমন্ত্রী। আসলে নেতারাও বুঝতে পারেনি যে এভাবে সবকিছু প্রকাশ্যে চলে আসবে। এবারে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছে। তাই আর ধামাচাপা দেওয়া সম্ভব নয় বুঝে মন্ত্রীরা রাস্তায় নেমেছে সবকিছু ম্যানেজ করতে।

সাম্প্রতিক পঞ্চায়েত নির্বাচনের শিক্ষা ছাত্রনেতারা কাজে লাগিয়েছে। অন লাইনে ফর্ম ফিলাপ করে কাউন্সেলিংয়ের ডাক পেয়েছে। তাকে কলেজ গেটের বাইরে থেকে ধরে নিয়ে অন্য জায়গায় গিয়েছেন টাকার রফা করতে। কলেজের অফিস পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না ভর্তি হতে আসা ছাত্রছাত্রীরা। ঠিক যেমন নমিনেশন জমা দেওয়ার জন্য বিরোধীরা বিডিও অফিসে ঘেঁষতেই পারে না, ঠিক তেমন পদ্ধতিই অবলম্বন করেছে ছাত্রনেতারা। তারা তো বড়দের থেকে দেখে শিখছে। যারা পঞ্চায়েত ভোটে বিডিও অফিস গার্ড দিল, যারা বাইক সওয়ারী হয়ে আলিপুরে অবাধে ঢুকে বিরোধী প্রার্থীদের পেটাল, সেই তারা যদি কলেজ নির্বাচনে তোলা তোলে তারা কি খুব অন্যায় কাজ করল? এই সরকার, এই প্রশাসন ন্যায়ের পথে যে চলে না তার সব থেকে বড় প্রমাণ ওই সব পার্টি কর্মীরা। ফলে সহজে দু পাইস কামাবার সুযোগ যদি আসে, তা ন্যায় অন্যায়ের কথা ভেবে তারা তার থেকে বিরত থাকবে এতো বোকা কি তারা? পুলিশ প্রশাসন সম্পর্কে তাদের কি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা বা আস্থা আছে? তারা জানে আমাদের কথায় পুলিশ চলবে।

সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা অভিভাবকরা এই কলেজ তোলাবাজি নিয়ে প্রশাসনে অভিযোগ জানাবে সেই সাহস তাদের নেই। পঞ্চায়েত ভোটের সময় পুলিশের যে ভূমিকা তারা দেখেছে তারপর সেই পুলিশ সরকারি দলের কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নেবে এটা কি বিশ্বাস হয়? সাতবারের জেতা এমপিকে রাস্তায় ফেলে মারছে পুলিশ নীরব। এই দৃশ্যে সাধারণ মানুষের কাছে কী বার্তা যায়? নমিনেশন জমা দিতে আলিপুরে যে ঢুকতে দেওয়া হয় নি তাই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বললেন যে আলিপুরে এই ঘটনা ঘটছে তা আমি জানি না। খুব ভাল কথা। তারপর বর্ধিত দিনে আলিপুরে সাংবাদিকদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু বাইক বাহিনীদের পুলিশ ঢুকিয়ে দিচ্ছে এই দৃশ্য যখন দেখা যায় তখন মুখ্যমন্ত্রীর নিরপেক্ষতা নিয়ে আর কি সন্দেহ থাকে? ফলে কেমন প্রশাসন মুখ্যমন্ত্রী চান সেটাও জনগণ বুঝে গিয়েছে। কারও সাহস থাকলেও এই মেরুদণ্ডহীন পুলিশের কাছে কেন যাবে? যে কলেজে পড়তে হবে সেই এলাকার বা কলেজের দাদাদের বিরুদ্ধে পুলিশে জানাবে? তারপর তাকে তো তিন বছর ওই কলেজে পড়তে হবে। ফলে কে খাল কেটে কুমির আনবে? ফলে ছাত্র তোলাবাজি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। মূল যে রাজনীতির সংস্কৃতি চালু করেছে তৃণমূল দল বা সরকার, এ তারই এক ঝলক ট্রেলার মাত্র। কামাবার ক্ষেত্রের কি বাছবিচার চলে? সেই চলতি কথা আছে না, ছাই দেখলেই ওড়াও– অমূল্য রতন থাকতেও পারে। চাকরির বাজার যখন সংকুচিত তেলেভাজা শিল্পের আর কত কর্মসংস্থান হবে? এইরকম হাহাকারের বাজারে ইনকামের এমন সহজ রাস্তা যারা আবিষ্কার করল সব মেধাবী নেতাদের সত্যি ধন্যবাদ না দিয়ে পারা যায় না।

# রক্তদান ও সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ

**অকারণ মুখোপাধ্যায়, ক্যানিংঃ** উন্নতর সমাজ গঠনে পুলিশের ভূমিকায় খুশি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবন এলাকার সাধারণ মানুষজন। পরপর দুদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গোসাবা ও ক্যানিং থানার উদ্যোগে পালিত হল রক্তদান শিবির ও সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি। দুটি অনুষ্ঠানেই স্থানীয় বিধায়ক থেকে শুরু করে ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারিকরা অংশগ্রহণ করেন। গোসাবার রক্তদান উৎসব কর্মসূচি অনুষ্ঠানে ১০৫ জন রক্ত দেন। অন্যদিকে সোমবার সকালে ক্যানিং থানা থেকে ক্যানিং বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত সেফ ড্রাইভ, সেফ লাইফ কর্মসূচিতে পা মেলান পুলিশ কর্মী ও স্থানীয় সাধারণ মানুষজন।

সারা বছর ধরেই আইন শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি সমাজ গঠনেও যে পুলিশ কর্মীরা অংশগ্রহণ করছেন তা আরও একবার প্রমাণিত হল। রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গোসাবা থানার উদ্যোগে থানা প্রাঙ্গনেই পালিত হয় রক্তদান শিবির কর্মসূচি। অনুষ্ঠানে সুন্দরবন এলাকার সাধারণ মানুষরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর। রক্তের চাহিদা মেটাতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সমস্ত থানাতেই রক্তদান উৎসব করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশ মেনেই গত দু'বছর ধরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন থানাতেই এই উৎসব চলছে। এদিন পুলিশ কর্মী ও এলাকার সাধারণ মানুষ মিলিয়ে মোট ১০৫ জন রক্তদাতা রক্ত দেন। অন্যদিকে পথ দুর্ঘটনা রোধ করতে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি পালিত হল ক্যানিং থানার উদ্যোগে। সোমবার সকালে ক্যানিং থানা প্রাঙ্গন থেকে ট্যাবলো সহ পদযাত্রা বের হয় ক্যানিং বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত।

এই পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিলেন এলাকার বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ রাম দাস, ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবী দয়াল কুণ্ডু সহ মহকুমার অন্যান্য পুলিশ কর্মী ও এলাকার সাধারণ মানুষজন। পথ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কি কি করা উচিত আর কি কি করা উচিত নয় সে সম্পর্কেও সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয়।

# শারদোৎসবের শুভারম্ভে ঠাকুরপুকুর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা:** শারদোৎসবের শুভারম্ভটা খুঁটি পুজো দিয়ে শুরু করল দক্ষিণ কলকাতার ঠাকুরপুকুরস্থিত বড়োবাগান কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন। অনুষ্ঠানে খুঁটি পুজো ও ক্লাবের এবারের 'থিমের টিজার' উদ্বোধন করলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, শিল্পী উপাসনা চট্টোপাধ্যায় ও সৌরভ বিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়ে। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণনগর গভর্নমেন্ট কলেজের অধ্যক্ষা ড. মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত গার্গী গুপ্তা, কলকাতা পুরসংস্তার মেয়র পারিষদ তারক সিংহ–সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। উদ্বোধন মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে সমাজকল্যাণমূলক কাজকে সঙ্গী করে সংগঠনটি ৩০ জন দৃষ্টিহীন শিশুর মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ করেন।

# সাবমেরিন মহিলা সমিতির অনুশীলন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ভারত সরকারের স্কিল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইন্ট্রাপ্রিনারশিপ দফতরের সহায়তায় রামকৃষ্ণ মিশনের জন শিক্ষণ সংস্থানের উদ্যোগে দক্ষিণ শহরতলির কালীনগর সাবমেরিন মহিলা সমিতি একটি বিশেষ সভার আয়োজন করেছিল। গত ১৫ জুলাই ওয়ার্ল্ড ইউথ স্কিল ডে এবং পক্ষকাল ব্যাপী স্বচ্ছতা সপ্তাহ নিয়ে একটি সেমিনার হয়। সভায় কারিগরী শিক্ষা এবং কর্মসংস্থান সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জন শিক্ষণ সংস্থানের সুভাষ ভট্টাচার্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন কুমার রায়, যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক রজত বিশ্বাস সমরেন্দ্র নাথ মণ্ডল, সাংবাদিক কুনাল মালিক প্রমুখ। মহিলা সমিতির ১৫১ জন সদস্যা উপস্থিত ছিলেন। সমিতির সভানেত্রী শর্মিলা দাস সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভাটি সঞ্চালনা করেন সাবমেরিন ক্লাবের সম্পাদক ডাঃ তরুণ রায়।

# নিশ্চিন্দায় রক্তদান

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** নিশ্চিন্দা তৃণমূল কংগ্রেস এবং যুব তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নিশ্চিন্দা এলাকার মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সঙ্গে রক্তদান শিবিরের ব্যবস্থাও করা হয় রক্তের কমাবার জন্যে। রক্তদান শিবির এবং সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ডোমজুরের বিধায়ক রাজীব ব্যানার্জী, হাওড়া জেলা পরিষদের সদস্য বিকাশ দে, নিশ্চিন্দা পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচিত সদস্যা মিঠু গাঙ্গলি, তাপস আইন, জয়হিন্দ বাহিনীর কেন্দ্রীয় সদস্য শান্তি চন্দ সহ আরও অনেকে। শিবির থেকে এলাকার ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত বাসিন্দা নেপাল শীলকে চিকিৎসার জন্যে ৫০০০ টাকা তুলে দেওয়া হয় স্থানীয় ক্লাব মিলন চক্রের পক্ষ থেকে। রক্তদান শিবিরে ৪০ জন রক্ত দান করেন।

# নাগরিকদের মনুষ্যত্ব

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গত ১৩ জুলাই সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে ভারত সোকাগাকাই নামে এক সংস্থার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাণকারক সুমন মুখোপাধ্যায়, প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী এবং সমাজসেবী অলকানন্দা রায়, পশ্চিমবঙ্গ হিউম্যান রাইট কমিশনের অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল ড. বি এন রমেশ।

সুমন মুখোপাধ্যায় বলেন, সিনেমার মাধ্যমে হিউম্যান রিভিলিউশন এবং শান্তির জন্য বিভিন্ন সিনেমা হয়েছে এবং এগুলি একটি মাধ্যম এই বিষয়কে তুলে ধরার জন্য। অলকানন্দা রায় বলেন, সবার জন্য সবাইকে কাজ করতে হবে। ভারত সোকাগোকাইয়ের বিশেষ গুপ্তা বলেন, যখন কেউ কারোর অসুবিধা দেখবে তখন এক অপরের সাহায্যে নিয়োজিত করতে হবে। এমন নয় যে, একে অপরের দিকে হেসে তাকে এড়িয়ে যাওয়া মোটেই সঠিক নয়। মনুষ্যত্ব গড়বার জন্য ছোট থেকেই তৈরি করতে হবে। এইসব বিষয়গুলি মাথায় রেখে। শিশু সুরক্ষা এবং মহিলাদের সুরক্ষার উপরেও বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে বলে মনে করেন বিশেষ গুপ্তা।

# মাতলো রে ভুবন

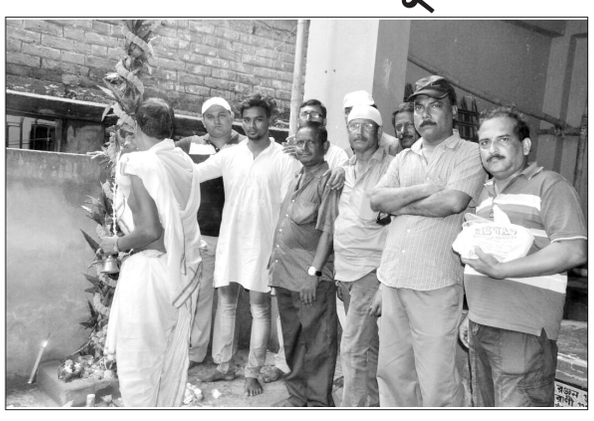

শুভ রথযাত্রায় গত ১৪ জুলাই খুঁটি পুজো'র মধ্য দিয়ে বেহালার 'শকুন্তলা পার্ক' নেতাজি সংঘে'র ৩৯তম বর্ষের শারদোৎসবের সূচনা হল। উপস্থিত রয়েছেন উৎসব কমিটির সচিব প্রীতম গুপ্ত, টিঙ্কা সরকার, বাবলা সরকার প্রমুখ।

# আলোর দান

**তাপস রায় :** চক্ষুদানের আগেই দৃষ্টিহীন শিশুদেরকে আলোর পথে এগিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করল বড়বাগান কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন। তাদের ৩৭তম বর্ষের শারদোৎসবের প্রাক্কালে ৩০ জন দৃষ্টিহীন শিশুর মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী তুলে দিলেন উদ্যোক্তারা। শিল্পী উপাসনা চ্যাটার্জী ও সৌরভ বিশ্বাস–এর ভাবনায় ও সৃজনে বড় বাগানের এবারের থিম 'আত্মনির্বাণ'–এর একটি টিজার উদ্বোধন করলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এই মঞ্চ থেকেই। এই অভিনব প্রয়াসের সূচনায় উপস্থিত থাকলেন অধ্যক্ষা ড: মানবী বন্দোপাধ্যায়, মেয়র পারিষদ তারক সিং, উত্তম শাস্ত্রী, রাজু অধিকারী, রেডিও জকি রাকেশ ও প্রজ্ঞা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জন।

# বীরভূম

## কলেজে তোলা আদায়ের অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** দুবরাজপুর সরকারি আইটিআই কলেজে ভর্তির জন্য এক ছাত্রকে ফোন করে এক লক্ষ টাকা চাওয়ার অভিযোগ উঠলো সৌরভ মন্ডল ও বিক্রম মন্ডল নামে তৃণমূল ছাত্রপরিষদের দুই ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে। ওই ছাত্রটি ফোনকল রেকর্ড করে রাখে। রেকর্ডিংসহ ১১ই জুলাই সকালে সিউড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে ওই ছাত্র। অভিযুক্ত সৌরভ মন্ডল সিউড়ির একটি বেসরকারি পলিটেকনিক কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র এবং বিক্রম মন্ডল সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র। এসএফআই সিউড়ি লোকাল কমিটির সভাপতি আনাস আক্তার বলে, 'এটা তো ওদের ব্যবসা হয়ে পড়েছে। ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে অনৈতিক উপায়ে টাকা হাতানো হচ্ছে আর সেটার প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও ওদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। আমরা এসএফআই ছাত্রছাত্রীদের পাশে থেকে এই অব্যবস্থার এবং নিলর্জ্জ আচরণের প্রতিবাদ করবো। এর সাথে আমরা অভিযোগকারীদেরও নিরাপত্তার দাবি করছি। এই ঘটনার খুব কড়া প্রতিবাদ হবে'। এবিভিপি রাজ্য সহসম্পাদক মেঘনাদ দাস বলে, 'পুরো দলটাই তো দুর্নীতির পাঁকে ডুবে আছে – তো স্বাভাবিকভাবেই ছাত্র সংগঠন তোলা তুলবেই। এইভাবেই বাংলার শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা এবিভিপি –র পক্ষ থেকে অভিযুক্তদের উপযুক্ত শাস্তি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি করানোর দাবি জানাচ্ছি'।

## রথযাত্রায় মাতোয়ারা বীরভূম

**অভীক মিত্র :** দাসকলগ্রামের রথযাত্রা চতুর্থ বছরে পদার্পণ করলো। তিনবছর থেকে পুরি থেকে নিয়ে আসা হয় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি। তারপর বেনারসের পুরোহিত দ্বারা সেই মূহুর্তে সংকল্প করা হয়। সকালে অস্থায়ী মন্দির থেকে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তিকে নিয়ে আসা হয়। শুরু হয় পুজোচর্না। দুপুরে কয়েকহাজার মানুষ মহাপ্রসাদ খায়। রথের দিন তারা মাকে রথে চাপিয়ে গোটা চণ্ডীপুর গ্রাম (বর্তমান তারাপীঠ) প্রদক্ষিণ করা হয়। তারাপীঠে তারা মায়ের রথযাত্রা ২৩৮ বছরে পদার্পণ করলো। ১৭৮০ সালে রাজা রামকৃষ্ণ তারাপীঠে কাঠের রথযাত্রার প্রচলন করেছিলেন। রথঘরের উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়। বর্তমানে কাঠের বদলে পিতলের রথ হয়েছে। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে রামপুরহাটে নামে জনতার ঢল। জাজিগ্রাম, চিনপাই আশ্রমের রথ, দুবরাজপুর আশ্রমের রথ, লাভপুরের ১১৩ বছরের পিতলের রথ, হেতমপুরের রাজবাড়ির রথ বিখ্যাত। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে হেতমপুর,লাভপুরে বসে গ্রামীণ মেলাও। সবমিলিয়ে বলতে গেলে, ১৪ই জুলাই বীরভূম জেলার বিভিন্নপ্রান্তে উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হলো রথযাত্রা।

## নির্যাতিতাদের বাড়িতে মহিলা মোর্চা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** রবিবার সকালে দুবনি গ্রামের গণধর্ষিতা গৃহবধূর সঙ্গে দেখা করে বিজেপি মহিলা মোর্চার তিন সদস্যের এক প্রতিনিধি দল। পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথাও বলে প্রতিনিধি দলটি। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি মহিলা মোর্চার মালদহ ও বীরভূম জেলা অবজার্ভার অনামিকা ঘোষ, জেলা সভানেত্রী অনুরাধা ঘোষ, সহ সভানেত্রী রিক্তা দাস,জেলা সভাপতি রামকৃষ্ণ রায়, সাধারণ সম্পাদক কালোসোনা মন্ডল, সন্তোষ ভান্ডারী, তারাপদ বাগ্দী। মল্লারপুরের বাহিনায় মৃত স্কুলছাত্রীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করে প্রতিনিধি দলটি। তাদের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়ে মৃত স্কুলছাত্রীর মা। দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানানো হয়। পরে মল্লারপুর থানায় যায় প্রতিনিধি দলটি। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি মহিলা মোর্চার মালদহ ও বীরভূম জেলা অবজার্ভার অনামিকা ঘোষ,জেলা সভানেত্রী অনুরাধা ঘোষ,সহ সভানেত্রী রিক্তা দাস, জেলা সভাপতি রামকৃষ্ণ রায়, সহসভাপতি স্বরূপরতন সিনহা, সাধারণ সম্পাদক কালোসোনা মন্ডল, অতনু চ্যাটার্জী, সন্তোষ ভান্ডারী। দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে রবিবার সন্ধ্যায় মল্লারপুরে মোমবাতি মিছিলে সামিল হয় আপামর জনসাধারণ।

## গণধর্ষণে গ্রেফতার তিন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** ১১ জুলাই বিকালে চরিচা জঙ্গলে পাতা কুড়ানোর সময় দুবনি গ্রামের এক আদিবাসী গৃহবধূকে গণধর্ষণ করার অভিযোগ উঠলো ছজন দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। মহম্মদবাজার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন। বাবলু সোরেন,আনন্দ সোরেন এবং বাবুরাম সোরেন নামে তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ১২ই জুলাই সকালে অভিযুক্তদের মুক্তির দাবিতে মহম্মদবাজার থানায় বিক্ষোভ দেখায় আদিবাসী নেতারা। ১২ জুলাই ধৃতদের সিউড়ি আদালতে তোলা হলে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। রবিবার সকালে দুবনি গ্রামের নির্যাতিতা গৃহবধূর সঙ্গে দেখা করে বিজেপি মহিলা মোর্চার তিন সদস্যের এক প্রতিনিধি দল।

## জোড়া মৃতদেহ উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** রবিবার সকালে ডাবুক গ্রামে গাছের ডাল থেকে উদ্ধার হয় বিউটি লেট নামে এক বধূর ঝুলন্ত দেহ। বাড়ি মজুরহাটি গ্রামে। এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নবম শ্রেণীর এক স্কুলছাত্রীর রহস্যমৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো মল্লারপুরের বাহিনায়। মৃতের নাম সোনালী লেট (১৫)। স্থানীয় সূত্রানুযায়ী, ১২ই জুলাই সকালে নতুন বাড়ির বাথরুম থেকে ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করে পরিবারের লোকজন প্রথমে রামপুরহাট পরে বর্ধমান নিয়ে যাওয়ার পথে মারা যায় ছাত্রীটি। কার্বলিক অ্যাসিড খাইয়ে খুন করার অভিযোগ উঠেছে। দোষীদের শাস্তির দাবিতে ১৩ই জুলাই দুপুরে মল্লারপুরের বাহিনা মোড়ে পথ অবরোধ করে মৃত ছাত্রীর পরিবার। রবিবার সকালে মৃত স্কুলছাত্রীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করে বিজেপি মহিলা মোর্চার তিন সদস্যের এক প্রতিনিধি দল। তাদের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়ে মৃত স্কুলছাত্রীর মা। রবিবার সন্ধ্যায় মল্লারপুরে মোমবাতি মিছিলে সামিল হয় আপামর জনসাধারণ।

## কৃতী সংবর্ধনা

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** এসএফআই এবং ডিওয়াইএফআই –র যৌথ উদ্যেগে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হলো রামপুরহাটে। মাধমিকে রাজ্যে নবম স্থানাধিকারী সোহম আহমেদকে সংবর্ধনা দিলো তার নিজের স্কুল – সিউড়ি চন্দ্রগতি মুস্তাফি মেমোরিয়াল হাইস্কুল। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয় এবিভিপি–র পক্ষ থেকেও।

## পদবি পরিবর্তন

বারুইপুর ফার্স্টক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের ৩০.০৭.২০১৮ তারিখের এফিডেভিট বলে আমার পুত্র ভুলবসত জন্ম সার্টিফিকেটে উল্লিখিত শৃঞ্জয় ঘোষ (SRINJAN GHOSH) –এর পরিবর্তে শৃঞ্জয় ঘোষ (SREENJAN GHOSH) হল। এই সঙ্গে শৃঞ্জয়ের মা ভুলবসত জন্ম সার্টিফিকেটে উলি্লিখিত লেখা শ্রাবণী ঘোষ (SBRABANI GHOSH)–এর বদলে শ্রাবণী ঘোষ (SHRABANI GHOSH) হল।

প্রিয়রঞ্জন ঘোষ, বৈকুণ্ঠপুর রোড, সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

# চাষিরা সেই তিমিরেই

**প্রথম পাতার পর**

তবে এটা আমাদের দফতরের সরাসরি কাজের বিষয় নয়। আমরা কেবল সচেতন করতে পারি চাষিদের। আমরা সেটা করেছি এবং করছি। বিভিন্ন জায়গায় মাইকিং করেছি। তবে ধান কেনার যে বিষয়, এটা ফুড ডিপার্টমেন্টের। তবে সহায়ক মূল্য নির্দিষ্ট হলে চাষিদের তো সুবিধাই হয়। গতবার ধানের দর ছিল কুইন্টাল প্রতি ১,৫৫০ টাকা। এবারে ধান কেনার মিটিং এখনও হয়নি।' তিনি আরও বলেন, 'পাটের দাম তো ভীষণভাবে ওঠানামা করে। পাটের সহায়ক মূল্য নির্ধারিত হলে তো নিশ্চিতভাবে চাষিদের সুবিধা হয়। তবে চাষিদের তো জোর করা যায় না। তারা যেখানে বেশি দাম পাবে সেখানেই বিক্রি করবে। আমরা চাষিদের জানাতে পারি কোথায় বেশি দাম পাওয়া যাবে এইমাত্র।'

এ প্রসঙ্গে এসইউসি(আই)–এর রাজ্য এবং উত্তর চব্বিশ পরগনার কৃষক সংগঠনের সদস্য কানাই ঘোষ বলেন, 'বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার আগে কৃষকদের ফসলের দাম কি হওয়া উচিত এ নিয়ে একটি কমিটি গঠন হয়েছিল। সেই কমিটির মাথায় ছিলেন স্বামীনাথন। তিনি বলেছিলেন, ফসলের যা খরচ তার অন্তত পঞ্চাশ শতাংশ

বেশি দাম ধার্য করতে হবে। কিন্তু বিজেপি সরকার এবার ধানের যে সহায়কমূল্য ঘোষণা করেছে, তা মাত্র তেরো শতাংশ। কিন্তু এই দামও চাষিরা ঠিকমতো পাবেনা। তার কারণ হল, এই সহায়ক মূল্য পেতে গেলে যে বেড়াজাল টপকাতে হবে, তা অধিকাংশ চাষিই পারবে না। কারণ পশ্চিমবাংলার অধিকাংশ চাষিই লিজ চাষি, জমির মালিক সে নয়। আর জমির মালিক না হলে তার পক্ষে ধান বিক্রি করা সম্ভব নয়। এই সঙ্গে পরচা এবং জমির খাজনাও দেখাতে হবে তাকে। ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের এই সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি কার্যত আসন্ন লোকসভা ভোটকেন্দ্রিক একটি টোপ ছাড়া কিছু নয়। কারণ এই দাম পাবার নিয়ম সরলীকৃত না হলে রাজ্যের প্রায় আশি শতাংশ চাষিই বঞ্চিত থেকে যাবে।'

সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি প্রসঙ্গে অবসরপ্রাপ্ত উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা স্বাস্থ্য পরিদর্শক অসিত চক্রবর্তী বলেন, 'লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে কেন্দ্রীয় সরকারের ধানের সহায়ক মূল্য বৃদ্ধির ঘোষণা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। তবে এই সহায়ক মূল্য বৃদ্ধির পাশাপাশি সার, ডিজেল, পেট্রোল ইত্যাদির দাম কমলে চাষিদের উপকার হতো। পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল ছাড়া আর কোনও রাজ্যে জমি বন্টন হয়নি। তাই এই দুটি রাজ্যের চাষিরাই তুলনামূলকভাবে লাভবান বেশি।

স্থানীয় কৃষি বিষয়ক সাংবাদিক অলোক মিত্র বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার ধানের সহায়ক মূল্য বৃদ্ধি করেছে, এটা ভালো কথা। কিন্তু অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যও তো আছে। যেমন পাট, আলু, টমেটো। পাটচাষিরা প্রতিবছর ব্যাপক লোকসানের মুখে পড়েন। আলুচাষিরা উপযুক্ত মূল্য না পাওয়ার কারণে কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। টমেটোর দাম না পেয়ে রাস্তায় টমেটো ফেলে প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়। সবজি থেকে আনাজপাতি সবেতেই সহায়ক মূল্য ধার্য করা দরকার। শুধু ধানের সহায়ক মূল্য ধার্য করে দায় সারলে তা যথার্থ পদক্ষেপ হবে না। সম্প্রতি মহারাষ্ট্রে যে কৃষক আন্দোলন হয়েছিল, তা গোটা দেশকে প্রায় কাঁপিয়ে দেয়। সে কারণেই হয়তো ধানের সহায়ক মূল্য বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের। তবে কৃষকরা যে কারণে মার খাচ্ছে, তা হল আপৎকালীন ফসল বিমা না পাওয়ায়। রাজ্য সরকারও ফসল বিমার টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। যদি খরা কিম্বা বন্যায় অথবা কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগে চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হলে ফসল বিমার টাকা না পেলে চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেই। আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে এই ব্যবস্থা চালু হয়নি। সহায়ক মূল্যের চেয়ে শস্য বিমার আশু প্রয়োজন। রাজ্য সরকারও সরাসরি চাষিদের কাছ থেকে এবার চাল কেনার স্কিম নিয়েছে। চাল মিলগুলোও তাই করছে। এসবই ভোটের রাজনীতি। কারণ চাষিদের একটা বড় অংশ গ্রামীণ ভোটার। চাষিদের মার খাওয়ার আরও একটি কারণ বাজারে নির্দিষ্ট দাম না থাকা। এর ফলে ফড়ে বা দালালরা চাষিদের কাছ থেকে কম দামে মাল কিনে মজুত করে পরে বেশি দামে বাজারে ছাড়ে। এর ফলে ক্ষীরটা তারাই খায়।' তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার যে সয়েল হেল্ড কার্ড চালু করেছে, এটা ভাল ব্যবস্থা। এর পাশাপাশি দালালরাজ বন্ধ ও শস্যবিমা চালু করণে উভয় সরকারের কার্যকরী পদক্ষেপেই চাষিদের স্বার্থরক্ষা সম্ভব।'

## কে এগিয়ে? ১৬ না ২১

**প্রথম পাতার পর**

মূল যে বিষয়টা হারিয়ে যাচ্ছে তা হল প্রধানমন্ত্রীর এমন একটি জনপ্লাবনে ভরা সভা ভাবতে বাধ্য করেছে এ রাজ্যের ক্ষমতাসীন দলকে। সে জন্যই হয়তো ২১ জুলাইয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ দলীয় কর্মসূচির চেয়েও প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর দলকে অপদস্থ করতে দলের সব সাংসদকে দিল্লিতে থেকে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। আবার প্রধানমন্ত্রী ও অন্য শীর্ষ বিজেপি নেতাদের বারংবার পশ্চিমবঙ্গ সফর যে মমতা সরকারকে ব্যাকফুটে রাখার কৌশল সেটাও বেশ বোঝা যাচ্ছে। সাফ যে জিনিসটা এর ফলে সামনে আসছে তা হল এখন যতই লম্ফঝম্প কর না কেন, লোকসভায় নিজের গণ্ডির বাইরে গেলে বেজায় মুশকিলে পড়তে হবে। ফেডারেল ফ্রন্টের নেত্রী হিসেবে সারা দেশ ঘুরে বেড়ানোর পরিবর্তে তখন হয়তো বিজেপি নামক 'রামচাপ' কাটাতেই ব্যস্ত থাকতে হবে তৃণমূলনেত্রী ও তাঁর দলবলকে।

এটা ঠিক বিজেপির মোকাবিলায় তৃণমূলের পক্ষে ইতিবাচক যে দিকটা তা হল, এখানে ভারতীয় জনতা পার্টির স্থানীয় স্তরে সেভাবে কোনও নেতার উঠে না আসা। দিলীপ ঘোষ তাঁর আক্রমণাত্মক মনোভাবের জন্য নাম কিনলেও দলের সংগঠন বাড়ানোয় সেভাবে কিছু করতে পারছেন না। 'দলবদলু' মুকুল রায়ের ওপর অনেক ভরসা থাকলেও তিনি এখনও পর্যন্ত তাঁর নতুন দলকে বিরাট কিছু ডিভিডেন্ড দিতে পারেন নি। আগে পরীক্ষিত হওয়া রাহুল সিনহারও রেকর্ড খুব একটা ভালো নয়। বিশেষ করে এখনও রাজ্য তথা তৃণমূলের মধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে প্রভাব প্রতিপত্তি তার ধারেকাছে পৌঁছাতে পারছে না বিজেপি। দ্বিতীয় স্থান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলেও ফার্স্ট বয়ের সঙ্গে তফাত বিস্তর। দিল্লি থেকে তাই প্রধানমন্ত্রী বা দলের জাতীয় সভাপতি এখানে উড়ে এলেও নিজস্ব ভিত না গড়ে ওঠা পর্যন্ত বিজেপির পক্ষে ২০১৯–এর লোকসভায় এই রাজ্য থেকে বড় কিছু করা অসম্ভব। তাবলে তৃণমূল যদি অধিক আত্মতুষ্ট হয়ে পড়ে তবে বিপদ ঘনাতে পারে তাদেরও। কারণ বুঝতে হবে সিপিএমকে মোকাবিলা করা আর বিজেপির বিরুদ্ধে লড়া এক নয়। এদিকটা মাথায় রেখে তবেই ভোট যুদ্ধে যেতে হবে ঘাসফুলকে।

## বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যে

**প্রথম পাতার পর**

এমনকি এখানে অনেক খাদান কাটা হয়েছে বলেও তিনি জানান। গোরাচাঁদবাবু অবশ্য ভাঙবেন তবু মচকাবেন না। বললেন, বর্ষাকালে খাদানে প্রচুর জল জমে রয়েছে। তবুও ডেকে দেখছি খাদান কাটছে কে। খেয়াদহের এই জমি–খাদান চক্রব্যুহে ফেঁসে গিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আতঙ্কে দিন কাটছে তাদের। না পারছেন ভিটে ছেড়ে বেরোতে। না পারছেন নির্বিঘ্নে বসবাস করতে।

## কর্মী নেই, বন্ধ রেজিস্ট্রী

**প্রথম পাতার পর**

উনি খুব উত্তেজিত হয়ে বললেন, এখানে কোনো ট্রেনড পিয়ন নেই, রেজিস্ট্রি দফতরেরই কাজ ঠিকমতো হচ্ছে না। আর ম্যারেজ রেজিস্ট্রি! প্রতিবেদকের প্রশ্ন ছিল, তাহলে কবে সরকারিভাবে ম্যারেজ রেজিস্ট্রি শুরু হবে? উনি রাগত স্বরে বললেন, আমরা কর্মী চেয়েছি, কর্মী পেলেই শুরু হবে। কবে হবে বলতে পারবো না। নমস্কার করে বেরিয়ে এলাম। কোনো সৌজন্যতার পরিচয় ভদ্রলোকের কাছ থেকে পাইনি। এ ব্যাপারে দঃ ২৪ পরগনা জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক শ্যামল কুমার মণ্ডলকে (সাধারণ) বিষয়টি জানালে, তিনি বলেন, দেখুন ঐ দপ্তরটা আমি দেখিনা। তবে বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি।

প্রসঙ্গত, যিনিই বিষয়টি দেখুন, সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষরা প্রতিদিনই হয়রান হচ্ছেন ম্যারেজ রেজিস্ট্রী দফতরে এসে। তারা যাতে সরকারী মূল্যে ন্যায্য পরিষেবা পায় এটা জেলা প্রশাসনের দেখা উচিত। কারণ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী যখন মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানা পরিষেবা মানুষকে পৌঁছে দিতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রাজ্যের সর্বত্র ছুটে বেড়াচ্ছেন, সেখানে এক শ্রেণীর আমলারা—'অফিস যাই মাইনে পাই' স্লোগানকে অন্তরে গেঁথে দায়সারা কাজ করে চলেছেন।

## বারুইপুরে মাদ্রাসা শিক্ষকদের ২১ জুলাই–এর ডাক

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : সম্প্রতি বারুইপুরে উৎসব কমিউনিটি ভবনে দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল তৃণমূল মাদ্রাসা টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে সভাপতি চম্পক নাগ একটি সভার আয়োজন করেন। সভার মূল উদ্দেশ্য ছিলো দুটি। ২১ জুলাই এর ডাক ও মাদ্রাসা

স্কুল শিক্ষকদের চাকরির শতাংশ বাড়াতে হবে। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন সংখ্যালঘু উন্নয়নমন্ত্রী গিয়াসুদ্দিন মোল্লা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা মাদ্রাসা টিচার্স সংগঠনের সভাপতি চম্পক নাগ, সম্পাদক আবু সুফিয়ান পাইক জেলা পর্যবেক্ষক সৈয়দ আমানুল্লা ও আইনজীবী হাফুজল রহমান। এছাড়া সকলের নয়নের মণি ছিলেন রাজ্যসভা সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী। প্রথম বক্তা আবু সুফিয়ান পাইক বলেন, আমরা সিপিএম জমানায় এতো সুযোগ সুবিধা পাইনি। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বর্তমানে আমাদের অনেক বেশী সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন। মাদ্রাসা স্কুলের শিক্ষক নিয়োগ আরো কিছুটা বাড়ালে আমাদের পক্ষে ভালো হয়। এই সাত বছরে অল্প সময়ের মধ্যে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সব মানুষের জন্য সব জেলায় উন্নয়নমুখী কাজ হয়েছে। আজও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত। মমতা ব্যানার্জীর আপোষহীন সংগ্রাম সমগ্র বাংলায় এক নবজাগরণ সৃষ্টি করেছেন। বিগত চার বছরে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বহু প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে। এরপর বক্তব্য রাখেন মন্ত্রী গিয়াসুদ্দিন মোল্লা। তিনি বলেন, আমরা ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই নো আইডেন্টিটি নো ভোট এই নিয়ে রাইটার্স অভিযানে গেছিলাম মমতা বন্ধোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। সেদিন আমাদের উপরে গুলি চলেছিলো। জ্যোতি বসু সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। আজ আমরা সেই ২১ জুলাই শহিদ স্মরণে ধর্মতলায় সকলে মিলে যাবো। এরপর শুভাশিস বাবু বলেন ২১ জুলাই কথা আমার বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়। যখন ১৩জন তরতাজা যুবকের উপর গুলি চালায় জ্যোতিবাবুর সরকার। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ধর্মতলার রাস্তা রক্তে রক্তাক্ত। টিয়ার গ্যাস, ধোঁয়ায় কাউকে দেখা যাচ্ছে না। আমাদের আন্দোলন ছিলো নো আইডেন্টিটি নো ভোট। জ্যোতিবাবুরা ঠিক করেছিলেন কোনও রকম ভোটের পরিচয়পত্র না দিয়ে ছাপ্পা মারো বুথ দখল করো, নকল ভোটার কে দিয়ে ভোট দাও। সুতরাং এই সব জালিয়াতি বন্ধ করতে ২১ জুলাই আমরা অভিযান চালিয়েছিলাম। আমার চেয়েছিলাম আডেন্টিটি কার্ড ছাড়া কোনো ভোট হবে না। সেদিন শুভাশিস বাবু ১৩ জন শহিদদের নাম করেন। শুধু তাই নয়, কে কোথা থেকে এসেছিলো ধর্মতলায় ও বিভিন্ন জায়গার থেকে সেই জায়গার নামগুলো মুখস্থ বলে যান। তিনি বলেন, সেদিনের পড়ে আমরা একটা কমিটি তৈরি করি শহিদদের বাড়িতে গিয়ে টাকা পৌঁছে দিই। সেই কমিটিতে শুভাশিস চক্রবর্তী হিসাব রক্ষক হিসাবে ছিলেন। চারিদিক থেকে টাকা তোলা হয় ১লক্ষ ২০ হাজার টাকা। এই ঐতিহাসিক শহিদ দিবসের কথা আজকের প্রজন্মের ছেলেরা জানে না। দলের ঢোকার আগে এই শহিদদের কথা জানতে হবে। কত প্রাণ দিয়ে এই তৃণমূল তৈরি হয়েছে।।

## মৈপীঠে লরির ধাক্কায় মৃত্যু

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** জয়নগরের পর আবার মৈপীঠে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক জনের , বাড়ি থেকে সাইকেল করে বেরিয়ে ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিতে যাবার পথে পিছন থেকে বেপরোয়া গতিতে আসা ইটের লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক সাইকেল আরোহীর। মৃতর নাম সন্তোষ শাসমল (৫৮) । ঘটনাটি ঘটে বুধবার সকালে মৈপীঠ কোস্টাল থানার ভুবনেশ্বরী এলাকার গায়েনের মোড়ে । এর জেরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে । এলাকার লোকজন কয়েক ঘণ্টার জন্য মৃতদেহ নিয়ে জামতলা –কিশোরী মোহনপুর–এ রাস্তা অবরোধ করে । গ্রাম বাসিন্দাদের অভিযোগ , রাস্তার দুই পাশে ইমারতি দ্রব্য পড়ে থাকায় এই রকম দুর্ঘটনা ঘটে , পুলিশ কে জানিয়েও কোন কাজ হয়নি । অবিলম্বে রাস্তার দুই পাশ থেকে ইমারতি দ্রব্য সরাতে হবে ।পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বিষয়টি দেখার আশ্বাস দিলে অবরোধ উঠে যায় । পুলিশ সূত্রে খবর , সন্তোষ বাবুর বাড়ি ভুবনেশ্বরী এলাকায় । ঘটনার পর পুলিশ ঘাতক লরি সহ চালক কে গ্রেপ্তার করেছে ।

খাঁটি বাঙালির ঝাঁঝ হল আত্মবিশ্বাস বললেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। চুর্ণী গাঙ্গুলির বক্তব্য ঝাঁঝ মানে সার্ফনেস। সব্যসাচী চক্রবর্তী বলেন, বাঙালির ঝাঁঝটাই আসল। তাই বিশ্বের যে জায়গায় বাঙালি রয়েছে সেই জায়গায় বাঙালিয়ানা রয়েছে ঝাঁঝ রয়েছে। তবে সমাজ এখন দইয়ের টকে যাওয়া ঝাঁঝের মতো সৌমিত্রবাবুর বক্তব্য। সব্যসাচীবাবু বলেন, দুরকমের কোলেস্টরাল হয় একটা গুড আর একটা ব্যাড, এখন অসহিষ্ণুতার জন্য প্রয়োজন গুড। তবে বাঙালির ঝাঁঝ সর্ষের তেলের মতো যুগযুগ জিও।

## কাটোয়ায় বন মহোৎসব

**দেবাশিস রায়, কাটোয়াঃ** ১৪–২০ জুলাই রাজ্যব্যাপী সাড়ম্বরে বন মহোৎসব উদযাপিত হয়। এই উপলক্ষ্যে ১৬ জুলাই পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া কাশীরাম দাস বিদ্যায়তন ময়দানে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মাধ্যমে জেলা বন মহোৎসব পালিত হল। শোভাযাত্রা, রণপা নৃত্য, সংগীত, আলোচনা, চারাগাছ বিতরণ, সম্মাননা প্রদান প্রভৃতি ছিল উৎসব পালনের অঙ্গ। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ ও জনাব সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী, জেলাশাসক অনুরাগ শ্রীবাস্তব, পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায়, জেলা বন আধিকারিক দেবাশিস শর্মা, কাটোয়ার মহকুমাশাসক সৌমেন পাল, বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এই উৎসব উদযাপন উপলক্ষ্যে জেলার সর্বত্রই কয়েক লক্ষ গাছ লাগানোর পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে বন দপ্তর। এরই পাশাপাশি কাটোয়া শহরকে নীল শহরে পরিণত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এজন্য শহরের সর্বত্রই উজ্জ্বল নীল

রঙের ফুল উপাদনকারী জ্যাকারান্ডা নামক গাছের চারা লাগানো হবে। জানা গেছে, মাত্র তিন বছরের মধ্যেই এই গাছে ফুল ধরে চারপাশে নীল রঙের শোভা বর্ধন করবে। মূলত রাজ্যবাপী সবুজায়নের লক্ষ্যে প্রতি বছর এই বন মহোৎসব উদযাপিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ডাকে
আজ
২১শে জুলাই
ধর্মতলা চলো

সঞ্জয় রাহা
জন প্রতিনিধি (ওয়ার্ড নং ৫)
অশোকনগর–কল্যাণগড় পৌরসভা
উত্তর পরগণা

পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ডাকে
আজ
২১শে জুলাই
ধর্মতলা চলো

কৃষ্ণা চক্রবর্তী
জন প্রতিনিধি (ওয়ার্ড নং ১৫)
অশোকনগর–কল্যাণগড় পৌরসভা
উত্তর পরগণা

পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল যুব কংগ্রেসের ডাকে
আজ
২১শে জুলাই
ধর্মতলা চলো

প্রবোধ সরকার
জন প্রতিনিধি (ওয়ার্ড নং ২)
অশোকনগর–কল্যাণগড় পৌরসভা
উত্তর পরগণা

# মহানগরে

## আশঙ্কা পরীক্ষাসূচিতে

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** পরিবর্তনের আশঙ্কায় মেঘ জমাট বাঁধতে শুরু করলো। ২০১৯–এর সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের দায়ভার কী রাজ্যের সবচেয়ে বৃহত্তম দুই পরীক্ষা মাধ্যমিক–উচ্চমাধ্যমিকের ওপর পড়তে চলেছে? সব ঠিক থাকলে ২০১৯–এর ফেব্রুয়ারি–মার্চ সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচন হতে পারে। নতুন দিল্লিস্থিত নির্বাচন কমিশন সূত্রে এটাই জানানো হয়েছে। এদিকে ২০১৯–এর মাধ্যমিক পরীক্ষা চলবে ১২–২২ ফেব্রুয়ারি। উচ্চমাধ্যমিক চলবে ২৬ ফেব্রুয়ারি–১৩ মার্চ। ঘোষণা হয়েছে গত ২৯ জুন। নির্বাচন কমিশন নির্বাচন করার জন্য প্রস্তুত। তবে কোন সময় নির্বাচন হবে তা কেন্দ্রীয় দলের মতামতের ওপর চূড়ান্ত দিনক্ষণ তৈরি হবে। নির্বাচনের দিনক্ষণ বিষয়ে রাজ্যের নির্বাচনী আধিকারিকদের বক্তব্যও গুরুত্বপূর্ণ।

## নতুনের অপেক্ষায়

**নোট :** নতুন দিল্লির কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকসূত্রে খবরে প্রকাশ চলতি জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ থেকেই ধীরে ধীরে খোলা বাজারে নতুন ১০০ টাকার নোট আসতে চলেছে। ওই সূত্রে আরও খবর মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের হোসাঙ্গাবাদস্থিত নিজস্ব পেপার মিলে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে এই নোট ছাপার কাজ চলছে। প্রসঙ্গত, দেশের চার জায়গায় নোট ছাপার প্রেস রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রকের অধীন মহারাষ্ট্রের নাসিক ও মধ্যপ্রদেশের দেওয়াস এবং আরবিআই–এর অধীন কর্ণাটকের মহীশূর ও পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনি।

রানি রাসমণি তাঁর বিশাল বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে জেলেদের জীবিকা রক্ষা করেছিল। ১৬ জুলাই ২০১৮ এস্টেট অফ অতীন্দ্রনাথ দাসের পক্ষে শ্যামলী দাস প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মৎস্যজীবীদের দুর্দশা ও মাহিষ্য সমাজের সম্পত্তি প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমকে তুলে ধরেন। এবং যেসব মৎস্যজীবী তাদের এস্টেটে দীর্ঘদিন যাবৎ ধরে বসবাস করছে তাদের বংশধরেদের হাতে দলিল তুলে দেওয়া হয়। হুগলি জেলেপাড়া, চকবাজার ভূপতিনগর, বলাগড় এবং নদিয়া ও অন্যান্য এস্টেটের মৎস্যজীবীরা উপস্থিত ছিলেন এদিন।

## রথের মেলায় স্বচ্ছতার প্রহসন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** রাসবিহারির রথের মেলা এখন চেতলা ব্রিজের নিচে। লম্বা রাস্তা জুড়ে রথের মেলায় মনিহারি থেকে হরেকরকম খাবার দোকান রয়েছে চড়কি থেকে নাগোরদোলা। বাচ্চা থেকে বৃদ্ধ ভিড় করছেন সকলেই। সন্ধ্যে থেকে রাত পর্যন্ত চলছে বহু মানুষের আনাগোনা। অথচ স্বচ্ছ ভারতের এই যুগে এখানেই দেখা গেল আবর্জনাময় ভ্যাট আর গজা–জিলিপির দোকানের সহাবস্থান।

চেতলা ব্রিজের সিঁড়ি সংলগ্ন উন্মুক্ত ভ্যাটের ঠিক উল্টো দিকেই জিলিপি চানাচুরের দোকানে ভিড় জমাচ্ছেন আট থেকে আশি। চরম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে চলছে বেচাকেনা। এমনকি খাবার ঢাকা দেওয়ার কোনও প্রবণতাও নেই দোকানদারদের মধ্যে। ময়লার ভ্যাটও ঢাকা দেওয়ার ব্যবস্থা নেই। ফলে পোকামাকড়, মাছি দুর্গন্ধযুক্ত ভ্যাট থেকে উড়ে বসছে খাবারে। তাতে অবশ্য প্রশাসনের বা উদ্যোক্তাদের কোনও হেলদোল নেই।

এবিষয়ে ৮২ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপ্রতিনিধি ডাঃ প্রণব বিশ্বাস বলেন, মেলার নিকটবর্তী খোলা ভ্যাটটি দিনে দুবার পরিস্কার করা হয়, ব্লিচিং দিয়ে সাফ করা হয়। ওখানে কোনও জঞ্জাল পড়ে থাকে না। ময়লার জমার কথাতো নয়। পুরপ্রতিনিধি হলেও তিনি ডাক্তার। স্বাস্থ্য সচেতনতায় তাঁর মাথাব্যাথা থাকারই কথা। কিন্তু তিনি বক্তব্য রেখেই খালাস। সরেজমিনে একবার দেখে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেননি তিনি। কাউন্সিলর ডাক্তারবাবু যাই বলুননা কেন শুক্রবার বিকেলের ছবিতে ধরা পড়ল উন্মুক্ত ভ্যাটের উন্মুক্ত আবর্জনা।

কলকাতায় নাইজের কনসিউলেটের উদ্বোধন হল ১৩ জুলাই ২০১৮। উপস্থিত ছিলেন ভারতে নাইজেরের রাষ্ট্রদূত এইচই মিস্টার আলি ইল্লিয়াসু। কলকাতায় দূত হিসেবে নিয়োগ করা হল রাজেন্দ্র খান্ডেলওয়ালকে। উদ্বোধনী সন্ধ্যায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অলোকানন্দা রয়, দেবজ্যোতি মিশ্র, শুভাপ্রসন্ন, ওয়াসিম কাপুর ও বিভিন্ন দেশের দূত এবং অন্যান্য বিশিষ্টরা। মন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবাংলা ও নাইজেরের সঙ্গে ব্যবসায়িক সূত্রের বন্ধন হল। ভারত, বাংলা এবং নাইজেরের মধ্যে ব্যবসা এগিয়ে চলবে। নাইজেরের রাষ্ট্রদূত আলি ইল্লিয়াসু বলেন, বাংলা, ভারত ও নাইজেরের মধ্যে সুষ্ঠু সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে ব্যবসায়িক বন্ধনই হবে মূল উদ্দেশ্য। রাজেন্দ্র খান্ডেলওয়ালের হাতে এই দায়িত্ব তুলে দেওয়া হল বাংলা এবং নাইজেরের ব্যবসা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এদিন সন্ধ্যায় ভারত এবং নাইজেরের জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। **ছবি : উৎপল কুমার রায়**

## চাষের জল আর্সেনিক মুক্ত করা প্রয়োজন

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গত ১৯ জুলাই মার্চেন্ট চেম্বার অব কর্মাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের ছোট এবং মাঝারি কৃষকদের সেচের গুরুত্ব নিয়ে এক আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন পশ্চিমবঙ্গের জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন এবং পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, এ রাজ্যের ছোট এবং মাঝারি কৃষক প্রায় ৯৬ শতাংশ এবং তাদের চাষের জমি ৮০.৭ শতাংশ। এ রাজ্যের চারটি মাঝারি এবং গুরুত্বপূর্ণ জল প্রকল্প রয়েছে যেমন তিস্তা, দামোদর ভ্যালি, কংসাবতী এবং ময়ূরাক্ষী, যাদের কমান্ড এলাকা ১৩,০৩,৪৩৪ হেক্টর এছাড়াও এখানে ৫,০৮,২৫০টি মাইনর ইরিগেশন প্রকল্পও রয়েছে। যার কালচারারেবল কমান্ড এলাকা হলো ২৩,৬৫,৩৫১ হেক্টর। এবং

এই স্কিমে প্রায় ৮৫ শতাংশ ছোট এবং মাঝারি কৃষকের আওতাভুক্ত। এছাড়াও চাষের জন্য যা প্রয়োজন তা হলো বৃষ্টিপাত যা পশ্চিমবঙ্গে অনেক বেশি। এবং এ রাজ্যের 'জল ধরো, জল ভরো' প্রকল্পে ট্যাঙ্ক, পুকুর, রির্জাভার এবং অন্যান্য জিনিষে বর্ষার জল ধরে রাখা হয়েছে জুন ২০১৮ পর্যন্ত পরিসংখ্যান বলছে ২,৪৪,১৪৯টি। যা থেকে সেচের জল পাওয়া খুব সহজেই সম্ভবপর। এছাড়াও তিনি বলেন, বাঁকুড়া, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং পুরুলিয়ায় ২০১৪–'১৫ সালের যে জলতীর্থ প্রকল্প করা হয়েছিল তা পরবর্তীকালে সুন্দরবন, দার্জিলিং, কালিম্পংয়েও করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে ৩ হাজার কোটি টাকার অনুদান এসেছে ছোট সেচ ব্যবস্থাকে উন্নত করবার জন্য। যার কম্যান্ড এলাকা ৫ হেক্টর বা তার থেকে বেশি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এ রাজ্যের ৭টি জেলা আর্সেনিক অন্তর্ভুক্ত। সেক্ষেত্রে সেখানে আর্সেনিক ছাড়া জলে সেচের প্রয়োজন কারণ,আর্সেনিক যুক্ত জলে যদি কৃষিকাজ করা হয় তাহলে কৃষিতে উৎপন্ন ফল, আনাজপাতি আর্সেনিক যুক্ত হবে তাতে মানুষের রোগ বাড়বে তাই সেক্ষেত্রে সেদিকেও নজর রাখছে তার দফতর। কৃষিকাজে রাজ্য এগিয়ে চলেছে এবং তাতে কৃষিতে ব্যবসা বাড়ছে।

## স্মরণে বরণে শ্যামাপ্রসাদ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা :** সম্প্রতি বেহালাস্থিত ড. শ্যামাপ্রসাদ স্মৃতিরক্ষা কমিটির উদ্যোগে 'ভারত কেশরী'র ১১৭তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বেহালার শরৎসদন প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী, চন্দ্রকুমার বোস, অসীম ঘোষ সহ আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

## রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষা পিছিয়ে পড়ছে

**ড. কেশব চন্দ্র মণ্ডল**

সম্প্রতি সরকার বাহাদুর এ রাজ্যের বহু সরকার পোষিত ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় বন্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এর পেছনে যথেষ্ট যুক্তি সংগত কারণও আছে বই কি। কোনও বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত ছাত্র নেই তো আবার কোনও বিদ্যালয়ে যথেষ্ট শিক্ষক–শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীর অভাব। তবে বর্তমানে ছাত্র অপ্রতুল তাই বিদ্যালয় বন্ধের অন্যতম কারণ হিসাবে দেখা দিয়েছে। এই ধরনের সমস্যাসংকুল বিদ্যালয়গুলিকে চালু রাখতে গিয়ে সরকারকে বহু অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে, অথচ সৃষ্টি হচ্ছে না মানবসম্পদ। ছাত্রহীন বিদ্যালয়ে আসি যাই মাইনে পাই করে আনন্দে কিছু শিক্ষক শিক্ষিকার দিন কাটলেও, অনেক শিক্ষক–শিক্ষিকা মানসিকভাবে যন্ত্রণায়ও ভুগছেন। তবে সরকারি বিদ্যালয়গুলির এমন বেহাল দশা হল কিভাবে একটুখানি খতিয়ে দেখা যাক।

ভারতবর্ষে প্রায় একদশক যাবৎ বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়েছে; সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে মধ্যাহ্নকালীন রন্ধনকৃত পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা হচ্ছে; পোশাক–পরিচ্ছদ, জুতো, স্কুলব্যাগ, বই–খাতা ইত্যাদি সবই ছাত্র–ছাত্রীদের বিনামূল্যে কেবলমাত্র বিদ্যালয়ে নাম নথিভুক্ত করালেই সাইকেল প্রদান করা হয়; কন্যাশ্রী বাবদ দরিদ্র পরিবারের ১৩–১৮ বছর বয়সী সকল ছাত্রীকে বাৎসরিক ৭৫০ টাকা অনুদান দেওয়া শুরু হয়েছে; কন্যাশ্রী বালিকাদের হাতের বালা দেওয়া হচ্ছে, শিক্ষাশ্রী প্রকল্পে তথা শিল্পী জাতিভুক্ত ছাত্র–ছাত্রীদের পঞ্চম থেকে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত ৭৫০ টাকা ও অষ্টম শ্রেণির ক্ষেত্রে বছরে ৮০০ টাকা করে অনুদান দেওয়া হচ্ছে। শুধু তাই নয়, নবম–দশম শ্রেণির ছাত্র ছাত্রীদের বিশেষ বিশেষ বিষয়ে অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। সাথে আত্মরক্ষার জন্য বালিকাদের জুডো ক্যারাটে শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে।

এছাড়া রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি বছর বিদ্যালয়ে নতুন শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন করার জন্য আর্থিক অনুদান দেয়; এবছর থেকে প্রতিটি বিদ্যালয়কে নীল–সাদা রঙে রাঙানোর জন্য রাজ্য তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে। এর সাথে খেলাধুলা ও শিক্ষাদানের জন্য সহায়ক সামগ্রী ক্রয় করতে প্রতিবছর আর্থিক অনুদান প্রদান করে বিদ্যালয়গুলিকে পুষ্ট করার আপ্রাণ চেষ্টা চালানো হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হল সরকারের এতো সৎ প্রচেষ্টা, উৎসাহ ও সহযোগিতা থাকা সত্ত্বেও কেন আশানুরূপ সুফল পাওয়া গেল না বা যাচ্ছে না? কেন আমাদের রাজ্যের বাংলা মাধ্যমের অসংখ্য বিদ্যালয় আজ সমস্যা জর্জরিত? একটু অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা যাক সমস্যার মূল কোথায়।

বর্তমানে নগরায়ন ও বিশ্বায়নের প্রবল ঢেউ সুদূর ইউরোপ ও আমেরিকার উপকূল ছাপিয়ে ভারতবর্ষের মত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে আছড়ে পড়েছে। বিশ্বায়নের সুফলে উন্নয়ন সামান্য ত্বরান্বিত হলেও কুফলের প্রভাবে আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশগুলি জেরবার হয়ে পড়েছে। যার ফলে শিক্ষা এখন বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক হলেও রাজ্যের বহু ফাঁদ। আজ ট্রেনে–বাসে রাস্তায় বা শপিং মলে এমন কি স্টাফ রুমে বা ক্লাস রুমেও শিক্ষক–শিক্ষিকাদের একটা অংশের হাত ও মন থাকে মোবাইলের স্ক্রিন–এ। সেখানে পাঠ্য পুস্তক বা আনুসঙ্গিক পুস্তক পাঠ ক্রমশ গৌণ থেকে একেবারে গৌণ অভ্যাস ও কর্তব্যে পরিণত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় সরকারের 'মহান শিক্ষানীতি' যেখানে ঘোষণা করা হয়েছে 'নো ডিটেনশন পলিসি' ও 'দৈহিক ও মানসিক শাস্তিদান নিষিদ্ধকরণ'। ফলত যা হওয়ার তাই হয়েছে। যদি না পড়ে পাশ করা যায়; তবে পড়ার দরকার কোথায়? পৃথিবীতে কোথাও এমন উন্নত মস্তিষ্কের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণকারীর দল আছে কিনা (কখনও) সন্দেহ জাগে লেখকের মনে। যাইহোক আমাদের রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার যেমন প্রাথমিক স্তরে ইংরাজি তুলে দিয়ে রাজ্যের একটা বড় অংশের ছেলেমেয়েদের ইংরাজি প্রতিবন্ধী করে দিয়েছিল, কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র দেশের ছাত্র সমাজের বড় অংশকে মানসিকভাবে পঙ্গু করে দিয়েছে। রাজনৈতিক খেলোয়াররা ভাবছেন জনতাকে বোকা বানিয়ে রেখে যেমন খুশি চালিয়ে দিতে পারব। কিন্তু এ ভাবনা মুর্খের স্বর্গে বাস করার সমান। রাজ্যের বহু দফতরে উচ্চপদাধিকারীদের এক অংশ সঠিক ইংরাজি বলতে পারেন না বা লিখতেও পারছেন না। আর শিক্ষা না পেয়ে ছাত্রকূলের এক বড় অংশ আজ উচ্ছৃঙ্খল, অমনোযোগী, কর্মবিমুখ, অলস ও দিশেহারা। মনে রাখা প্রয়োজন উচ্ছৃঙ্খল ও অলস ছাত্র সমাজ কখনোই সুশৃঙ্খল দেশ ও সমাজ গঠন করতে পারবে না। এর ফল ভোগ করতে হবে অপামর জনসাধারণকে। এর থেকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে বাদ দেওয়া যাবে না।

তৃতীয়ত, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী এক শ্রেণির রাজনৈতিক নেতা ও আমলাদের হাত করে শিক্ষা নামক মহান আদর্শ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রত্নটিকে নিয়ে রমরমাভাবে বাণিজ্য চালিয়ে এক শ্রেণির খিচুরি সংস্কৃতির শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্ম নিচ্ছে। যারা না শিখছে পশ্চিমী দেশের সম্পূর্ণ আদব–কায়দা, ভদ্রতা, শিষ্টাচার ও কঠোর পরিশ্রম করার মানসিকতা ও বিজ্ঞানসূচি প্রবণতা; আবার না শিখছে শাশ্বত ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি যেমন গুরুজনদের প্রতি ভক্তি–শ্রদ্ধা, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা ও সকলে সূর্য ওঠার আগে শয্যা ত্যাগ করে 'আপন পাঠে মনোনিবেশ ও রাত্রে পাঠাভ্যাস করে সুনিদ্রা গ্রহণ।

চতুর্থত, অনেকটা কমে গেছে। ছাত্র বাৎসল্য, আধুনিক ও নব প্রজন্মের শিক্ষক–শিক্ষিকারা যখনই বিশ্বায়নের কু প্রভাবে পড়লেন, তখনই ঘটতে থাকল শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন। একদা মেধাশক্তি সম্পন্ন শিক্ষককূলের একাংশের বই না পড়তে পড়তে, অমনোযোগী হয়ে ক্লাসে যেতে যেতে; রাম–শ্যাম–যদু বা রেখা–রাইমা– মিস খান্নার সাতে বন্ধুত্বের খাতিরে বাবা–মা স্বামী সন্তানকে ভুলে প্রায় মাতালের মতো এক অদ্ভুত জগতে ডুবে যাচ্ছেন। এই অবস্থায় যেখানে নিজের সন্তান বা ভাইবোনকে তারা ভুলে যাচ্ছেন। সেখানে বিদ্যালয়ের ছাত্র–ছাত্রী তো কোথাকার কোন ছার। ক্রমশ কৃত্রিম জগতের বাসিন্দা হয়ে, কৃত্রিম সমস্যায় জর্জরিত হয়ে নিজের জীবন, সামাজিক সম্পর্ক ও ছাত্র–শিক্ষকের মধুর সম্পর্কে ছেদ ঘটাচ্ছেন।

তবে অদ্ভুত এক মধুর সম্পর্ক হয়ে ওঠে এই ধরনের শিক্ষক শিক্ষিকাদের অনেকের সাথে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের একাংশের। একদল ফাঁকিবাজ; অন্যদল ছেলেধরা, রাজনৈতিক নেতাদের প্রয়োজনে একদল চাটুকের সমর্থকদের; আর না পড়াতে পড়াতে শিক্ষিকরা হয়ে ওঠে শিক্ষক–শিক্ষিকাদের এমনকি এক শ্রেণির শিক্ষাকর্মীদেরও প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াচ্ছে নিরাপদ রাজনৈতিক ছত্রছায়া। অশুভ সম্পর্কের বিস্তার ঘটে শিক্ষা দফতর ও শিক্ষক সংগঠনের এক শ্রেণির নেতৃবৃন্দের ও আমলাদের মধ্যে। এই অদ্ভুত আঁতাতই আসলে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দেওয়ার পিছনে অনুঘটকের কাজ করছে। আর সবশেষে কুঠারাঘাত করছে পরিচালন সমিতি নামক সিদ্ধান্তগ্রহণকারী সংস্থাটি। উদ্দেশ্য মহান হলেও, সরকারের মহান উদ্দেশ্য পালনে বহুক্ষেত্রে ব্যর্থ হচ্ছে পরিচালন সমিতির সভাপতিদের একাংশ। বিদ্যালয়ের প্রধানগণ যেখানে দায়িত্বযুক্ত বাধ্য পালন করেন। সেখানে সভাপতি মহাশয় দায়িত্বহীন কর্তব্য পালন করেন মাত্র। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিদ্যালয়ের স্বার্থ অর্থাৎ বৃহত্তর সরকারের স্বার্থের চেয়ে আঞ্চলিক বা স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের স্বার্থ মুখ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কত বেশি অনৈতিক কার্য ও ক্ষুদ্র স্বার্থের বশে সরকার মনোনীত সদস্যগণ কাজ করবেন; তত বেশি জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়ে সরকারের পতন ত্বরান্বিত করবে।

অতএব সুষ্ঠু উন্নয়নের স্বার্থে প্রয়োজন স্থায়ী বলিষ্ঠ, উন্নতমনা ও দক্ষ পরিচালন সমিতির সভাপতি ও অন্যান্য সরকার মনোনীত সদস্যবৃন্দ। আর প্রয়োজন উন্নত শিক্ষানীতি ও মোবাইল ফোন মুক্ত বিদ্যালয়। পাঠদান ও পাঠগ্রহণ–নিয়মিত এই প্রক্রিয়ার চলমানতা বিদ্যালয় শিক্ষার মান উন্নত করবে। অযথা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ হওয়া দরকার। পাশ–ফেল প্রথা চালু করে পুনরায় নিরবচ্ছিন্নভাবে পাঠদান করে পরীক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন। ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আরও যত্নবান ও সহানুভূতি সম্পন্ন হলে ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্ক মজবুত হবে। রুগ্ন বিদ্যালয়গুলিকে ছাত্র–ছাত্রী ও শিক্ষক–শিক্ষিকা দিয়ে পুষ্ট করার দায়িত্ব পরিচালন সমিতি, এলাকার জন প্রতিনিধি ও সরকারি অধিকারিকদের। শিক্ষক–শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদেরও শিক্ষার স্বার্থে বেশি যত্নবান ও উৎসাহী হয়ে নিজ নিজ কর্তব্য পালনের মধ্যে দিয়ে দেশ গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করা আবশ্যক। ব্যক্তিস্বার্থের উর্দ্ধে উঠে ছাত্র–স্বার্থের জন্য নিরন্ত কাজ করলে রাজ্যের সার্বিক শিক্ষার মান উন্নত হবে– আশা করা যায়।

## শ্রেণি বিভক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা

**শক্তি ধর :** শিক্ষা মানুষের অধিকার। শিক্ষা ভালো মন্দ চিনতে শেখায়। কিন্তু এই ভালো এবং মন্দ বড় বালাই। সমান্তরালভাবে চলতে থাকে। এ নিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের এক্সপেরিমেন্টের শেষ নেই। কখনও পাশ–ফেল তুলে কখনও

কারণ সমাজে শ্রেণি অনুযায়ী ভালো–মন্দের তারতম্য ঘটে। আর এই বিভেদকে কেন্দ্র করেই সমাজসেবী ও রাজনৈতিক নেতাদের আবির্ভাব। কেমিস্ট্রিটা খুব সোজা। এরা সমাজকে শ্রেণিমুক্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন, কিন্তু সমাজে শ্রেণি বিভেদ থেকেই যায়। তাই তো সমাজসেবী ও রাজনৈতিক নেতাদের অস্তিত্ব কখনও বিলুপ্ত হয় না।

ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থা এই কেমিস্ট্রিরই অঙ্গ। এখানে শিক্ষাই শ্রেণি তৈরি করে। বেসরকারি বহুমূল্যের ঝাঁ চকচকে ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা তৈরি করে শাসক। আর রঙচটা নুয়ে পড়া স্থানীয় ভাষার সরকারি শিক্ষা উৎপাদন করে ছাপ মারা শিক্ষিত শোষক। মেগা সিটি থেকে শহরতলির ছোট খাটো সদর শহরে এই শিক্ষা ব্যবস্থাই দস্তর। দুই ধরনের বিদ্যালয় এখানে ইংরাজি ভাষা অবলুপ্ত করে শিশুকে সার্বজনীন করার চেষ্টা হয়। আসলে কিন্তু সবার অলক্ষ্যে বেড়ে যায় শ্রেণি দূরত্ব। বাড়ে পাওয়া আর না পাওয়ার দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব থাকলে তবেই না রাজনীতির কৌলিন্য বাড়ে।

মূল কথাটা হল রাজনৈতিক নেতারা সমাজে কার সমর্থক। শাসক না শোষকের। বুঝতে হলে তাকিয়ে দেখতে হবে তাদের পরিবারের দিকে। তারা নিজেদের সন্তানকে শাসকের শিক্ষা দিয়ে হাঁটেন শোষকের মিছিলে। তারা জানেন আমলা চাইলে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যেতে হবে। সাধারণ কর্মী পাওয়া যাবে সরকারি শিক্ষাঙ্গণে। এর বাইরেও আলো আছে। গ্রামে। যেখানে সমান্তরাল শিক্ষার জন্ম হয়নি এখনও। এখনও সেখানে সরকারি গ্রামের বিদ্যালয়ে মেধাবীর উন্মেষ হয়। ব্যঙ্গ করে আধুনিক শ্রেণি বিভক্ত শিক্ষাকে।

# মাঙ্গলিকী

# পেরিয়ে এলেম যেন' ত্রিসপ্তক সহযোদ্ধা মঞ্চ ৫০ বছরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলা ভাষা রক্ষা ও চর্চার জন্য গঠিত এক সংগঠন। ১৯৬৮তে স্থাপিত হয়ে ৫০ বছরে পদার্পণ করল সংগঠন। সশ্রদ্ধ অভিবাদন সংগঠক শ্রদ্ধেয় ঋষিণ মিত্র মহাশয়কে (বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি জগতে উজ্জ্বল 'এক নাম')। অভিবাদন তাঁর বহুদিনের সহযোদ্ধা ৮৭ বছরে পা দেওয়া কবি নিত্যানন্দ দাস মহাশয়কে (ঋষিণ মিত্র আজ ৮৫তেও 'তরুণ তুর্কী' সম উজ্জ্বল!)। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি অন্যান্য প্রয়াত সহযোদ্ধাদের। এই সাথে তরুণতর (অবশ্যই এঁরা অধিকাংশ জনই বয়সে প্রবীণ, কিছু যুবা সহযোদ্ধারাও আছেন) সহযোদ্ধাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

১৯৬১-র ১৯শে মে অসমের শিলচরে যে সব বাঙালি বাংলা ভাষার প্রাধান্য বজায় রাখবার জন্যে আন্দোলনে অসম সরকারের পুলিশের গুলিতে শহিদ হয়েছিলেন, তাঁদের আন্দোলনকেই মাথায় রেখে কলকাতায় ১৯৬৮তে ত্রিসপ্তক সহযোদ্ধা মঞ্চ গঠন করেন তখন প্রকৃতই তরুণ আজকের শ্রদ্ধেয় ঋষিণ মিত্র অন্যান্য বাংলা ভাষার জন্য নিবেদিত প্রাণ সহযোদ্ধাদের সাথে নিয়ে। তবে 'সলতে পাকানোর' কাজ শুরু হয় ১৯৬১তেই কলকাতায়- তাঁরা আন্দোলন করেন, তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুলিশ বাহিনী তাঁদেরকে জেলে পোরেন, পরে মুক্তি দিতেও বাধ্য হয়। ফলে বাংলা ভাষার অবমাননার বিরুদ্ধে সারা ভারত জুড়ে বাংলা ভাষা চর্চার কাজ আরও জোরদার হল ত্রিসপ্তক সহযোদ্ধা মঞ্চের নিয়ত বাংলা ভাষা চর্চা নিয়ে সাহিত্য সংস্কৃতির মাসিক সভা করার মাধ্যমে। গত ৮ জুন ত্রিসপ্তক সহযোদ্ধা মঞ্চের মাসিক সাহিত্য সভায় (৫০ বছর পূর্তির সভা) উপরোক্ত প্রবাহমান 'বাংলা ভাষা' আন্দোলনের কথাই উঠে এলো বিভিন্ন বক্তার ভাষণে। এছাড়া বাংলা গান ও বাংলা কবিতা, বাংলা গল্প পাঠের মাধ্যমে আসর উজ্জ্বল করলেন বহু সঙ্গীত শিল্পী, কবি, লেখকবৃন্দ। এঁদের মধ্যে ছিলেন মন্টু উপাধ্যায় (কবিতা)। ডাঃ লহরী বড়াল চক্রবর্তী (সঙ্গীত, বাংলা ও হিন্দি ভাষার রচিত কবিতা), চিন্ময়ী বিশ্বাস (সঙ্গীত ও কবিতা), শৈলেন দাশ (অসাধারণ কবিতা, 'এটা আমার বাংলাদেশ), নিত্যানন্দ দাস (মর্মস্পর্শী কবিতা 'একাকীত্ব') সুজিত দাস (দুর্দান্ত কৌতুকময় সাসপেন্সধর্মী অনু গল্প 'অ্যালার্জি'), সুশান্ত কুমার দে (পিন্টু ভট্টাচার্যের জন্মদিন উপলক্ষে গাইলেন তাঁর দুটি গান— অনবদ্য পরিবেশন), দিব্যেন্দু দুবে ('বীজ' ও 'আকাশ ছোঁয়ার চেষ্টাতে'- দুটি হৃদয়স্পর্শী অনুকবিতা), শ্রীময়ী চক্রবর্তী (কবিতা ছাড়াও শোনালেন গান 'আমার সারাটাদিন' অনবদ্য পরিবেশন), পৃথা শেঠ ('হে চির নূতন'— উজ্জ্বল করলেন আসর), স্বপন দত্ত (কবিতা 'কুরুক্ষেত্র'— দুটো কবিতা যা মনে হল একটি 'ক্যাপসুল' অনেক ভাবনা ধরা আছে কবিতার 'ক্যাপসুল')। ভক্তি মিত্র ('কতবার ভেবেছি'- গানটি পরিবেশনের গুণে নতুন করে সকলের প্রাণে বেজে উঠলো), কৃষ্ণ পাল ('মনের ক্ষমতার কথা অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করলেন তাঁর ভাষণে), প্রশান্ত দাস (বাউল-কবি গীতিকার একতারায় সুর তুলে লোকগীতি শুনিয়ে আসরকে অন্য রসে সংপৃক্ত করলেন)। প্রিয়জিত ভৌমিক (কবিতা 'অন্তরালে'- অনবদ্য রচনা), প্রদীপ গঙ্গোপাধ্যায় ('সূর্যের মুখোমুখি'- হৃদয়স্পর্শী কবিতা), আরাধনা পাল ('অদ্ভুত কথা শোনা'- ব্যতিক্রমী কবিতা। আরাধনা দেবী আপনি নিয়মিত আসরে আসেন না কেন?), চন্দ্রাণী কর্মকার ('নিশিদিন ভরসা রেখো' সঙ্গীত— নতুন করে ভালো লাগার মতন পরিবেশন), দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় (আসরে প্রথম এলেন, জমিয়ে দিলেন আসর তাঁর কৌতুকময় ব্যাঙ্গাত্মক 'ভগবানের ভুল' কবিতা শুনিয়ে- দেবাশিস বাবু আপনি আসরে নিয়মিত আসুন!) প্রমুখ। নিত্যানন্দ দাস ক্ষোভ প্রকাশ করলেন ত্রিসপ্তক সহযোদ্ধা মঞ্চের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে যে পত্রিকা আজ আসরে প্রকাশ করা গেল না অনেক কবি, লেখকের গা ছাড়া ভাবের জন্যে (খুবই বেদনাদায়ক বিষয়)। ঋষিণ মিত্র ত্রিসপ্তকের লাগাতার বাংলা ভাষা নিয়ে আন্দোলনের কথা বললেন। আধুনিক কবিতার প্রথম গীতিকার ঋষিণ মিত্র গানও শোনালেন। আরও অনেকেই কবিতা ও গান শুনিয়েছেন। ছিল চা-বিস্কুটের ব্যবস্থা ('পান' ও কামড়ানোর ব্যবস্থা!), ছিলো নিজেদের মধ্যে কৌতুক কথা বিনিময়- আসর হল উজ্জ্বল আর কি চাই?

ত্রিসপ্তক সহযোদ্ধা মঞ্চ— আপনাদের নিয়মিত মিডিয়া পার্টনার রইলো ৫৩ বছর পা দেওয়া সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র 'আলিপুর বার্তা'— এখন আমরা ঢাকা সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে পৌঁছে যাচ্ছি— বাংলা ভাষা চর্চায় নিবেদিত প্রাণ ত্রিসপ্তক সহযোদ্ধা মঞ্চ, 'কদম কদম বাড়ায়ে যা'...

রাজনীতির ময়দানে বর্ষীয়ান মুখ শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। ভবানীপুরে চট্টোপাধ্যায় পরিবারে সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়েই বড় হয়েছেন শোভনদেব। তাঁর বাবা স্বর্গীয় কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। কাকা জয়দেব চট্টোপাধ্যায় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নৃত্যশিল্পী। অন্যান্য কাকারাও সঙ্গীত জগতের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর বড়দা তপনদেব চট্টোপাধ্যায়ও অসাধারণ কবিতা লেখেন। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন উপন্যাস এবং দুটি কবিতার বই প্রকাশের পর তৃতীয় কবিতার বই অনুভবে শুভ উন্মোচন হল ১১ জুলাই প্রেস ক্লাবে। উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তাঁর দাদা তপনদেব চট্টোপাধ্যায়, কবি জয় গোস্বামী, রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী ব্রাত্য বসু এবং রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী ও অনুভবের লেখক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

## সঙ্গীতানুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৮ জুলাই সন্ধ্যায় নাগের বাজারের অজিতেশ মঞ্চে 'দমদম সমকালীন সাংস্কৃতিক মঞ্চের' উদ্যোগে বিশিষ্ট শিক্ষক রামমোহন ভট্টাচার্যের পৌরোহিত্যে রবীন্দ্র নজরুল-সুকান্ত-অতুল প্রসাদ-রজনীকান্ত ও দ্বিজেন্দ্রলালের স্মরণে এক মনোজ্ঞ সঙ্গীতানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে কিংবদন্তী রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী অধ্যাপিকা ড. চিত্রলেখা চৌধুরীকে বিভিন্ন উপহার দিয়ে 'গুণীজন সংবর্ধনা' জ্ঞাপন করা হয়। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফাল্গুনী ভট্টাচার্য (বাচিক ও নাট্য শিল্পী) তাইবুর রহমান প্রমুখ। সেতার বাজিয়ে শ্রোতাদের আপ্লুত করেন রামমোহন ভট্টাচার্য। তবলা বাজান মলয় ঘটন। গিটার ও বেহালা বাজান সমর ও সুভাষ। কবিতা পাঠে ক্যামেলিয়া, অত্রি ও প্রদীপ। নৃত্যে অঙ্কিতা, কেতকী ও বৈশাখী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন ড. চিত্রলেখা চৌধুরী, মঞ্জুশ্রী, অভিক, সুফিকা, কেয়া, ঋতম, মধুমিতা, স্বপ্না, জয়শ্রী, শিক্ষা, শর্বরী, সুমিতা, কল্যাণী, মনীষা, সোমা (১), সোমা (২), সবিতা, সুস্মিতা, মল্লিকা, লক্ষ্মী, চন্দনা, পিঙ্কি, বন্দনা, নবনীতা, সৌগত, সওগত, শর্মিষ্ঠা, দেবব্রত প্রমুখ। পার্কাসন, তবলা, অরগ্যান ও গিটার বাজান অরিজিৎ ব্যানার্জী, শ্যামল, সুবীর ও প্রদীপ। পরিচালনা ও সঞ্চালনায় সম্পাদক সুজন সেন রায় এবং বিশ্বজিৎ।

# চেতলায় সঙ্গীত সম্মেলন

হীরালাল চন্দ্র : গত ৭ জুলাই সন্ধ্যায় চেতলার ৩২, প্যারী মোহন রায় রোডে 'গানের আসরের' উদ্যোগে বেতার ও দূরদর্শন শিল্পী অনুরাধা ধর চক্রবর্তীর সুষ্ঠ পরিচালনায়, দীপান্বিতা রায়ের সুন্দর সঞ্চালনায় ও শম্পা মুখার্জীর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে শুচিস্নিগ্ধ পবিত্র এক ঘরোয়া সঙ্গীত সম্মেলন মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল। সংস্থার পক্ষ থেকে শিল্পীদের পুষ্প স্তবক প্রদান করে সম্মান জানানো হয়। সঙ্গীত পরিবেশন করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন অনুরাধা ধর চক্রবর্তী, সায়নী মুখার্জী, স্বপন চ্যাটার্জী, শম্পা মুখার্জী, দীপান্বিতা রায়, নমিতা ঘোষ, দেবমাল্য ঘোষ, দীপস্মিতা নন্দী, অসীম ব্যানার্জী প্রমুখ। সঙ্গে তবলা, বাঁশী ও গিটার বাজিয়ে আপ্লুত করে দেন যথাক্রমে অর্পিতা নন্দী, সুব্রত বসু, প্রভাত পাইন ও পঞ্চানন দালাল। গিটার বাজিয়ে খুশি করে শিশু শিল্পী রায়ান মিত্র। উৎসবে অসংখ্য শ্রোতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

# বাংলার রাইটার্স ফোরামের কবি সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'বাংলার রাইটার্স ফোরাম' আয়োজিত সারা বাংলা কবি সম্মেলন ৩০ জুন অনুষ্ঠিত হলো মায়াপুর ইসকনে অডিটোরিয়াম হলে। বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা। দুশতাধিক কবি উপস্থিত ছিলেন। সভানেত্রী ছিলেন কবি কৃষ্ণা বসু। সম্পাদক শ্যামল রায় স্বাগত ভাষণ দেন। মঞ্চে অতিথিবৃন্দ ছিলেন অর্ঘ্য রায়, আশিস গিরি, ঋজুরেখ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হল কৃষ্ণা বসু, অর্ঘ্য রায় (সম্পাদক/সময়ের শব্দ), সুনীল মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক/শব্দের ঝংকার), শিবশংকর বক্সী, কাকলি গুহ রক্ষিত প্রমুখ গুণিজনদের। প্রতিটি অনুষ্ঠানের মতো এখানেও 'শব্দের ঝংকার' পত্রিকার কবি বন্ধুদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যণীয়। অংশ নেন ৩০ জন কবি। উল্লেখ্য সুশর্মা মণ্ডল সরকার, সাগ্নিক মণ্ডল, সুদাম কৃষ্ণ মণ্ডল, সুদীপা সাহা, শিপ্রা বিশ্বাস, দীপংকর আদক, ঝুনু ভৌমিক, লক্ষ্য মুখার্জী, অদিতি ব্যানার্জী, মায়া সাহা, ছবি গিরি, অঞ্জনা দাস, সর্বানী দাস, মুরলী চৌধুরী, শুভ কর রায় প্রমুখ। সঞ্চালনায় ছিলেন বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী কবি শান্তা কর রায়। প্রাতঃরাশ, মধ্যাহ্ন আহারের ব্যবস্থা ছিল।

সংযোজন : দেখা যাচ্ছে ইদানীং বিভিন্ন সাহিত্য সংস্কৃতির অনুষ্ঠানে 'শব্দের ঝংকার পত্রিকা গোষ্ঠী' নিয়মিতভাবে উপস্থিত হচ্ছেন। অনুষ্ঠানকে উজ্জ্বল করছেন। এই ভাবেই তাঁরা লিটল ম্যাগাজিন জগতে বহু ভুল বোঝাবুঝি দূর করছেন। সকলকে এক মধুর সম্পর্কে বাঁধার চেষ্টা করছেন। এই 'চেষ্টা' আরও জোরদার হোক।

প্রবাদপ্রতিম সুরকার আর ডি বর্মনের জন্মদিন উপলক্ষ্যে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে 'ফিরে এসো অনুরাধা' শীর্ষক এক সঙ্গীত সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছিল ৯ জুলাই ২০১৮ সুজাতা সদনে। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভের পর বিশিষ্ঠ অতিথিদের ভাষণে ছিল আর ডি বর্মনের স্মৃতিচারণ। এরপর সঙ্গীত সন্ধ্যায় মাতিয়ে তোলেন বিভিন্ন নবীন সঙ্গীত শিল্পীরা। এই মঞ্চেই তাদের প্রতিভা ফুটিয়ে তোলার এবং আর ডি বর্মনকে শ্রদ্ধা জানানোর সঠিক মঞ্চ। বিভিন্ন রিয়ালিটি শোয়ে অংশগ্রহণকারী এবং নবীন প্লেব্যাক গায়কদের মধ্যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দীনেশ, রত্নেন্দ্র, শুভলক্ষ্মী। এঁরা কলকাতার অন্যান্য নবীন প্রতিভাকে তুলে ধরার জন্য এই অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিল বলে জানান। এদের সঙ্গে কণ্ঠমেলাতে উপস্থিত ছিলেন কলকাতার উঠতি গায়ক সৈকত, পায়েল, অভিজিৎ, দেবজিতরা।

### দ্বিতীয় সূর্য
**সন্ধ্যা ধাড়া**

জলের আর এক নাম জীবন
জীবনের আর এক নাম ভালবাসা
ভালবাসা জীবনের অক্সিজেন।
বাতাস ছাড়া নামুষ বাঁচে না
ভালবাসা ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না।
ভালবাসা ছাড়া জীবন পচা মৃতদেহের মত
গলিত দুর্গন্ধে পরিবেশ পুতিময় হয়।
ভালবাসা ছাড়া অস্তিত্ব বাঁচেনা, সভ্যতা বাঁচে না
ভালবাসা মানুষের দ্বিতীয় সূর্য।
(ইছাপুর, উঃ ২৪ পরগনা )

### জলছবি
**স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায় পূততুণ্ড**

ঘন অন্ধকার মেঘে ছেয়ে আছে আকাশ
ইতি-উতি উঁকি দিচ্ছে আলোর বিচ্ছুরণ।
শুধুই কুয়াশার মায়াজাল সামনে –
যা ভেদ করে কখনই কর্ণকূহরে
প্রবেশ করে না –

কান্না-অসহায় চিৎকার।
মাটিতে পড়ার আগেই নাকি
বৃষ্টি শুকিয়ে যায় – রাজস্থানে।
যন্ত্রণায় গুটিয়ে যাওয়া,
জননীর চোখের জলের মত।
আকাশের গায়ে ওই দূরে
যে জলছবি ফুটে উঠে,
সেকি পাণ্ডবের ত্রিপুট?
না
নখে শান দেওয়া সমাজের হাত
(কলকাতা)

### বর্ষাকাল
**বিক্রমজিত ঘোষ**

এখনও বৃষ্টি পড়ছে .....
সকালের মুষলধারের বৃষ্টি
এখন থেমে গেলেও –
আকাশ এখনো কালো মেঘে ঢাকা
আর থমথমে ---
শ্রাবণের বৃষ্টি,
কাল রাতের অঝোরে পড়া বৃষ্টি
আর আজকের অতিবৃষ্টিকে
থামিয়ে দুপুরের ঝিরঝিরে
বর্ষা মনে করিয়ে দেয়
দুপুরের খিচুড়ির সঙ্গে পাঁপড়

আর ডিমভাজার কথা।
সঙ্গে যদি থাকে একটু চাটনি
কি মন মাতানো হয় তাই না?
(রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া-৭১১ ১০১ )

### নেই তার কোন দাম
**সনত্ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**

যে জীবন নীরবে কঠিন পাথারে
মাথা ঠুকে মরে দুঃসহ ভারে,
যে ফুল মুকুলেই দেবতার শাপে

ধরার সাথে মিলায় নাম,
নেই তার কোন দাম।
যে বায়ু গুহার রুদ্ধ ফাঁদে
মুক্তির লাগি শুধুই কাঁদে,
যে জন হেলায় সেজেছে ভিখারী
না পেয়ে কোথাও স্থান,
নেই তার কোন দাম।
যে হাসি ব্যাথার কশাঘাত হতে
বাঁচাতে পারে না মান,
যে সুখ দুঃখের কবলে পড়ে
সহে কত অপমান,
নেই তার কোন দাম
অত্যাচারের বিচারে যারা
সমাজের বুকে রচিয়াছে কারা
সেই কারা-মাঝে মরিছে যাহারা
সভায় না পেয়ে স্থান,
নেই তার কোন দাম।
(চণ্ডীপুর, হরিপাল, হুগলী)

### মুখোমুখি
**ভীম ঘোষ**

কী অপরূপ আমাদের দুটি ছবি,
হাতের ভাষা বোঝে,
মনের ভাষাও তাই
অনুভূতি তেমনি উষ্ণতায়।
ঋতুতে ঋতুতে প্রবাল স্রোত
পাশাপাশি বসে, তবুও পারি না ছুঁতে
কষ্ট হয় মাথায়, রক্তের চাপ বাড়ে।
(শতল, কলসা, দঃ২৪ পরগনা)

### গ্রাম : পায়রাচালি
**অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়**

বোরো ধান হয়েছে ভালো,

আমের মুকুল ধরেছে,
কেউটে সাপ বাপনসোনার
চোখে সেদিন পড়েছে
কড়াইশুটি শুয়েছে মাঠে
রোদ হয়েছে কড়া
মোবাইলে প্রাণ ঢেলেছে
উধাও রবির পড়া
ঘুগনী-লুচি খাচ্ছে জামাই
দেখি পাশের বাড়ি,
হু হু হু হু উড়ছে ধুলো
ছুটছে যখন গাড়ি
সারি সারি বস্তা ধানের
গোটা দশেক গরু,
পুকুরে মাছ ভাসছে দেখি
চলার রাস্তা সরু
মুরগী ছাগল পোষা রয়েছে
তবু অভাবের কথা
দুপুরবেলায় লোক চলে না
শুধুই নীরবতা।
(পার্ক স্ট্রিট, কোলকাতা - ১৬ )

### বিশ্বাসঘাতক
**বসন্ত পরামাণিক**

ভালোবাসার প্রতিদানে আঘাত।
উপকারের প্রতিদানে বিশ্বাসঘাতকতা।
সাধু ব্যবহারের আড়ালে
বিশ্বাসঘাতক – চরিত্রের অবস্থান
তাইতো একটু দুর্বলতার সুযোগে
তোমারই বন্ধু
ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমার উপর
ক্ষতির জন্য।
আসলে মীরজাফরের দিন
শেষ হয়ে যায় নি।
এই বিশাল বিশ্বজুড়ে রয়েছে
হাজার হাজার বিশ্বাসঘাতক।
একটি মীরজাফর সমাধিতে,
আর হাজার মীরজাফর পৃথিবীতে
যাদের মরণ নেই।
( বাওয়ালী, দঃ ২৪ পরগনা)

### পথ প্রদর্শক
**কামাক্ষ্যা রঞ্জন দাস**

স্বদেশে বিদেশে অনেক অনেক
খুঁজেছি তোমায় দেয়নি কেউ সাথ
আজই পেয়েছি হাতের কাছেই
তুমিই সর্বস্ব বিশ্বের বিশ্বনাথ
তোমা ব্যতীত আমি গতিহীন
আমাকে করো সেবার ত্রাতা
তুমিই আমার পথের পথিক
তুমিই আমার মুক্তি দাতা।
(বড়িশা, কলকাতা-৮)

### প্রেমে বিহ্বল
**দেবনাথ পোড়ে**

ফুলের পাপড়ি রবির কিরণ
দুটি মনের আকর্ষণ একটি কারণ

দুটি চিত্তের বন্ধন
প্রেমামৃত পেতে একত্রীকরণ।
প্রধান যখন কামিনী
বিরহ যাতনায় আসবে যামিনী।
সব ব্যাথা ভুলে নিশি ভোরে
ফুল ডোরে বাঁধবে নিজ করে
সকল অঙ্গ জুড়ায়ে বৃষ্টি
অভাবিত প্রেম অনেক সৃষ্টি
বৃষ্টির সৃষ্টি হয় বড় মধুর
আনন্দে সবাই তখন ভরপুর।
ফুলের সৃষ্টি যে বোঝে
পুষ্প বসুন্ধরায় নিত্যানন্দ শুধু খোঁজে।
(আমতলা আদর্শপল্লী, দঃ ২৪ পঃ)

### বাজার
**সুশান্ত সেন**

গরম গরম সর্ষেবাটা ভাপা ইলিশ ও গরম ভাত

এমনতর স্বপ্ন দেখা আর তারপর
বাজারের থলি নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে
পকেটের টাকা গুনতে গুনতে
বাজার
ধোঁয়ার গন্ধ, আস্তাকুঁড়, পিছলে যাওয়া জল ও কাদা

বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে
পকেটের টাকা গুনতে গুনতে
বাজার .... !
(কলকাতা-২০)

### বসন্ত রাজ
**রূপালী বিশ্বাস**

ওই ডাগর কচি কালো মেয়ে
লতর লতর গতর দুলায়
গাছের ডালে নওল পাতা
সাঁওতালি ওই কালো মেয়ে
রক্ত ঝরায় বসন্তরাজ
কালো কোকিল গাইছে বসে
বসন্তের ওই মৃদু বাতাস
ডাগর মেয়ে আকাশ দেখে
মহুয়া বনের মাতাল হাসি
চোখে মাখা খুশির ঝলক
চলছে কেমন দেখ!
গায়ে রূপার সাজ
এধার ওধার দোলে
চলে চমক তালে,
কৃষ্ণচূড়ার বনে
কুহুকুহু তানে
উতাল পাতাল প্রেমে,
আবির মাখা রঙে।
মনের মাঝে বাজায় বাঁশি
কলসীতে জল ছলাত্ ছল্
( মাখলা, উত্তর পাড়া, হুগলী )

### অণু গল্প
**স্বর্গ মর্তের যোগাযোগ**
**অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়**

পাড়ার মোড়ের মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে পায়ের চটি খুলে মন্দিরের দেওয়ালে মাথা ঠেকিয়ে, চোখ বুজে বিড়বিড় করে বললাম, জয় শ্রী ঠাকুর ..। আর তখনই কানে এল, কেউ বলছেন, জয় শ্রী লালা -। চোখ খুলে দেখি আমার বাঁ পাশে দাঁড়িয়ে এক বয়স্কা মহিলা, মন্দিরের দেওয়ালে মাথা ঠেকিয়ে চোখ বুজে ঠাকুর প্রণাম করছেন। তাঁর বাঁ হাতে ধরা একটা দামী ফোন। সেটি বাঁ কানে চেপে ধরে আরও অদ্ভুত মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন, জয় শ্রী লালা .. জয় শ্রী লালা ... হাঁ বোল্ ..খুব আচ্ছা বা ..হাম মন্দির পে ... জয় শ্রী লালা ..। আমি বিস্ময়ে পুলকিত হলাম এই বুঝে যে সত্যি সত্যিই এতদিনে একটা স্যাটেলাইট ফোন বাজারে এলো যার সাহায্যে স্বর্গের দেবতাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করা যায়! জয় জয় মোবাইলের জয়!
(ভবানীপুর, কলকাতা)

**পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা-৭০০ ০৪১**

# কমিউনিস্ট ভূমিতে ফরাসী বিপ্লব, এমবাপের মধ্যে পেলের ছায়া

**অরিঞ্জয় মিত্র**

১৯৯৮–এর পর ২০১৮। ২০ বছর পর ফের বিশ্বজয়ীর মুকুট মাথায় উঠল ফ্রান্সের। ২ বারের চ্যাম্পিয়ন গ্রুপে একইসঙ্গে আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ের সঙ্গে নিজেদের নাম খোদাই করে তুলল ফরাসীরা। বিশ্বের তৃতীয় কোচ হিসাবে দিদিয়ের দেঁশ ছুয়ে ফেললেন সেই ঐতিহাসিক রেকর্ড, প্লেয়ার–কোচ হিসেবে বিশ্বজয়ী হওয়ার। প্রসঙ্গত, ব্রাজিলকে ৩–০ গোলে হারিয়ে প্রথমবার নিজেদের দেশে ফ্রান্স যে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল তার অন্যতম সদস্য শুধু নয়, সেই দলের অধিনায়কও ছিলেন দেঁশ। এবার কোচ হিসেবে সেই বিরল মুহূর্ত স্পর্শ করলেন তিনি। ফাইনালে গ্রিজম্যান, পোগবা ও এমবাপের ত্রিফলায় ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল সবার হৃদয় জিতে নেওয়া ক্রোয়েশিয়া। মদ, সুগন্ধি ও প্রসাধন দ্রব্যের জন্য খ্যাত প্যারিস এখন ফুটবলে বুঁদ হয়ে উঠেছে। যে মৌতাত সহজে ভাঙার নয়। এমনিতে লাতিন আমেরিকান বৃত্তের বাইরে বাঙালি তথা বিশ্বের অধিকাংশ ফুটবল ভক্ত সমর্থন করে আসছে জার্মানি। যা চলছে যুগ যুগ ধরে। এবার হয়তো তাতে একটু একটু করে ভাগ বসাবে ফ্রান্স ও ক্রোয়েশিয়া। বস্তুত, চন্দননগরের বৃত্তের বাইরেও ফরাসীদের জন্য গলা ফাটানোর লোক আগামী বিশ্বকাপগুলিতে অনেক বেড়ে যাবে। তবে ক্রোটদের সমর্থকও যে ষোলোআনা তৈরি হয়ে গেল এ কথাও পাশাপাশি সত্যি। ৫০–৭০–এর দশক থেকে যে ব্রাজিল উন্মাদনা গড়ে উঠেছিল তার সঙ্গে সমান্তরাল একটি রেখা তৈরি হয় আশির দশকে মারাদোনার আবির্ভাবের পর। বস্তুত, এরপর থেকে আর্জেন্টিনার সমর্থক লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে। আর ক্রোয়েশিয়া যদি এই মান ধরে রাখতে পারে তবে আগামী বেশ কয়েকটি প্রজন্মের মধ্যে ক্রোয়েশিয়া সমর্থকের সংখ্যা ব্যাপক হারে বেড়ে যাবে। মদ্রিচ, শুভাসিচদের কথা বোধহয় ভুলতে পারবেন না কেউই। তবে এর মধ্যেও দ্বিতীয় পেলের ছায়া যে এমবাপের মধ্যে দেখা যাচ্ছে সে ব্যাপারে ফুটবল বোদ্ধারা একমত। যদি না ঘেঁটে যান তবে আগামীর মহাতারকা হয়ে উঠবেন এই ফরাসী কৃষ্ণকায় তরুণ।

রুশ বিপ্লব নয়, ফরাসী বিপ্লব ঘটে গেল লেনিন–স্তালিনের একদা কমিউনিস্ট ভূমিতে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ফাইনাল হলে দ্বিতীয় ওয়াটারলু হত বলে আখ্যা দিচ্ছিল ফুটবল দুনিয়া। ধুরন্ধর ইংরেজদের বিরুদ্ধে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট যা পারেন নি তা ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব ছিল দেঁশ–এর ওপর। যদি সেই অসম্ভবকে সম্ভব করতে হয় তবে হ্যারি–কেন–এর ঔজ্জ্বল্য সবার আগে নিভিয়ে দিতে হবে। এমন প্রেক্ষাপটের মধ্যে দেখা গেল ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ফাইনালে ফ্রান্সের মুখোমুখি হল ক্রোয়েশিয়া। সেখানেই একশো শতাংশ সফল হয়ে দিদিয়ের দেঁশ হয়ে উঠলেন মেগা কোচ।

উত্তেজনায় ভরপুর এই টুর্নামেন্টে ঘটে গিয়েছে একের পর অঘটন। যার ধাক্কায় গ্রপ লিগ থেকেই ছিটকে গিয়েছে ৪ বারের বিশ্বজয়ী জার্মানি। শেষ ষোলোয় হেরে বিদায় নিয়েছে বিশ্বের সেরা ফুটবলার মেসির নেতৃত্বাধীন ২ বারের বিশ্বকাপ জয়ী আর্জেন্টিনা। আর কোয়ার্টার ফাইনালে সবাইকে কাঁদিয়ে টা টা জানিয়েছে ৫ বারের বিশ্বজয়ী ব্রাজিল। এছাড়া আরও এক বিশ্বজয়ী দেশ স্পেনেরও পতন ঘটেছে প্রি–কোয়ার্টার ফাইনাল রাউন্ডে। বিশ্বের অন্যতম সেরা সুপারস্টার রোনাল্ডোর পর্তুগালের এবারেও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সৌভাগ্য হয় নি। ৫ বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের শেষ ৮ এ যাওয়াটাই নিঃসন্দেহে এই ভরা অঘটনের বাজারে খানিকটা স্বস্তি জুগিয়েছে দুনিয়া জুড়ে থাকা কোটি কোটি ভক্তদের। উদ্যোক্তা দেশ রাশিয়াও বহুদিন পর কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ে পৌঁছাতে পেরেছিল তাঁদের গোলকিপারের অনবদ্য দক্ষতার ওপর নির্ভর করে। লেভ ইয়াসিনের দেশ যে এখনও ভালো গোলকিপারের জন্ম দিয়ে চলেছে প্রমাণ মিলেছে তারও। এছাড়া আরও ৩টি বিশ্বচ্যাম্পিয়ন তকমাধারী দেশ এবার কোয়ার্টার ফাইনালে খেলেছে। এরা হল ১৯৬৬–র চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড ও ১৯৯৮–র বিশ্বজয়ী ফ্রান্স। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে দুবার বিশ্বকাপ জেতা উরুগুয়েও অবশ্য এই তালিকায় রয়েছে। কিন্তু সেই রেকর্ড এত আগে সংগঠিত হয়েছিল যে উরুগুয়েকে সেই অর্থে আর ফেভারিট আখ্যা দেওয়া হয় না। এদের মধ্যে শেষ ল্যাপে ফরাসী বিপ্লবে সবাই যে এভাবে ধরাশায়ী হবে এটা মনে হয় ফুটবল বিশেষজ্ঞ থেকে সমর্থক কেউই ভাবতে পারেন নি।

শেষ ষোলোর হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনাকে যে নেপোলিয়নের দেশ হারাতে পেরেছিল তার জন্য কৃষ্ণকায় তরুণ এমবাপের কথা বিশেষভাবে বলতে হবে। তার পাগলের মতো দৌড় ২–১ লিড নেওয়া আর্জেন্টিনাকে শেষ ল্যাপে ছিটকে দিয়েছে বিশ্বকাপ থেকে। নিজে জোড়া গোল করে পুরো দলকে উদ্বুদ্ধ করলেন। মিশেল প্লাতিনি, জিনেদিন জিদান, তিগানাদের সাম্রাজ্যে এমবাপে যে নতুন সম্রাট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন তাও বেশ বোঝা যাচ্ছে।

# মোহনবাগানকে হারিয়ে আইএফএ শিল্ড ইস্টবেঙ্গলের

**ইস্টবেঙ্গল ১ (দীপ সাহা ৮০ মিনিট )**
**মোহনবাগান ১(শুভ ঘোষ ৪৮ মিনিট )**
**ট্রাইবেকার :**
**ইস্টবেঙ্গল ৪ মোহনবাগান ২**

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বারাসত :** আই এফ এ শিল্ড জিতল ইস্টবেঙ্গল। বারাসত স্টেডিয়ামে মোহনবাগান কে হারিয়ে ১২২তম আই এফ এ শিল্ড নিজেদের তাবুতে তুলল লাল হলুদ। জয় পেনাল্টি শুট আউটে। নির্দিষ্ট সময়ের খেলা ১–১ গোলে শেষ হওয়ার পরে খেলা অতিরিক্ত সময়ে গড়ায়।এর পরে পেনাল্টি তে ইস্টবেঙ্গল ৪–২ গোলে জিতে চ্যাম্পিয়নের তকমা অর্জন করে।

উল্লেখ্য, আইএফএ শিল্ড অনুর্ধ উনিশ টুর্নামেন্টে পরিণত হওয়ার পরে কলকাতার কোনো বড় ক্লাবে অবশেষে এই প্রথম শিল্ড ঢুকল ইস্টবেঙ্গলের হাত ধরে। ট্রাইবেকারে দীপ সাহার গোল হতেই ইস্টবেঙ্গল খেলোয়াড়রা মাতলেন জয়ের আনন্দে। উল্লাস লাল হলুদ গ্যালারিতেও। খেলা শেষে লাল হলুদ পতাকাতে ছেয়ে গেল বারাসত স্টেডিয়াম।

এদিন প্রচন্ড গরমের মধ্যে খেলা শুরু হয় দুপুর আড়াইটের সময় ।প্রচুর দর্শক সমাগম হওয়ায় মাঠের বাইরেও ছিল উত্তাপ। প্রথমার্ধে খেলা গোল শূন্য থাকার পরে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই অসাধারণ ফিল্ড গোল করে মোহনবাগান কে এগিয়ে দেয় শুভ ঘোষ। এর পরে ইস্টবেঙ্গলের খেলায় ধার বাড়লেও পাল্টা আক্রমণে যাচ্ছিল সবুজ মেরুন। কিন্তু শেষ পনেরো মিনিটে অতিরিক্ত রক্ষণাত্মক খোলসে ঢুকে যায় মোহন বাগান। শেষ দিকে কৌশিক সাঁতরাকে জো পল আনচেরি তুলে নিতেই মোহনবাগান আক্রমণ নিস্তেজ হয়ে পড়ে। সমুদ্রের ঢেউ–এর মত ইস্ট বেঙ্গলের আক্রমণ আছড়ে পড়তে থাকে মোহন রক্ষণভাগে।

ফলশ্রুতি গোল শোধ। আশি মিনিটে কার্যত মোহন বাগান গোলরক্ষক সহজ বল ফস্কে বিপদ ডেকে আনেন। ভুল করেন নি দীপ সাহা। জো পল আনচেরি খেলার শেষে গোলরক্ষক কে আড়াল করলেও মোহন বাগানের ডিফেন্সিভ স্ট্র্যাটেজি যে তাদের সুবিধা করে দেয় সেকথা জানাতে ভোলেন নি ইস্টবেঙ্গল কোচ রঞ্জন চৌধুরী। দুদলের কোচ প্রচন্ড গরম যে ভালো খেলার অনুপযুক্ত বলে জানিয়ে গেলেন। গোলদাতা দীপ সাহা বা প্রতিশ্রুতিমান তেতে পুঁইয়া যতই ভালো খেলুন এদিন ইস্টবেঙ্গল দলের আক্রমণ মূলত সংগঠিত করেন সুরঞ্জিত সিং। এদিন খুব বেশি নজরে পড়েন তিনি। বাম প্রান্তিক আক্রমণ থেকে অধিকাংশ সুযোগই তৈরি হয় যার কারিগর ছিল সুরঞ্জিত। খেলার শেষে ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক ঝন্টু প্রসাদের সাথে সমর্থকদের অভিবাদন কুড়িয়ে নিলেন লাল হলুদ ইয়ং ব্রিগেড। লাল হলুদ সমর্থকরা যারপরনাই খুশি বছরের প্রথম ট্রফি ঘরে আসায়।

# মোহনবাগান ফ্যান ক্লাব

**নিজস্ব প্রতিনিধি :** গত রবিবার, ৮ জুলাই দুপুরে হুগলি স্টেশনের কাছে 'মা অন্নদা আশ্রমে' মোহনবাগান ফ্যান ক্লাবের সদস্যরা তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড করল। পাশাপাশি দুঃস্থ অনাথ আশ্রমের ছোটরাও আবৃত্তি, ছড়া গান করে। এই আবাসিক আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার কার্তিক দত্ত বণিক। এদিন প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ১০৫ তম ও প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলির ৪৬তম জন্মদিন পালন হয়। মোহনবাগান ফ্যান ক্লাবের সদস্যরা বিভিন্ন প্রান্তের ছিলেন। এঁরা এসেছিলেন কেউ সুদূর হলদিয়া, আরামবাগ, বর্ধমান, রায়না, বাঁকুড়া, খড়দহ, কলকাতার কাঁকুড়গাছি থেকে। এদিনের অনুষ্ঠান শুরুর প্রথমে গঙ্গাপারের মোহনবাগান ফ্যান ক্লাবের সদস্যরা চিরপরিচিত মেরুন সবুজ রঙের বিরাট মাঠের আকারে কেক কাটেন। প্রসঙ্গত, ওইদিন আশ্রমের দুঃস্থ ছেলেদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য

ফ্যান ক্লাবের সদস্যরা তুলে দেন। এদিন কুইজ প্রতিযোগিতা করেন কুইজ মাস্টার কার্তিক দত্ত বণিক। বাগান ফ্যান ক্লাবের সভাপতি সুদীপ্ত প্রকাশ নন্দে বলেন, তাদের মূল কাজ হল যারা ভালো খেলে কিন্তু অর্থের অভাবে এগিয়ে যেতে পারছে না, সেই স্বপ্নকে সার্থক করে তোলা। বাংলার বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে নতুন প্রতিভাদের খুঁজে বের করার দায়িত্ব নিয়েছেন এই ফ্যান ক্লাব। ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যে কেউ তাদের কাছে পৌঁছে যেতে পারেন। ফ্যান ক্লাবের সম্পাদক কেয়া বেরা, দেবব্রত ভট্টাচার্য, গৌতম মুখার্জী প্রমুখ ছিলেন। উল্লেখ্য, ওই দিনের অনুষ্ঠানে মোহনবাগানের থিম সং মাইকে বহুদূর থেকে শোনা যাচ্ছিল।

# কুড়ি বছর পর ফ্রান্স আবার বিশ্বসেরা

**অভিমন্যু দাস :** তীরে এসে তরী ডুবলো ক্রোয়েশিয়ার। বিশ্বকাপের ইতিহাসের পাতায় আধিপত্য গড়তে ব্যর্থ হলেন তারা। অপেক্ষা করতে হবে চার বছর পর 'কাতার' বিশ্বকাপের জন্য। আধা পর্তুগিজ, আধা জার্মান, আধা আফ্রিকান

সম্মিলিত খেলোয়াড়দের হাত ধরে রুশ বিপ্লবের শতবর্ষে ফরাসীরা অতি সহজেই ১৯৯৮ সালের পর দ্বিতীয় বারের জন্য বিশ্বকাপ দখল করে। বিশ্বকাপ ফ্রান্স জয় করলেও বিশ্বহৃদয় জয় করেছে ক্রোয়েশিয়া। গ্রুপ পর্যায় থেকেই ক্রোয়েশিয়ার অসাধারণ লড়াই এর মূল কারণ।

২০১৮ বিশ্বকাপ ফাইনাল অবশ্য অনেক ভিন্ন ধরনের ছবি দেখিয়েছে। ভাগ্যের চরম উত্থান–পতন যে অনিবার্য, তা আর একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখালো এই বিশ্বকাপ ফাইনাল। সেমিফাইনালে যে খেলোয়াড়ের অবিশ্বাস্য গোল ক্রোটদের জেতালো সেই মন্দজুকিচের নামের পাশে ফাইনালে ম্যাচের পর আত্মঘাতী গোল লেখা থাকবে। যে পরিসিচের দুরন্ত গোলে ম্যাচের ফলাফল ১–১ হয় তার হাতই পেনাল্টির জন্য দায়ী থাকবে। ফ্রান্স দুর্গের শেষ প্রহরী লঁরিস প্রত্যেক ম্যাচের মতো ফাইনালেও বেশ কয়েকটি চমৎকার সেভ করলেও গোটা টুর্নামেন্টের সবচেয়ে জঘন্যতম গোলটি তিনি হজম করেন। অতি মাত্রায় আত্মবিশ্বাসী হয়ে গিয়ে খুব সহজ বল অনায়াসে বক্সের মধ্যে ক্লিয়ার করতে গিয়ে জঘন্য গোল হজম করেন। যদিও তা ফ্রান্সের স্কোর লাইনে খুব একটা ক্ষতি করেনি। ফ্রান্স প্রথমার্ধে যে দুটি গোল পেয়েছিল তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক তৈরি হয়েছে। ক্রোয়েশিয়ার বক্সের একটু বাইরে গ্রিজম্যান ফ্রিকিক পান একেবারে 'নেইমার' স্টাইলে অভিনয় করে। ফাউলটা তাকে করা হয়েছিল কিনা সেই নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন তৈরি করেছে। আর যে পেনাল্টিটা ভিএআরের সাহায্যে দেওয়া হল সেটা নিয়েও হাজারও প্রশ্ন। ওই হ্যান্ডবল কে কি আদৌ ইচ্ছাকৃত বলা যায়? যদিও ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনকান্তিনো 'ভার'এর সিদ্ধান্ত নিয়ে উচ্ছসিত। তার মতে, ভার আসায় ফুটবল এখন আগের চেয়ে পরিচ্ছন্ন। নতুন প্রযুক্তি ঠিকঠাক কাজ করছে। শুধু ঠিকঠাক না ভালভাবে কাজ করছে।'' ইনফান্তিনো আরো মনে করেন, ''পরিসংখ্যানই শেষ কথা। অনুমান নয়। বিশ্বকাপে ৬২ ম্যাচে ১৯ বার সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা হয়েছে। ১৬ বার পাল্টেছে। পাল্টানো মানে কিন্তু সঠিক পৌঁছানো। ফুটবল থেকে অফসাইডে গোল করার দিন এখন শেষ। 'ভার' আসায় এতবড় সাফল্য আসবে কেউ কল্পনা করতে পারে নি।''

২০১৮ বিশ্বকাপের আগে মেসি, নেইমার, রোনাল্ডোদের মতো তারকার প্লেয়ারদের নিয়ে নানা আলোচনা উঠেছিল। এদের মধ্যে কে গোল্ডেন বুট বা বল পাবে তা নিয়ে বিস্তর পর্যালোচনা হয়েছিল। নেইমার চোট মুক্ত হয়ে কতটা ভাল খেলবে তা নিয়েও নানান জল্পনা কল্পনা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে এবার এই তারকা খেলোয়াড়দের কেউই তাদের নামের সঙ্গে সুবিচার করতে পারেন নি। তবে একটু ব্যতিক্রম রোনাল্ডো। স্পেনের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচেই হ্যাটট্রিক করে যথেষ্ট আলোড়ন তৈরি করেছিলেন।

অনেকেই ধারণা করেছিলেন এবারের বিশ্বকাপ তাঁর নামেই চিহ্নিত হবে। ৪টি গোল রয়েছে এবারের বিশ্বকাপে কিন্তু নকআউট পর্যায়ে পর্তুগালের বিদায় তার ভক্তদের বড়ই হতাশ করে। এবারের বিশ্বকাপে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপে। ১৯ বছরের উদীয়মান তরুণ ফুটবলারটিকে আগামী কয়েকটি বিশ্বকাপে রাজত্ব করতে দেখা যাবে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। এমবাপের দ্রুত চোরাগতির দৌড় যে কোনও রক্ষণের ক্ষেত্রে ত্রাসের সঞ্চার করতে পারে। আর্জেন্টিনাকে এবারের বিশ্বকাপ থেকে বিদায় জানাবার জন্য তার বিরাট ভূমিকা ছিল। সেই ম্যাচে তার দুটি চমৎকার গোল ছিল। ফাইনালেও ফ্রান্সের চতুর্থ গোলটি এমবাপের পা দিয়ে আসে। ব্রাজিলের মহাতারকা পেলের পরে ফাইনালে তিনিই দ্বিতীয় গোলদাতা, যার বয়স কুড়ির নীচে। ৬০ বছর আগে মাত্র ১৭ বছর বয়সে বিশ্বকাপ ফাইনালে সুইডেনের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে ব্রাজিলকে চ্যাম্পিয়ন করে ছিলেন পেলে। প্রথম বিশ্বকাপে পেলে করেছিলেন ৬টি গোল। আর এবার এমবাপে করেন ৪টি গোল। ফাইনালের পর পেলে টুইটারে এমবাপে সম্পর্কে টুইট করেন, ''বিশ্বকাপ ফাইনালে দ্বিতীয় টিন এজারের গোলদাতা। এই ক্লাবে স্বাগত। এত দিনে একজন সঙ্গী পেলাম''।

ফ্রান্স বিশ্বকাপ জিতেছে মূলত অভিজ্ঞতার জোড়ে। বিশ্বকাপ শুরু আগে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ফ্রান্স কে সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন হিসেবে চিহ্নিত করলেও ক্রোয়েশিয়াকেই ফাইনালিস্ট হিসেবে কখনই কেউ ভাবে নি। দুরন্ত ফুটবল খেলে তারা ফাইনালে পৌঁছয়। কিন্তু ফ্রান্সের তারুণ্যের অভিজ্ঞতা ও ওজন ক্রোটদের থেকে অনেক বেশি হওয়ার ফলেই বিশ্বকাপটা ফ্রান্স সহজেই জিতে যায়। দুবছর আগে পর্তুগালের কাছে ইউরো চ্যাম্পিয়ানের ফাইনালের হারের জ্বালা এবার মেটালেন বিশ্বকাপ জিতে। মস্কোর ফাইনালে কাউকে সেই অর্থে নায়ক রূপে খুঁজে পাওয়া যায়নি। যেমন ১৯৯৮ ফাইনাল জিনেফিন জিদানের জন্য মনে আছে। ২০০২ ব্রাজিলের রোনাল্ডোর নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। এবারের ফাইনালে এককভাবে কেউ নেই। কিছুটা এমবাপের জন্য কিছুটা ফরাসী মিডফিল্ডের স্তম্ভ গ্রিজম্যানকে মনে রাখতে হবে। গোটা টুর্নামেন্টেই ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলেছেন। ফাইনালেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ফ্রান্সের মূল চালিকাশক্তি ছিল গ্রিজম্যান। ক্রোয়েশিয়ার গোলরক্ষক সুবাসিচকে মনে রাখতে হবে। ফাইনালে ৪টি গোল হজম করলেও সারা টুর্নামেন্টে তার পারফরমেন্স ছিল অসাধারণ। যদিও গোল্ডেন গ্লাভস পেয়েছেন বেলজিয়ামের গোলরক্ষক থিটো কুর্তোয়া। তিনিও অসাধারণ খেলেন। দেশকে বিশ্বকাপ দিতে না পারলেও নিজের অসাধারণ পারফরমেন্সের জন্য ক্রোয়েশিয়ার লুকাসদ্রিচ 'সোনার বল'এর মালিক হন। আর এবারের বিশ্বকাপে সর্বাধিক ৬টি গোল করে সোনার বুটের মালিক হয়েছেন ইংল্যান্ডের হ্যারিকেন।

ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ে দেঁশ–এর কথা অবশ্যই বলতে হবে। দেঁশ তৃতীয় ব্যক্তি যিনি খেলোয়াড় ও কোচ রূপে বিশ্বকাপ জেতেন। দু বছর আগে ইউরো ফাইনালে ভালো খেলেও দেশকে কাঁদতে হয়েছিল। মস্কো অবশ্য সেই চিত্রটা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে, তার প্রতি 'পোয়েটিক জাস্টিস' দেখায় মস্কো। ইতিহাসের পাতায় তার নাম চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে লেখা থাকবে।

# বিশ্বকাপে ফ্রান্সের জয় উদ্ভাসিত চন্দননগর

**মলয় সুর :** জগদ্ধাত্রী পুজো মানেই চন্দননগর। এছাড়া জগৎ বিখ্যাত আলোর কারিকুরির জন্য এই শহর বিখ্যাত। তবে এই গুলি ছাড়া আরও একটি পরিচয় রয়েছে এই শহরের। এক সময় এই শহরটি ফরাসি অধিকৃত ছিল। তার কিছু নিদর্শন এখনও শহরের চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এবারের বিশ্বকাপের সময় তা আরও স্পষ্ট হয়ে যায়। দেশ জুড়ে যখন ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, ইংল্যান্ড ভক্ত সমর্থকদের ভিড়।

তখন একমাত্র চন্দননগরে দেখা যায় ফ্রান্সের পতাকা চন্দননগর গঙ্গার ধারে ঐতিহাসিক স্ট্র্যান্ড রোডে এখনও ফরাসি শাসক ডুপ্লেক্স কলেজ, ফরাসিদের তৈরি গভর্নর হাউস যা বর্তমানে ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম হয়েছে। বর্তমানে সেখানে ফ্রেঞ্চ ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা রয়েছে। দেশ জুড়ে ইংরেজ শাসন চললেও চন্দননগর ছিল এসব কিছুর বাইরে।

এখনও বেশ কিছু ফরাসি রয়েছেন এই চন্দননগরে। ফ্রান্স থেকে এখনও অনুদান আসে শহরের উন্নতি প্রকল্পের জন্য। তৎকালীন ফরাসি নাগরিকদের বাসস্থানের জন্য পুরো শহরটা একেবারে সাজানো গোছানো। তাই ফ্রান্স বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দরুণ চন্দননগরেও উন্মাদনা দেখা গিয়েছে। ১৫ জুলাই রবিবার সকাল থেকেই চন্দননগর স্ট্র্যান্ডে রানীঘাটের কাছে ঢাক, ঢোল, সানাই নিয়ে নাচে মত্ত ছিলেন অনেকেই। সন্ধে থেকেই চন্দননগর সেজে উঠেছিল রং বেরংয়ের আলোর ঝলকানিতে। বহু পুরনো এই চন্দননগর শহর। এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে নানা ইতিহাস।

এদিকে খেলা শুরু পর ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে একটার পর একটা আক্রমণের ঝড় ফ্রান্স তৈরি করে। এরপরই এমবাপের গোলের পরই ফ্রান্সের সঙ্গে উন্মাদনায় মেতে ওঠে এখানকার ফরাসি শহর চন্দননগর। তারপর গোলের সংখ্যা যত বেড়েছে তত আনন্দে মেতে উঠেছে সবাই। পশ্চিমবঙ্গের শহর চন্দননগর যেন এক টুকরো ফ্রান্স । এখন জয়ের আনন্দ উপভোগ করছে প্রতিটি চন্দননগরবাসী। চন্দননগর জুড়ে এখন শুধুই খুশির আমেজ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইতিমধ্যেই চন্দননগরের বিখ্যাত আলোকশিল্পী বাবু পাল (সুপ্রতীম পাল) জানান, রাশিয়ায় ফ্রান্স বিশ্বকাপের ট্রফি হাতে রয়েছে সেই চিত্র আলোর মাধ্যমে তুলে ধরবেন।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9062201905 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

**Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.**

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com